www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬–২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

রবি প্রণাম
চারের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ২৪ বৈশাখ – ৩০ বৈশাখ, ১৪২৩ ঃ ৭ মে – ১৩ মে, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 28, 7 May - 13 May, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

আগামী অজয় মুখোপাধ্যায় কী মুকুল রায়?

পার্থসারথি গুহ

ভোটের বাজারে কে জিতবে আর কে হারবে এখন তা নিয়েই মেতে রয়েছি আমরা, মানে 'শ্রীযুক্ত উলুখাগড়া' জনগণ। পাড়ার চায়ের দোকান, ট্রেন, ট্রাম–বাস, মায় মেট্রো রেল পর্যন্ত বাদ যাচ্ছে না ভোট বিশ্লেষকদের মুখরোচক নানা সমীক্ষায়। আর কে না জানে এই ভোটবাবু তথা ভোট সমীক্ষকরা কোনও হোমরাচোমরা চ্যানেল বা প্রিন্ট মিডিয়ার পাবলিক নয়। এরা সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন আমার–আপনার আশেপাশেই। অর্থাৎ পাড়ার মামা–কাকারা। হ্যাঁ। এই বিশেষণেই এদের সম্ভাষিত করা হয়ে থাকে নিজ নিজ এলাকায়। ধূমায়িত চায়ের পেয়ালায় তর্কের তুফান তোলেন এরা। শুনতে ভালো লাগে বলে টিনএজার থেকে বৃদ্ধ সকলেই সামিল হন সেই চর্চায়। গরমে প্রাণ যতই ওষ্ঠাগত হোক না কেন, এই রাজ্যের বিভিন্ন পেশার মানুষের গসিপের বিষয়বস্তু এক এবং অদ্বিতীয়ম ভোটালোচনা।

তা এই ধরনের আড্ডার মৌতাতে একটা নয়া সমীকরণের ইঙ্গিত মিলছে বেশ কিছুদিন ধরেই। এটা নয় যে দক্ষিণ কলকাতার প্রান্তিক আলোচনার র‍্যাডারে ধরা পড়েছে এই ছবি। এই চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তামাম বাংলা জুড়ে। তাই কাকদ্বীপের আলোচ্য ধুন্ধুমার বিতর্ক কোচবিহারের মাটিতেও জানান দিচ্ছে নিজের অস্তিত্বের। ঝেড়ে না কেশে সোজাসুজি চলে আসি সাম্প্রতিক এই ভোট তর্কের মূল আঙিনায়। কে না জানে আর মাত্র ১২ দিন গণনার বাকি থাকলেও জনতা জনার্দনের প্রাণ হাঁসফাঁস করছে ফলাফল জানার জন্য। যথারীতি এর জন্য বিভিন্ন সমীক্ষা এবং চ্যানেলের কারসাজির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছে তাদের। এর মধ্যে আবার কেউ কেউ যে ইউরেকার জন্ম দিচ্ছে ভোট পরবর্তী সরকার গঠন প্রক্রিয়াকে সামনে রেখে। বলাবাহুল্য এদের কথা বা তত্ত্বে যত না আবেগের প্রাবল্য তার থেকে যুক্তির বহিঃপ্রকাশ অনেক বেশি। এই অংশের ঝানু রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অনুমান করছেন এবারের ভোট গণনা শেষে দেখা যাবে যে দলই সরকার গড়ুক না কেন, খুব কম মার্জিন নিয়ে ক্ষমতাসীন হবে। অর্থাৎ তাদের ভিতটা হবে বেজায় দুর্বল। সেই ভঙ্গুর প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে জমি তৈরি হবে আগামী দিনের 'হর্স রেস' বা ঘোড়া কেনাবেচার। এই সারিতে একেবারে

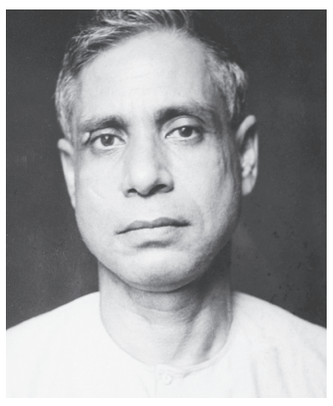

প্রথমসারিতে ঘুরপাক খাচ্ছে গুটিকয়েক চেনা মুখ, মূলত যাদের সামনে রেখে এই গেম প্ল্যান রূপায়িত হতে পারে।

বলাবাহুল্য রাজনৈতিক ডিগবাজি বা পোলভল্টে যারা শিরোমণি এই দৌড়ে তারা অনেকটাই এগিয়ে। এদের মধ্যে বিশ্লেষকদের ফোকাস যার ওপর সবার আগে পড়ছে তিনি হলেন দেশের প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মুকুল রায়। যিনি একাধারে তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকও বটে। সুপ্রিমোর সঙ্গে 'তু –তু–

মে–মে'–র পরের ইনিংসে কেমন যেন ক্লিশে লাগছে তাঁকে। ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ মুকুল রায়ের এই রূপ ঠিক গ্রহণযোগ্য নয়। মারমুখী প্লেয়ার যদি নিজেকে গুটিয়ে নেয় সেই ব্যাপার আর কি! তা এ হেন মুকুলবাবুকে কিছু প্রভাবশালী মহল যে আগামী দিনের অজয় মুখোপাধ্যায় ভেবে রেখেছেন সেই খবর কি আছে আপনাদের কাছে? সেই হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়ার কাজটা করতেই মূলত এই লেখায় হাত পাকানো। এই তথ্য বলছে, এবারের নির্বাচনে যেই জিতুক তার আসন সংখ্যা কিছুতেই ১৬৫–১৭০ ছাড়াবে না। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়াও যায় তৃণমূল সরকার গড়ল এই সংখ্যক আসন পেয়ে তা হলে দলে নাকি সর্বময়ী নেত্রীর ক্ষমতা অনেকটাই সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। আর এত খারাপ বাজারেও মুকুল রায়ের যে অনুগামী ব্রিগেড রয়েছে তাদের মধ্যে জনা ২০–৩০ জন জিতে যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে হয়তো ছমাসের মধ্যেই ভেঙে যাতে পারে তৃণমূল–২ সরকার। বিরোধীদের (কংগ্রেস+ বামফ্রন্ট) ১২০–১৩০ বিধায়কের বাইরে থেকে সমর্থনে গঠিত হতে পারে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলীদের সরকার। যে সরকারের কাণ্ডারী তথা মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন মুকুল রায়। সেক্ষেত্রে দলনেত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে কোনও কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হয়ে আসবেন তিনি। মুকুল রায়ের সরকারকে বাইরে থেকে যে ২০–২৫ জন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতা সমর্থন যোগাতে পারেন তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নামও বরং একটু দেখে নেওয়া যাক। নারদ ঝাপটা সামাল দিয়ে বর্ষীয়ান সুব্রত মুখোপাধ্যায় যদি বালিগঞ্জের বৈতরণী পার হতে পারে তা হলে নিশ্চিতভাবে তিনি থাকবেন এই তালিকার শীর্ষভাগে। মুকুল ঘনিষ্ঠ শিউলি সাহা, সব্যসাচী দত্ত, উদয়ন গুহ (মূলত মুকুলের অনুপ্রেরণাতেই প্রাক্তন এই ফ:ব: নেতা তৃণমূলে আসেন বলে বাজারে জোর খবর) সৌরভ চক্রবর্তী, শীলভদ্র দত্ত, রুকবানুর রহমান সহ আরও বেশ কয়েকজন সেক্ষেত্রে বিদ্রোহী হতে পারেন।

এই লেখা পড়ে প্রাথমিকভাবে হয়তো অনেকের মনে হতে পারে 'গল্পের গরু গাছে তোলা' হচ্ছে। আদতে কিন্তু এটা রাজনৈতিক মহল থেকে উঠে আসা একটি নির্যাস। যা হাতবদল হয়ে পাড়ার ঠেকেও ছড়িয়ে পড়েছে। আজকের সোশ্যাল সাইটের যুগে এর ব্যাপ্তিও কোনও অংশে কম নয়। ফলে আসল খবর পেতে এখন অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। সেই অপেক্ষা অবশ্য 'শবরীর' প্রতীক্ষা হবে না এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়।

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বাতিল হল রাজ্যের

মেডিকেল জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা। অকুলপাথারে রাজ্যের ৮৫ হাজার পরীক্ষার্থী। চুরমার হতে বসেছে তাদের স্বপ্ন।

রবিবার : সম্পন্ন হল ষষ্ঠ দফার ভোট। সক্রিয় হয়ে উঠল কেন্দ্রীয়

বাহিনী। চারিদিকে ১৪৪ ধারা। উৎসবের ভোট হয়ে উঠল যুদ্ধের আবহ। নির্বাচন কমিশন বলেছে মানুষ ভোট দিয়েছে নির্বিঘ্নে।

সোমবার : অস্বাভাবিক দাবদাহে পুড়ছে বাংলা। আবহাওয়ার

পূর্বাভাসও উধাও হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির খেয়ালে। কালবৈশাখী নেই, বৃষ্টি নেই, রয়েছে খালি হাহাকার চারিদিকে।

মঙ্গলবার : ফের রাজনীতির শিকার হয়ে উঠল এক শিশু।

ভোটের দিন আহত এক শিশুকে নিয়ে মেতে উঠেছেন রাজনৈতিক নেতারা। শাসক বিরোধী দু দলের নেতারাই ছুটে গিয়েছেন শিশুটির বাড়িতে, কোলে তুলে আদরও করেছেন। কে না জানে ভোটের পরই এসব দরদ মিলিয়ে যাবে। পড়ে থাকবে রাজনীতির বলি ওই পরিবার।

বুধবার : রাজ্যসভার সদস্য পদ থেকে বিজয় মালিয়ার ইস্তফা

খারিজ হয়ে গেল নিয়ম না মানার জন্য। পরে অবশ্য নতুন ইস্তফাপত্র গৃহীত হয়।

বৃহস্পতিবার : তীরে এসে তরী ডোবালেন সূর্যকান্ত। শেষদফার ভোটের আগে শুভেন্দুকে নিয়ে

বেঁফাস মিথ্যে মন্তব্য করে ফেঁসে গিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের ভর্ৎসনার জবাবে দেখাচ্ছেন ১৯ মের ফলাফলের ভবিষ্যত।

শুক্রবার : পরতে পরতে খুলছে সিঙ্গুর জট। সুপ্রিমকোর্টের প্রশ্নবাণে

জর্জরিত টাটার আইনজীবী। আদৌ কৃষকের স্বার্থ দেখা হয়েছিল কি? প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতিরা। বুক বাঁধছেন সিঙ্গুরবাসী।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

সেকেন্ড ইনিংস নিশ্চিত মমতার

কল্যাণ রায়চৌধুরী

এই প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হবে, তখন পশ্চিমবঙ্গে চলা টানা একমাস ব্যাপী বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ পর্ব সাঙ্গ হয়ে যাবে। অপেক্ষা থাকবে শুধু আগামী ১৯ মে'র ফলাফল প্রকাশের। এই নির্বাচন স্বাধীনভাবে পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে তো বটেই, সমগ্র দেশের নির্বাচনী ইতিহাসে এক বেনজির দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। গত শতকের নয়ের দশকে টিএন সেশন নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা সম্পর্কে জনমানসে একটা ইতিবাচক বার্তা দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। যা পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন বামফ্রন্ট পরিচালিত সরকার সুনজরে দেখেনি। ২০১১ সালেও নির্বাচন কমিশনের কঠোর পদক্ষেপ দেখা গিয়েছিল। তবে এবারে ২০১৬–র এই বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন যে ভূমিকা পালন করল, তা স্বাধীনতার উনসত্তর বছরের ইতিহাসে বিরল বলে মনে করছেন তথ্যাভিজ্ঞমহল। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে অনেকগুলি বিরোধী শক্তি একজোট হয়েছে শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে বললে পুরোপুরি ঠিক বলা হবেনা, বলা সমীচীন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। একা একজন মহিলার বিরুদ্ধে এবারে সমবেত হয়ে লড়ছে, একদিকে যেমন বামফ্রন্ট–কংগ্রেস জোট, তেমনিই অন্যদিকে এই জোটকে যথাসাধ্য সঙ্গত দিচ্ছে সংবাদমাধ্যমের একটা বড় অংশ। এই সঙ্গে যেমন রয়েছে বিজেপি, তেমনই আছে তৃণমূলেরই একটা বিক্ষুব্ধ অংশ। যে অংশটি এবারে রীতিমতো ঘর শত্রু বিভীষণের ভূমিকা পালন করছে। এই সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিগুলিকে অতিক্রম করে যদি এবারে পুনরায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তাহলে সেটাও হবে আর এক ইতিহাস। আগের একটি প্রতিবেদনে এই প্রতিবেদক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'একা কুম্ভ' বলে উল্লেখ করেছিলেন। বাস্তবিকই এই লড়াই যেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একার লড়াই। তৃণমূলের যে সমস্ত প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, বলা যেতে পারে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

না থাকলে তাঁদের অস্তিত্ব রীতিমত সঙ্কটের মুখে পড়ে যাবে। এমনটাই মন্তব্য সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। উল্লেখ্য, বামেরা সূক্ষ্ম রাজনৈতিক চালে বরাবরই পারদর্শী। ২০১১তে রাজ্যের জনাদেশ হুড়মুড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধে গিয়েছিল বলে তাদের বিপর্যয় ঘটে। এবারে তারা আবার সরকারে আসতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন কংগ্রেসকে সিপিএমের বি–টিম বলতেন, তেমনই বামেরা এবারে বিজেপিকে তৃণমূলের সহযোগী বলছেন। কংগ্রেস যে সিপিএমের বি–টিম, মমতার এই অভিযোগ আজ প্রত্যক্ষ ও বাস্তবায়িত। কিন্তু বামেরা যে বিজেপি–র সঙ্গে তৃণমূলের গাঁটছড়ার উল্লেখ করছেন, তা শুধুমাত্র মুসলিম ভোটকে নিজেদের পক্ষে টানতে। তাদের এই গাঁটছড়ার উল্লেখের কোনও বাস্তব প্রমাণ নেই। কেননা বিজেপিও এই নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূলের কট্টর বিরোধিতায় সামিল। তবে বিরোধী শক্তিগুলি যতই কঠোরভাবে মমতা–বিরোধিতা করছে, ততই তাদের স্বার্থান্বেষী দিকগুলি উন্মোচিত হয়েছে, বলে বিশ্লেষকদের অভিমত। রাজ্যের ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের প্রকাশের তারিখ ১৯ মে। জনাদেশ কোনদিকে যেতে পারে, এ নিয়ে ইত্যবসরে বিভিন্ন সমীক্ষা হচ্ছে। এক সমীক্ষায় বিরোধী জোটকে সরকারে দেখা যেতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমীকরণকে খাড়া করে। এ বিষয়ে বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক পাঁচুগোপাল হাজরা তাঁর প্রতিক্রিয়ায় জানান, সমীক্ষা যে রাজনৈতিক সমীকরণ থেকেই করা হোক না কেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের সরকার গঠনের পথকে কোনওভাবেই প্রতিহত করতে না পারার সম্ভাবনাই বেশি। তার কারণ হিসেবে তাঁর ব্যাখ্যা, পরিবর্তনের সরকারের আমলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় সরকারের সাফল্য, ফি–বছর রাজ্যের বন্যা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ, ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের অস্তিত্ব সম্পর্কে জনমানসে প্রভাব বিস্তার, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত লোকশিল্পীদের সরকারি স্বীকৃতি সহ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা এবং রাজ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। এরপর পাঁচের পাতায়

বেশ কিছু আসন হারাতে পারে শাসক দল

কুনাল মালিক

গত ৩০ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৩১টি আসনে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। বিক্ষিপ্ত দু–একটি ঘটনা ছাড়া আপাতত নির্বিঘ্নেই ভোট হয়েছে। বিরোধীরাও তেমন গুরুতর রিগিং বা ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ তোলেনি। নির্বাচন কমিশনের নজরদারি এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাপটে বনধের পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে। ২০১১ সালে নির্বাচনে এই জেলায় ৩১টি আসনের মধ্যে ২৬টি

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আসনেই তৃণমূল জয় পেয়েছিল। সিপিএমের দখলে ছিল ভাঙড়, কুলতলি, ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্র। আরএসপির দখলে ছিল বাসন্তী। এসইউসিআইয়ের দখলে ছিল জয়নগর। ওই নির্বাচনে তৃণমূল ও কংগ্রেসের মধ্যে জোট ছিল। এবার তৃণমূল সর্বত্র এককভাবে লড়ছে। অন্য দিকে কংগ্রেস ও সিপিএম এই জেলায় প্রতিটি কেন্দ্রেই ঐক্যবদ্ধভাবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়ছে। জেলা গোয়েন্দা সূত্রে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এবার নাকি তৃণমূলের শক্ত দুর্গ দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কংগ্রেস বাম জোট ১০–১২টি আসন পেতে পারে। সেই আসনগুলো হল গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, সাগর, কুলপি, রায়দিঘি, বারুইপুর পূর্ব, ক্যানিং পশ্চিম, মগরাহাট পূর্ব, ভাঙড়, কসবা, যাদবপুর কেন্দ্র। জেলা গোয়েন্দা সূত্রে জানা যাচ্ছে শাসকদলের এই কেন্দ্রগুলো হারাবার কারণ হবে দলের মধ্যে প্রবল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এই সমস্ত কেন্দ্রে সরকারের উন্নয়ন চাপা পড়ে গিয়েছে নেতা–নেত্রীদের ব্যক্তিগত হিংসা–ঈর্ষা, লবিবাজির দাপটে। অনেকের উদ্ধত আচরণ, জীবনধারণের চালচলন মানুষ ভালো চোখে নেয়নি। কিছু কিছু কেন্দ্রে নদী বাঁধের সমস্যায় মানুষ বীতশ্রদ্ধ। তারপর ওই গোয়েন্দাসূত্র জানাচ্ছে, সারদা কান্ড মানুষ ভুলতে বসেছিল। কিন্তু নতুন করে নারদা কান্ড মানুষকে প্রভাবিত করেছে। কিছু মিডিয়ায় তৃণমূল নেতা নেত্রীর হাতে টাকা নেওয়ার দৃশ্য মানুষ ভালো চোখে নেয়নি। সর্বোপরি সিপিএম ও কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা প্রথম দফার পর থেকে এমন প্রচারে ঝড় তুলেছে যেন তারাই ক্ষমতায় আসছে। এটাও শাসক দলকে কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে ফেলেছে। তারপর নির্বাচন কমিশন এই জেলার জেলাশাসক থেকে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, ওসিদের যেভাবে অপসারণ করেছে, তাতে করে তৃণমূলের কর্মীর সমর্থকরাও হতাশ হয়েছেন।

তবে তৃণমূলের জেলা স্তরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নেতা জানালেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস ২৫ থেকে ২৬টি আসন পাবেই। মানুষ উন্নয়ন দেখে ভোট দিয়েছেন। এখন দেখার জেলা গোয়েন্দাদের আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণ করে তৃণমূল নেতার আশাই বাস্তবায়িত হয় কিনা। তারজন্য ১৯ মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

হাতি বিদ্রোহে অশনী সঙ্কেত

দুর্গাদাস সরকার : বন থেকে হাতিরা দলে দলে লোকালয়ে হানা দিয়ে চাষিদের সোনার ফসল খেয়ে ফেলছে। বাধা পেলে ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রামবাসীদের আছাড় দিয়ে পায়ে পিষে মারছে। চাষিদের ঘর বাড়ি তছনছ করছে। বনদপ্তর হাতির তান্ডব থেকে সম্পদ বাঁচাতে কুনকি হাতির উপর ভর করে বনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু এতে স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। হাতিরা যে কারণে বন থেকে বেরিয়ে আসছে তার স্থায়ী সমাধান করতে হলে বৃষ্টি কেড়ে নেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে।

স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে হাতির খোরাক বেশি। বিশাল দেহের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হাতিকে অন্যান্য পশুদের চেয়ে বেশি খেতেই হয়। এই কারণে গাছপালা সমৃদ্ধ ঘন অরণ্যই হাতিদের প্রিয় বিচরণ ক্ষেত্র। ঘন অরণ্যর সবুজ রক্ষার্থে প্রকৃতি দেবী অতুল বৃষ্টির ব্যবস্থা করেছেন। সেই ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করে দেওয়ায় বৃষ্টির ঘাটতি দেখা দিয়েছে। মৌসুমীর আশীর্বাদেই বন পুষ্ট হয়। বনের জন্য মৌসুমীর সৃষ্টি হয় না।

পরিবেশবিদরা বৈজ্ঞানিক কু–সংস্কারে বড্ড বেশি ভোগেন। তারা জনমানসে বলে বেড়ান গাছ বৃষ্টি আনে। এই কুসংস্কারের উপর ভর করে দেদার গাছ লাগাবার প্রস্তাব দিয়ে বেড়াচ্ছেন। গাছ কাটা অনেক কমে গিয়েছে। গাছ লাগাবার প্রবণতা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। তথাপি বনের গাছপালা কি রক্ষা হচ্ছে?

আসলে খাদ্যের যোগানে টান ধরলে কারুরপক্ষেই টিঁকে থাকা সম্ভব নয়। যথেষ্ট খাদ্যের যোগান থাকলে প্রাণীরা সুস্থ হয়ে বাঁচে, বংশবৃদ্ধির কাজ করে। গাছেরা খায় না— পান করে। পানের মুখ্য উপাদানই হলো জল। এই জল না থাকলে কোনও প্রাণীই বাঁচে না। গাছ তো বটেই! জলের জন্ম আগে, গাছের জন্ম পরে।

মাথা ভারি পরিবেশবিদরা বুঝেও বোঝে না যে জলে গাছ, গাছে জল নয়। জল পড়লে গাছ হয়, গাছ লাগালে জল হয় না। গাছকেই বেঁচে থাকতে হয় জলকে ভরসা করে। জলের মূল ভান্ডার সমুদ্র। সমুদ্রের জল লবণাক্ত। ওই জলকে সূর্যদেব তার তাপের প্রভাবে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে মেঘে রূপান্তরিত করে। জলভাগ থেকে স্থলভাগে ঝরে পড়ার জন্য মেঘেরা দলে দলে ভেসে চলে। বায়ু তাদের বহন করে। বায়ুকে আহ্বান করে চাপের তারতম্য। বস্তুত যে কোনও পাম্পের কাজই নির্ভর করে চাপের তারতম্যের উপর। উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে ধেয়ে চলাটাই নিয়ম। এই নিয়ম কার্যকরী করার জন্য পৃথিবীর ৮ ভাগের মধ্যে ১ ভাগ জায়গা নিয়ে তৈরি হয়েছে কয়েকটা ছোট বড় উনুন। এই উনুনের ভৌগোলিক নাম মরুভূমি। যারা মরুভূমিকে বিধাতার অভিশাপ বলে গাল পাড়েন তাঁরা নিতান্তই মুর্খ। মনে রাখা দরকার প্রকৃতি যা কিছু করে তাই বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানকে না মানলে সাময়িক লাভ হলেও পরে সুদে আসলে তার মাসুল দিতে হয়।

হাতিরা সেই মাসুলই কড়ায় গন্ডায় দিয়ে চলেছে। মরু চাষের জন্য ভারতের উনুন নামক মরুভূমির নিম্নচাপ হারিয়ে গিয়েছে। তার আর সমুদ্রের ভিজে বাতাস টানার ক্ষমতা নেই। মেঘেরা দলবল নিয়ে স্থলভাগের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অমৃতবারি সিঞ্চন করতে চায়, কিন্তু বায়ু আগের মতন আর আকর্ষণ অনুভব করে না। মেঘও তাই আসে না। ফলে নিয়মমাফিক বৃষ্টি বন্ধ। তাই বনে চারাগাছ জন্মাচ্ছে না। বৃষ্টির অভাবে মাটির নিচে জল না পাওয়া মাঝারি গাছ মরে যাচ্ছে। বৃদ্ধ গাছ শিকড় চালিয়ে মাটির অনেক দূরান্ত থেকে জল সংগ্রহ করে বেঁচে থাকলেও দীর্ঘদিন তাদের বাঁচা সম্ভব হচ্ছে না। হাতিরা খাদ্যের অভাবে এর প্রতিবাদে বিদ্রোহ করছে। বুদ্ধিমান মানুষ ভুল করে পস্তাচ্ছে।

ডায়াবেটিকদের জন্য সুখবর 'নিরা'র

রিম্পি ঘোষ : দেখতে দেখতে চলে এল অক্ষয় তৃতীয়া। পয়লা বৈশাখের পর আরেকটি বড় উৎসব। আর বাঙালির উৎসব উদযাপন মিষ্টি ছাড়া অসম্পূর্ণ। আর বাঙালি এমনিতেই মিষ্টি পাগল। তবে এবারের অক্ষয় তৃতীয়া অন্যান্য বছরের তুলনায় ব্যতিক্রমী। এতদিন পর্যন্ত ডায়াবেটিস আক্রান্তরা মিষ্টির স্বাদ আস্বাদন থেকে বঞ্চিত থাকত। কিন্তু এইবার তাদের সামনে সেই রসনা তৃপ্তির অঢেল সুযোগ। বাঙালি যেহেতু মিষ্টি ভালোবাসে তাই মিষ্টি নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষারও অন্ত নেই। আর বাংলার মিষ্টির খ্যাতি বিশ্বজুড়ে। হুগলি জেলার রিষড়ার শতাব্দী প্রাচীন এক মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী সংস্থা ফেলু

মোদকের কর্ণধার অমিতাভ মোদক জানান, যেহেতু গরমকাল মানেই আমের মরসুম ও অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবটি এই সময় উদযাপিত হয় তাই আমরা আম দিয়ে মিষ্টি তৈরি করে থাকি। এর মধ্যে অন্যতম হল আমের সন্দেশ। যার মধ্যে আছে জেলি, আম বরফি আমের আস্তরন দিয়ে ঢাকা সন্দেশ ও কাজুর স্বাদ ও আমের পাল্প দিয়ে তৈরি আমের রাবড়ি। কিন্তু এই বছর এর সঙ্গে নতুন সংযোজন নারকেলের রস 'নিরা' থেকে প্রস্তুত মিষ্টি। এই বছর 'নিরা' থেকে প্রস্তুত রসমালাই, রাবড়ি এই মরসুমে অক্ষয় তৃতীয়ার বাজারে নিঃসন্দেহে বাড়তি আকর্ষণ। অমিতাভবাবু জানান, ডায়াবেটিসের রোগীদের মিষ্টি খাওয়ানোতে নিষেধ ছিল এতদিন। কিন্তু এইবার ছবিটা অন্যরকম থাকবে। কারণ এই 'নিরা' থেকে প্রস্তুত মিষ্টি ডায়াবেটিসের রোগীরাও খেতে পারবেন। এটি এক ধরনের সুগার ফ্রি মিষ্টি। তাছাড়া, দরবেশের লাড্ডু, গজা, লবঙ্গলতিকা, চন্দ্রকলা, ক্ষীরকান্তি রাজকোটের প্যাঁড়া ও নোনতার মধ্যে লাঠি নিমকি, পরোটা নিমকি তো রইলই। সারা মাস বিশেষ করে উৎসবের মরসুমে এদের চাহিদা আরও বেড়ে যায়। শুধু তাই নয় বেশি বিক্রির জন্য নামি দোকানগুলিতে গেলেই ঐতিহ্যবাহী রসগোল্লা ও সন্দেশের পাশাপাশি রয়েছে এই নানা ধরনের ফিউসন মিষ্টি। প্রথাগত মিষ্টির পাশাপাশি এই নিত্যনতুন মিষ্টি প্রস্তুত ও তার অভিনবত্বে রেষারেষি চলে বিভিন্ন মিষ্টি প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির মধ্যে। বিধানচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডঃ দীপক কুমার ঘোষ জানান, এই 'নিরা'–র মধ্যে গ্লাইসেমিক কনটেন্টের পরিমাণ থাকে প্রায় ৩৫%। তাই এই 'নিরা'–র তৈরি মিষ্টি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ। সবমিলিয়ে তাই এইবার সাধারণ ক্রেতাদের পাশাপাশি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরও রসনা তৃপ্তির ভরপুর সুযোগ রয়েছে এইবার।

আপাত কারেকশন শেষ

সিড়িভাঙা অঙ্ক মেনে এগোচ্ছে শেয়ার বাজার

শুদ্ধাশিস গুহ

সাধারণভাবে বাঙালির কাছে শেয়ার বাজার কথাটি খুব ভীতিকর একটি নাম। মোটামুটি গড়পড়তা বাঙালি দেখবেন এই বাজারকে এড়িয়ে চলার কথা বলে। সামনে বললেও অনেকে হয়তো ভিতরে ভিতরে একটু আধটু কেনাবেচা করে থাকেন এই বাজারে। তাও কেমন যেন সন্দেহের বশে বাণিজ্য করে তারা। তবে বাঙালি তথা রক্ষণশীলদের শুচিবায়ুগ্রস্থতা কাটিয়ে দেওয়ার জন্য এখন এই শেয়ার বিষয়টি সম্পর্কে এত সুন্দর পড়াশুনা এসে গিয়েছে যা সমৃদ্ধ করবে ভবিষ্যতের ট্রেডারদের। অর্থ বাজার নিয়ে শঙ্কার যে বহুল প্রচলিত মিথ সেটাই ভেঙে গুড়িয়ে যাচ্ছে এই সব অনলাইন স্টাডিজের মাধ্যমে।

অন্য কোনও বাজারের মতো এখানে যে আলু–পটল বা মাছ–মাংস বিক্রি হয় না তা নিশ্চয় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে পাঠকের কাছে। সাধারণ জনমানসে শেয়ার বাজার সম্পর্কে যে ভীতি রয়েছে তা যে অমূলক সেটা নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে। আসলে মানুষ যেরকম আর পাঁচটা ব্যবসা বাণিজ্য করে তেমনই এই শেয়ার বাজারও একটি লাভজনক ব্যবসা। তবে হ্যাঁ, এর সম্পর্কে পড়াশোনা না করে নামলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক। শেয়ার বাজার সম্পর্কে একটু ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য এখন বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠেছে। এগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের খুব একটা পরিচিতি নেই। বাজার সম্পর্কে অভিজ্ঞ কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি আমাদের এই কলকাতা শহরেও শেয়ার বাজার নিয়ে পড়াশোনা করান। তাদের কাছে শিখতে পারলে ভবিষ্যতে নিজের জীবনকে সুরক্ষিত করা সম্ভব। তাই ফাটকাবাজদের পাল্লায় না পড়ে সঠিক ব্যক্তির সাহায্যে এই বাজারে লেনদেন করা উচিত। যে কোনও ব্যবসার মতো শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রেও সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল শেয়ার কেনা। আপনি যে কোম্পানির শেয়ার কিনছেন তার সম্পর্কে বিস্তারিত না জেনে এর–ওর কথায় ভুলে কিছু কেনা উচিত নয়। তাহলে কিন্তু পরবর্তীকালে ভয়ঙ্কর ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এটা আমাদের কথা নয়। দীর্ঘদিন ধরে শেয়ার বাজারে লগ্নি করে যাদের চুল রীতিমতো পেকে গিয়েছে সেইসব পক্ককেশ মানুষেরই সাবধানবাণী এটি।

এমনিতে দেখা যায়, কোথাও যদি ট্রেডিং করতে যাওয়া হয় সেইসব স্বীকৃত সংস্থার দফতরে লেখা থাকে এইসব নিয়মাবলী। কীভাবে শেয়ার কিনতে হয়, ডিম্যাট এবং ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট কাকে বলে, প্রতারকদের থেকে দূরে থাকা, গুজবে কান না দেওয়া ইত্যাদি সব সতর্কতা জারি থাকে। শুধুমাত্র এইসব সতর্কতার জন্যই নয়, শেয়ার কেনার ক্ষেত্রে নিজস্ব বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত জরুরি। নচেৎ বোকা বনতে হয়। অনেকটা এখনকার একটি মোবাইল সংস্থার জনপ্রিয় সঙ্গীতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলতে হয় এই বাজারে ভুল করলে 'উল্লু হতে হয়'। সবকিছুর উত্থান–পতন রয়েছে। একইভাবে শেয়ার বাজারেরও উন্নতি এবং মন্দা দুই পরিলক্ষিত হয়। এই তো ২০০৮ সালের প্রথম দিকে ভারতীয় শেয়ার বাজার তেড়েফুঁড়ে উঠে পৌঁছে যায় ৬০০০'র গণ্ডিতে। একইভাবে সেনসেক্স পৌঁছে গিয়েছিল ২৩০০০। সেই ভারতীয় সূচক বিশ্ব অর্থনীতির প্রবল মন্দার হাত ধরে হু হু করে নেমে আসে যথাক্রমে নিফটি ২০০০'র ঘরে এবং সেনসেক্স ৭০০০'র ঘরে। অর্থাৎ একইবছর শিখর থেকে ভূমিতে পতিত হতে হয়েছিল ভারতীয় শেয়ার বাজারকে। সেই সময় বিক্রেতাদের মধ্যে গেল গেল রব উঠেছিল। হাতে কোনও কিছুই ধরে থাকতে চাইছিলেন না তারা। ফলে বাজারে ক্রমশ ধ্বস নাম ছিল। এই দুর্যোগের সময় যে সব মানুষ বুদ্ধি করে কম দামে ভাল শেয়ার কিনেছিলেন আজকের প্রবল উন্নতির বাজারে তার ফসল তুলছেন তারা। এখন ভারতীয় শেয়ার বাজার যেরকম তুঙ্গে রয়েছেন তা সর্বকালের রেকর্ড। নিফটি সাড়ে ৭০০০'র ঘর ছাপিয়ে গিয়েছে, সেনসেক্স পার হয়ে গিয়েছে ২৬০০০'র ঘর। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ এবং নিফটির মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। এই ভরা বাজারে বহু মানুষ অনেক দামে শেয়ার কিনছেন। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য এতটা উঁচুতে বাজার থাকাকালীন শেয়ার না কিনে আর একটু সংস্কারের জন্য অপেক্ষা করা। বাজারে যদি একটু পতন আসে তখন এইসব শেয়ার অনেকটাই কম দামে কেনা যাবে।

অর্থনীতি

এমনিতে ব্যাঙ্কিং শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শেয়ারের মর্যাদাই আলাদা। এর মধ্যে সরকারি এবং বেসরকারি দু'ধরনের ব্যাঙ্ক রয়েছে। সরকারি ব্যাঙ্কের থেকেও বেসরকারি ব্যাঙ্কে লগ্নি করলে অনেক সময় বেশি অর্থ লাভ করা যায়। তাও নিরাপত্তার দিক থেকে বিচার করলে সরকারি ব্যাঙ্কের শেয়ার কেনা অনেক নিরাপদ। ব্যাঙ্কের পাশাপাশি পরিকাঠামো, ওষুধ, রিয়েল এস্টেট, ধাতু, তেল জাত শেয়ারে বিনিয়োগ করা এই মুহূর্তে বুদ্ধিমানের কাজ। এছাড়াও ভাল শেয়ারের মধ্যে ধরা হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকে। এইসব সেক্টরে অনেক সরকারি সংস্থা রয়েছে। আছে নবরত্নের অন্তর্ভুক্ত শেয়ারও। কিন্তু এদের ছাপিয়ে যায় বেসরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাত্রা। ভারতীয় শেয়ার বাজারের উত্থানের পিছনে যত না ভারতীয়দের কারসাজি রয়েছে বিদেশি লগ্নিকারী সংস্থা বা এফআইআইদের অবদানও কোনও অংশে কম নয়। কথিত আছে, বিদেশিরা কিনলেই বাজার বাড়ে, ওরা বিক্রি করলে বাজার পড়ে যায়। শেয়ার কেনার সময় দুটি বিষয়ে আলোকপাত করতে হয়। এক নম্বর, যে শেয়ার কিনছেন তার ফান্ডামেন্টাল পরিচিতি বা সেই সংস্থার গুরুত্ব কতটা সেটা দেখে নেওয়া। একইভাবে টেকনিক্যালস–এর উপর ভিত্তি করে দেখে নিতে হয় ক্রয়যোগ্য শেয়ারের এক বছরের রেকর্ড। অর্থাৎ এর মধ্যে তা কত দূর বিস্তৃত হয়েছিল বা অবতরণ করেছিল। দুটোই দেখে নিতে হয়। তবে গিয়ে বাজারে বোকা বনতে হয়না। তাই শেয়ার বাজারে নামার আগে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে সঠিক দামে পণ্য কেনার দিকে নজর দিতে হয়।

বর্তমানে ভারতীয় শেয়ার বাজার আবারও একটা পতন পরিলক্ষিত করল। এই পতনটা আবার ছিল সময়ভিত্তিক। অর্থাৎ প্রায় দেড় বছর ধরে চলল এই পতনলীলা। এটা অবশ্য স্বাভাবিক প্রবণতা শেয়ার মার্কেটের। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশে এনডিএ সরকার নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বাজারে রকেটের গতি আসে। সাত হাজারের নিফটি চলে যায় একদম ৯ হাজারের ঘরে। এই সময়কালে ২ হাজার পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে নিফটি। আর সেনসেক্স বাড়ে প্রায় সাত হাজার। বস্তুত ২০১২ থেকেই গুটিগুটি পায়ে ইতিবাচক ভঙ্গিতে বাড়তে শুরু করেছিল ভারতীয় শেয়ার বাজার। এর মধ্যে খানিকটা সময়ে কনসোলিডেশন পর্বও চলছিল। সেই জমাট বাধার সময়টা ইঙ্গিত দিচ্ছিল বাজারের উর্দ্ধগামিতার ব্যাপারে। যেই মোদি এসে দিল্লির গদিতে বসলেন ব্যাপক জনাদেশ নিয়ে তখন থেকেই স্পুটনিকের গতি প্রাপ্ত হল ভারতের অর্থ বাজার। যে গতিতে তা ধাবমান হল তা অনায়াসে পেরিয়ে গেল একের পর এক গাঁট বা হার্ডলস। এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিল। মোদি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ছমাসের মধ্যে তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি এবং রূপায়নের মধ্যে পার্থক্য তৈরি হতে শুরু হল। মোদির আন্তরিকতা থাকলেও রাজ্যসভার গেরোয় অনেক প্রাক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বন্যার তোরের মতো ভেসে গেল। বিদেশি লগ্নিকারীরা আবার এই দিকে বেজায় খুঁতখুঁতে। রাজ্যসভার বাধা একটা সময় পর্যন্ত তারা সহ্য করেছিল। পরে এরাই সিদ্ধান্ত নিল, আর নয়। এর পরেই কার্যত ভারতীয় বাজারে বিক্রির ঘনঘটা বাড়তে থাকল। সাহেবরা বিক্রি করবেই না কেন বলুন তো। ৫২০০ থেকে দুবছরে ৯২০০ হয়ে ওঠা নিফটি ফুলেফেঁপে বেড়েছিল যে ৪ হাজার পয়েন্ট। এটা কি কোনও অংশে কম। তাই কারেকশন বা সংশোধনী এল নিয়ম মেনেই। যার ঝটকায় ভারতীয় নিফটি প্রায় ২৫০০ পয়েন্ট নিচে এল গত ফেব্রুয়ারিতে। ৯২০০–৯৩০০ থেকে একদম ৬৮০০। এতটা হয়তো নিচে আসত না বাজার। ৭৫০০ তেই হয়তো আটকে যেত বাজারের সংশোধনী পর্ব। কিন্তু জিএসটি, জমি বিল সহ একগুচ্ছ সংস্কার পুরো থমকে যাওয়াতেই তরতরিয়ে পড়ল বাজার। একইসঙ্গে ভালো শেয়ার সুলভে কেনার সুযোগ করে দিলও বটে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৭ মে – ১৩ মে, ২০১৬

মেষ : আপনার পরিপূর্ণ কাজের মধ্যে বুদ্ধি ও দায়িত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ লক্ষিত হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে মনের মতো ফল পাবেন না।

বৃষ : প্রচণ্ড মাথা গরম হবে কিন্তু আপনাকে সংযত হতে হবে। অতিরিক্ত রাগ জেদের জন্য বুদ্ধির ভুল হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি এবং ভ্রমণযোগ রয়েছে।

মিথুন : পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

কর্কট : কর্মস্থলে সতর্কের সঙ্গে চলতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে এগিয়ে না যাওয়াই ভালো। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। অতিরিক্ত খরচের জন্য সঞ্চয়ে বাধা। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ। যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থ আনয়নে বাধা আসবে।

সিংহ : বর্তমান সময়টি আপনার পক্ষে শুভ নয়। অকারণে বিরোধ–বিতর্ক লেগেই থাকবে। আত্মীয়–স্বজনদের এড়িয়ে চলুন। চাকরিতে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। প্রতারণার যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ হলেও সাবধানে থাকবেন।

কন্যা : বিবিধ সমস্যা থাকলেও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। কোনরকম দায়িত্বের ঝুঁকি নেবেন না। গৃহে মাঝে মধ্যে কলহ–বিবাদ লেগে থাকবে, মায়ের শরীর ভালো থাকবে না। জমি–জমা ও ঘর–বাড়ি নিয়ে পূর্বের ঝামেলার অবসান হবে। শিক্ষায় ফল ভালো হবে।

তুলা : বেকারত্বের অবসান হবে। দৈব–দুর্ঘটনা ও রক্তপাতের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না, পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। জল থেকে সাবধান থাকবেন। পিতার স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

বৃশ্চিক : সাবধানে চলাফেরা করবেন। রক্তপাতের যোগ রয়েছে। অন্যের সঙ্গে কথা বলবেন খুব চিন্তা করে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন, ভাই বোনদের থেকে সাহায্য পাবেন। বাধার মধ্যেও শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে।

ধনু : পাকাশয়ের পীড়ায় ও ফুসফুস সংক্রান্ত রোগে কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। স্নেহ–প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে সমস্যা থাকলেও আপনি আর্থিক উন্নতি করতে পারবেন।

মকর : মনের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করুন। ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলতে হবে। সামান্য কারণেই মতবিরোধ দেখা দেবে। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে উপযাচক হয়ে এগিয়ে যাবেন না। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না।

কুম্ভ : ভাই–বোনের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি ও ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট মনকে বিক্ষিপ্ত করে তুলবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে খুব বেশি ভালো ফল পাবেন না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন ভাবে এখন কিছু না করাই উচিত। ব্যবসা–বাণিজ্যে কিঞ্চিত লাভযোগ রয়েছে।

মীন : ক্রোধকে সংযত করুন। নতুন বন্ধু লাভের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন রকম সমস্যা আসবে। আধ্যাত্মিকতায় বিশেষ উন্নতি হবে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। সন্তান বিষয়ে সুখ ও আনন্দ লাভ।

ফরেস্ট ও সিভিল সার্ভিসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ৭ অগস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের সবচেয়ে বড় দুই চাকরির পরীক্ষা সিভিল সার্ভিস এবং ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস এক্সামিনেশনের জন্য প্রার্থীদের একটি প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষার নাম 'সিভিল সার্ভিসেস (প্রিলিমিনারি) এক্সামিনেশন'। এবারের 'সিভিল সার্ভিসেস (প্রিলিমিনারি) এক্সামিনেশন, ২০১৬' নেওয়া হবে ৭ আগস্ট। পরীক্ষা পরিচালনা করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। দরখাস্ত করা যাবে ২৭ মে পর্যন্ত। ইন্ডিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রত্যাশিত শূন্যপদ সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে ১,০৭৯টি (এর মধ্যে ৩৪টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত),এবং ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রে ১১০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রে এই সব বিষয়গুলির মধ্যে অন্তত একটি নিয়ে গ্র্যাজুয়েট, বটানি, কেমিস্ট্রি, জিওলজি, ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, জুলজি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স। এগ্রিকালচার, ফরেস্ট্রি এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটরাও ফরেস্ট সার্ভিসের জন্য আবেদন করতে পারেন। উভয় সার্ভিসের ক্ষেত্রেই ফাইনাল ইয়ার বা সেমেস্টারের পরীক্ষার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন।

বয়স : ১–৮–২০১৬ তারিখে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখহতে হবে ২–৬–১৯৮৪ থেকে ১–৯–১৯৯৫এর মধ্যে। বয়সে তফসিলিরা এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৃষ্টিহীন, মূক ও বধির এবং অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। সাধারণ ক্যাটেগরিভুক্ত প্রার্থীরা এই পরীক্ষা দিতে পারবেন সর্বাধিক ছ'বার। ও বিসিরা ন'বার পরীক্ষা দিতে পারবেন। তফসিলিরা যতবার খুশি পরীক্ষা দিতে পারেন। প্রিলিমিনারির একটি পেপারের পরীক্ষায় বসলেও তা গণ্য হবে। **প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ধরণধারণ :** সিভিল সার্ভিস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দুটি পেপারের। প্রতিটি পেপারেই ২০০ নম্বরের অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন থাকবে। সময় প্রতি পেপারে ২ ঘন্টা। দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীরা প্রতি পেপারে ২০ মিনিট করে অতিরিক্ত সময় পাবেন। প্রথম পেপারের প্রশ্ন থাকবে এই সব বিষয়ে : কারেন্ট ইভেন্টস অব ন্যাশনাল মুভমেন্ট। ইন্ডিয়া অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফি— ফিজিক্যাল, সোশ্যাল, ইকনমিক জিওগ্রাফি অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। ইন্ডিয়ান পোলিটি অ্যান্ড গভন্যান্স—কনস্টিটিউশন, পলিটিক্যাল সিস্টেম, পঞ্চায়েতি রাজ, পাবলিক পলিসি, রাইটস ইস্যুস প্রভৃতি। ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, পভার্টি, ইনক্লুশন, ডেমোগ্রাফিক্স, সোশ্যাল সেক্টর ইনিশিয়েটিভস প্রভৃতি। জেনারেল ইস্যুস অন এনভায়রনমেন্টাল ইকোলজি। বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ (স্পেশ্যালাইজেশন ব্যতিরেকে)। জেনারেল সায়েন্স। দ্বিতীয় পেপারে থাকবে এই সব বিষয় : কমপ্রিহেনশন, ইন্টারপার্সোন্যাল স্কিলস ইনক্লুডিং কমিউনিকেশন স্কিলস। লজিক্যাল রিজনিং অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল এবিলিটি। ডিসিশন মেকিং অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং। জেনারেল মেন্টাল এবিলিটি। মাধ্যমিক মানের বেসিক নিউম্যারেসি (নাম্বার অ্যান্ড দেয়ার রিলেশনস, অর্ডারস অব ম্যাগনিটিউড ইত্যাদি) এবং ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন (চার্ট, গ্রাফ, টেবিল, ডেটা সাফিশিয়েন্সি ইত্যাদি)।

কাজের খবর

কীভাবে দরখাস্ত করবেন : দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.upsconline.nic.in দু'টি ধাপে অনলাইন ফর্ম পূরণ করতে হবে পার্ট–ওয়ান এবং পার্ট–টু রেজিস্ট্রেশন।

সিভিল সার্ভিস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফি ১০০ টাকা। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও মহিলা প্রার্থীদের কোনও ফি লাগবে না। পে–ইন–স্লিপের মাধ্যমে নগদে ফি দিতে পারবেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে–কোনও শাখায়। অনলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৬ মে। অনলাইনেও ফি জমা দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে ভিসা বা মাস্টার ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। নেট ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, স্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানির অ্যান্ড জয়পুর, স্টেট ব্যাঙ্ক অব হায়দরাবাদ, স্টেট ব্যাঙ্ক অব মাইসোর, স্টেট ব্যাঙ্ক অব পাতিয়ালা, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ত্রিবাঙ্কুর যে কোনও একটি ব্যাঙ্কের শাখায় ফি জমা দেবেন।

অনলাইনে আবেদনের শেষ দিন ২৭ মে। বিশেষ প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন ইউপিএসসি–র ফেসিলিটেশন কাউন্টারে এই ফোন নম্বরে : (০১১)২৩৩৮–১১২৫/৫২৭১/২৩০৯–৮৫৪৩।

অন্যান্য তথ্য : সিভিল সার্ভিস মেন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই হবে এই সব সার্ভিসের জন্য : (১) ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস, (২) ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস, (৩) ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস, (৪) ইন্ডিয়ান পি অ্যান্ড টি অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড ফিনান্স সার্ভিস–গ্রুপ 'এ', (৫) ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস– গ্রুপ 'এ', (৬) ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস (কাস্টমস অ্যান্ড সেন্ট্রাল এক্সাইজ)–গ্রুপ 'এ', (৭) ইন্ডিয়ান ডিফেন্স অ্যাকাউন্টস সার্ভিস– গ্রুপ 'এ', (৮) ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস (আই টি)– গ্রুপ 'এ' (৯) ইন্ডিয়ান অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিজ সার্ভিস–গ্রুপ 'এ' (অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়ার্কস ম্যানেজার, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), (১০) ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিস–গ্রুপ 'এ', (১১) ইন্ডিয়ান সিভিল অ্যাকাউন্টস সার্ভিস– গ্রুপ 'এ', (১২) ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ট্র্যাফিক সার্ভিস–গ্রুপ 'এ', (১৩) ইন্ডিয়ান রেলওয়ে অ্যাকাউন্টস সার্ভিস–গ্রুপ 'এ', (১৪) ইন্ডিয়ান রেলওয়ে পার্সোনেল সার্ভিস– গ্রুপ 'এ', (১৫) পোস্ট অব অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি কমিশনার ইন রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স– গ্রুপ 'এ', (১৬) ইন্ডিয়ান রেলওয়ে পার্সোলেন সার্ভিস–গ্রুপ 'এ' (১৭) ইন্ডিয়ান ইনফর্মেশন সার্ভিস (জুনিয়র গ্রেড)–গ্রুপ 'এ' (১৮) ইন্ডিয়ান ট্রেড সার্ভিস– গ্রুপ 'এ' (গ্রেড থ্রি), (১৯) ইন্ডিয়ান কর্পোরেটে ল সার্ভিস– গ্রুপ 'এ', (২০) আর্মড ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার্স সিভিল সার্ভিস– গ্রুপ 'বি' (সেকশন অফিসার্স গ্রেড), (২১) দিল্লি, আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর আইল্যান্ডেস, লাক্ষাদ্বীপ, দমন ও দিউ এবং দাদরা ও নগর হাভেলি সিভিল সার্ভিস– গ্রুপ 'বি', (২২) দিল্লি, আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর আইল্যান্ড, লাক্ষাদ্বীপ, দমন ও দিউ এবং দাদরা ও নগর হাভেলি পুলিশ সার্ভিস– গ্রুপ 'বি' (২৩) পন্ডিচেরি সিভিল সার্ভিস– গ্রুপ 'বি'। পন্ডিচেরি পুলিশ সার্ভিস–গ্রুপ 'বি'।

মেন পরীক্ষা : প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সিভিল সার্ভিস এবং ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস মেন পরীক্ষার জন্য ডাক পাওয়া যাবে।

ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের মেন লিখিত পরীক্ষায় থাকবে মোট ৬টি পেপার। এর মধ্যে দুটি আবশ্যিক : জেনারেল ইংলিশ ও জেনারেল নলেজ। প্রতিটিতে নম্বর ৩০০ করে। দু'টি ঐচ্ছিক বিষয় বেছে নিতে হবে এর মধ্যে থেকে : এগ্রিকালচার, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স, বটানি, কেমিস্ট্রি, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফরেস্ট্রি, জিওলজি, ম্যাথমেটিক্স, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিজিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, জুলজি। যে সব বিষয়ের কম্বিনেশন নেওয়া যাবে না সেগুলি হল : (ক) এগ্রিকালচার ও এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং (খ) এগ্রিকালচার ও অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স, (গ) এগ্রিকালচারাল ও ফরেস্ট্রি, (ঘ) কেমিস্ট্রি ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, (ঙ) ম্যাথমেটিক্স ও স্ট্যাটিস্টিক্স। একাধিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ও নেওয়া যাবে না। ডেসক্রিপটিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। উত্তর লিখতে হবে ইংরেজিতে। প্রতিটি পত্রের জন্য সময় ৩ ঘন্টা। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে ৩০০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট।

৩০০ নম্বরের পেপার 'এ'–র জন্য ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী অষ্টম তফসিলভুক্ত যে–কোনও একটি ভাষা নিতে হবে। পেপার 'বি'–তে থাকবে ৩০০ নম্বরের ইংরেজি ভাষা। এই পেপার দুটিতে পাওয়া নম্বর মেধাতালিকা তৈরিতে গ্রাহ্য হবে না। এই দুটি পেপারে শুধুমাত্র কোয়ালিফাইং নম্বর থাকতে হবে। মেধাতালিকার ক্ষেত্রে থাকবে ১,৭৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। থাকবে মোট ৭টি পেপার, ডেসক্রিপটিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। প্রত্যেক পেপারের সময়সীমা ৩ ঘন্টা। দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরা প্রতি পেপারে অতিরিক্ত সময় পাবেন। সেরিব্রাল পালসি ও লোকোমোটর ডিস্যাবিলিটি–যুক্ত প্রার্থীরাও লেখার অসুবিধা থাকলে অতিরিক্ত সময় পাবেন। প্রশ্নপত্র হবে হিন্দি ও ইংরেজিতে। পেপার ১–এ থাকবে ২৫০ নম্বরের এসে। পেপার ২, ৩, ৪ ও ৫ : জেনারেল স্টাডিজ (প্রতি পেপার ২৫০ নম্বর)। পেপার টুতে থাকবে ইন্ডিয়ান হেরিটেজ অ্যান্ড কালচার, হিস্ট্রি অ্যান্ড জিওগ্রাফি অব দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড সোসাইটি : পেপার থ্রিতে থাকবে গভর্ন্যান্স, কনস্টিটিউশন, পোলিটি, সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস; পেপার ফোরে থাকবে টেকনোলজি, ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট, বায়ো–ডাইভার্সিটি, এনভায়রনমেন্ট, সিকিউরিটি অ্যান্ড ডিজ্যাস্টার ম্যানেজমেন্ট, পেপার ফাইভে থাকবে এথিক্স, ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড অ্যাপ্টিটিউড। পেপার ৬ ও ৭ : দুটি ঐচ্ছিক (অপশনাল) বিষয় (প্রতি পেপারে ২৫০ নম্বর)।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **বেড়াচাঁপা**– সজল দাস ● **মাতিয়া বাসস্ট্যান্ড**– শম্ভুনাথ বিশ্বাস ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

১৯ মে জেলার দৃষ্টি ১০টি গণনা কেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১৯ মে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের আওতাভুক্ত শহর ও গ্রামীণ এলাকা একত্র করে ৩১টি বিধানসভা আসনের ভোট গণনা চলবে শহরের ছয় ও গ্রামের চার মোট ১০টি কেন্দ্রে। জেলার এই ৩১টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য মোট 'স্ট্রং রুম' রয়েছে ৩২টি। প্রত্যেকটি কেন্দ্রের জন্য একটি করে ব্যতিক্রম বেহালা পূর্বের জন্য দুটি 'স্ট্রং রুম' রয়েছে। গণনা কাজে মোট টেবিল ব্যবহৃত হবে ৫৬৮টি। সব থেকে কম ১৪টি করে টেবিল ব্যবহৃত হচ্ছে মেটিয়াবুরুজ কেন্দ্রে এবং সবথেকে বেশি ২৪টি করে টেবিল ব্যবহৃত হচ্ছে, যাদবপুর ও বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে। গণনা কাজ মোট ৪২টি হলকে কাজে লাগানো হবে। জেলার ৩১টি কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি ৩৪৩টি বুথ ছিল বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে। যাদবপুর কেন্দ্রে বুথ ছিল ৩৪০টি এবং সবচেয়ে কম ২১৮টি বুথ ছিল মেটিয়াবুরুজ কেন্দ্রে। জেলার মোট বুথ সংখ্যা ৮৩৯১। এবং জেলার মোট ভোটার ৭২,৩৫,৩৩১ জন। ভোট দিয়েছে ৬০,১৫,৪৫৪ জন। জেলার ভোট পড়ার হার ৮৩.১৪ শতাংশ। (সূত্র: রাজ্য নির্বাচন কমিশন)।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভোট গণনা কেন্দ্রগুলিতে ভাগ্য নির্ধারণ হবে বেশ কিছু হেভিওয়েট প্রার্থীর। এর মধ্যে রয়েছেন বর্তমান মন্ত্রী ও তৃণমূলের প্রথম সারির নেতা পার্থ চ্যাটার্জি, কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, বর্তমান ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ, মন্ত্রী মনীশ গুপ্ত, সম্প্রতি তৃণমূলে যোগ দেওয়া সিপিএম আমলের মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা প্রমুখ। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে রায়দিঘি, বাসন্তী, যাদবপুর, সাতগাছিয়া, ভাঙড় প্রভৃতি বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে। তৃণমূলের গড় বলে পরিচিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবার নির্বাচনে এক নজরকাড়া জেলা। এই জেলার সঙ্গে মিশে রয়েছে কলকাতার বেশ কিছু কেন্দ্র। ফলে শহর ও গ্রামীণ দু'রকম ভোটারেরই মনের প্রতিফলন পড়বে এইসব ভোট কেন্দ্রগুলিতে। এবার দেখা যাক ১৯ মে'র সকাল আটটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত জেলাবাসীর নজর কোন দিকে থাকবে–

বিধানসভা কেন্দ্র	গণনাকেন্দ্রের নাম	গণনার ঘর সংখ্যা	মোট বুথ সংখ্যা
১২৭ গোসাবা, ১২৮ বাসন্তী, ১৩৮ ক্যানিং পশ্চিম, ১৩৯ ক্যানিং পূর্ব	বঙ্কিম সর্দার কলেজ, ট্যাংরাখালি, ক্যানিং টাউন, হালাপাড়া	৭	গোসাবা–২৫৭, বাসন্তী–২৫৩, ক্যানিং পশ্চিম–২৪৮, ক্যানিং পূর্ব–২৪১
১২৯ কুলতলি, ১৩৬ জয়নগর, ১৩৭ বারুইপুর পূর্ব, ১৪০ বারুইপুর পশ্চিম, ১৪৭ সোনারপুর দক্ষিণ, ১৪৮ ভাঙড়, ১৫১ সোনারপুর উত্তর	সোনারপুর মহাবিদ্যালয়, শহিদ বিশ্বনাথ সরণি, রাজপুর	৭	কুলতলি–২৬২, জয়নগর–২৪৩, বারুইপুর পূর্ব–২৬৯, বারুইপুর পশ্চিম–২৪৯, সোনারপুর দক্ষিণ–২৭৬, ভাঙড়–২৬৫, সোনারপুর উত্তর–২৮১
১৩০ পাথরপ্রতিমা, ১৩১ কাকদ্বীপ, ১৩২ সাগর	সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়, কাকদ্বীপ	৩	পাথরপ্রতিমা–২৮১, কাকদ্বীপ–২৪৯, সাগর–২৮৩
১৩৩ কুলপি, ১৩৪ রায়দিঘি, ১৩৫ মন্দিরবাজার, ১৪১ মগরাহাট পূর্ব, ১৪২ মগরাহাট পশ্চিম, ১৪৩ ডায়মন্ডহারবার, ১৪৪ ফলতা	ডায়মন্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, ডাঃ হাঃ রোড, দস্তিপুর, সরিষাহাট	১১	কুলপি–২৩০, রায়দিঘি–২৮২, মন্দিরবাজার–২৬১, মগরাহাট পূর্ব–২৫৭, মগরাহাট পশ্চিম–২৩৯, ডায়মন্ডহারবার–২৭১, ফলতা–২৫৭
১৪৫ সাতগাছিয়া, ১৪৬ বিষ্ণুপুর, ১৫৫ মহেশতলা, ১৫৬ বজবজ	জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পলিটেকনিক কলেজ, ৭, ময়ূরভঞ্জ রোড, কলকাতা–২৩, মোমিনপুর চটি বাজার	৪	সাতগাছিয়া–৩০০, বিষ্ণুপুর–২৮৮, মহেশতলা–২৮৩, বজবজ–২৭২
১৪৯ কসবা, ১৫০ যাদবপুর	ডিএ, কসবা, রাজডাঙা মেইন রোড, রাজডাঙা, কলকাতা –১০৭	৩	কসবা–২৮৩, যাদবপুর–৩৪০
১৫২ টালিগঞ্জ	স্টেট ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন, ফর ওমেন ২০ বি, জাজেস কোর্ট রোড, হেস্টিংস হাউস, কলকাতা –২৭	১	টালিগঞ্জ–৩০৮
১৫৩ বেহালা পূর্ব	ব্রতচারী বিদ্যাশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়, জোকা, ঠাকুরপুকুর, ৩এ বাসস্ট্যান্ড, কলকাতা –১০৪	২	বেহালা পূর্ব–৩০২
১৫৪ বেহালা পশ্চিম	সিস্টার নিবেদিতা গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ফর গার্লস, ২০ বি, জাজেস কোর্ট রোড, হেস্টিংস হাউস, কলকাতা –২৭	২	বেহালা পশ্চিম–৩৪৩
১৫৭ মেটিয়াবুরুজ	আলিপুর মাল্টিপারপাস গভর্মেন্ট গার্লস স্কুল, ২০বি, জাজেস কোর্ট রোড, হেস্টিংস হাউস, কলকাতা–২৭	১	মেটিয়াবুরুজ–২১৮

এক মালায় রাহুল–বুদ্ধ

নীতিহীন রাজনীতির বৃত্ত সম্পূর্ণ হলো যেন

কুনাল মালিক : গত ২৭ এপ্রিল কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে একই মালার মধ্যে দুটি মুখের ক্লোজ আপ ছবি দেখে বাংলার মানুষ হতচকিত, স্তম্ভিত। জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সহ–সভাপতি তথা এশিয়ার মুক্তি সূর্য ইন্দিরা গান্ধির নাতি তথা ভারতরত্ন রাজীব গান্ধির পুত্র রাহুল গান্ধি এবং আগ মার্ক কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একই মালার মধ্যে মুন্ডু গলিয়েছেন। সঙ্গে স্তাবক দলে আছেন অধীর চৌধুরী, মানস ভুঁইয়া, দীপা দাশমুন্সি প্রমুখ।

এই দৃশ্য চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্স। বাম–কংগ্রেস জোটের বৃত্তকে সম্পূর্ণতা দিল। কিন্তু আদি কংগ্রেসী এবং বামপন্থীরা অনেকেই হতাশ হয়েছেন। অনেকে বলেছেন ১৯ মে ফলাফল ঘোষণা হলে একটা প্রবাদ লোকের মুখে মুখে ফিরবে সিপিএম–কংগ্রেসের জাতও গেল— পেটও ভরল না। তবু সময়ের অপেক্ষা।

বাম আমলে গত ৩৪ বছরে সিপিএম নামক ভেকধারী অত্যাচারী অহঙ্কারী দলটি পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক নারকীয় হত্যালীলা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ। সাঁইবাড়ি, মরিচঝাঁপি, বিজন সেতুতে আনন্দমার্গী হত্যা, বানতলা, ধানতলা, সিঙ্গুর, নেতাইয়ে

হত্যালীলার কারিগর এই সিপিএম। গড়বেতায় বেরিয়েছে একের পর এক কঙ্কাল। সিপিএমের পুলিশের হাতে ধর্মতলায় যুব কংগ্রেসের ১৩ জন শহিদ হয়েছে।

কংগ্রেস সব ভুলে গেল? রাজনীতি ও ক্ষমতার স্বার্থে চিরশত্রু সিপিএমের গলায় মালা তুলে দিল? মঙ্গলকোটে কংগ্রেসের মানস ভুঁইয়াকে সিপিএমই কাপড় খুলে দৌড় করিয়েছিল। আর যে সিপিএম কংগ্রেসকে বলতো বুর্জোয়া তাদের শ্রেণি শত্রু সেই শত্রুকেই গদি ফিরে পাবার আশায় বুকে জড়িয়ে ধরল? মানুষ এসব ভালো চোখে দেখছে না।

সাতগাছিয়ার এক বসে যাওয়া কংগ্রেস নেতা বললেন, ৭৭ সালে সিপিএমের সন্ত্রাসে আমরা বনে জঙ্গলে লুকিয়ে কাটিয়েছি। আর তাদের সঙ্গে কিনা জোট। ছিঃ ধিক রাজনীতি।

কিন্তু বাংলার মানুষের স্মৃতি শক্তি অত দুর্বল নয়। সিপিএমের অত্যাচার মানুষ সহজে ভুলে গিয়ে এত তাড়াতাড়ি তাদের পুরনো মসনদ ফিরিয়ে দেবেনা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের ভুল ত্রুটি নিশ্চয় আছে। সবে তো পাঁচ বছর, তাকে আরও সুযোগ দেওয়া উচিত। অতিবড় নিন্দুকেরাও স্বীকার করছেন, বাংলার অধিকাংশ পরিবার কোনও না কোনও ভাবে মা–মাটি–মানুষের কাছে ঋণী। রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো পাল্টেছে। কেন্দ্রের প্রকল্প হলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমলেই রাজ্যে মানুষ ২ টাকা কেজি দরে চাল পাচ্ছে, একথা মানতেই হবে। কন্যাশ্রী প্রকল্পে ছাত্রীরা উপকৃত হচ্ছে। সবুজসাথী প্রকল্পে ডান–বাম নির্বিশেষে ছাত্র–ছাত্রীরা সাইকেল পেয়েছে। এগুলো তো ভাঁওতা নয়। মাত্র ৫ বছরে যা পরিবর্তন হয়েছে সেটাই বা কম কি? তাই বাংলার রাজনৈতিক সচেতন মানুষ যথার্থই রায় দেবে। এবারের প্রতিটি দফায় নির্বাচনের পরে বামজোট চলেছে তাররাই নাকি ছক্কা মেরেছে। রিগিং ছাপ্পার অভিযোগ তেমন নেই। তাই এখন দেখার শেষ পর্যন্ত কে ছক্কা হাঁকান মমতা না বাম–কংগ্রেস জোট?

যথেচ্ছ পেটালো কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩০ তারিখ সকাল থেকে জেলার চিত্র সাংবাদিকরা ওঁত পেতে বসেছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন জায়গায়। কখন কোথায় কি হবে। কিন্তু বেশির ভাগ মিডিয়া ছিল ভাঙড়, বারুইপুর, ক্যানিং ও বাসন্তীতে। এই তিনটি জায়গায় সামান্য গন্ডগোল ছাড়া অন্য কোনও জায়গায় রক্তপাত, গুলি, বোমা শাসকদলের চোখ রাঙানো বড় রকমের গন্ডগোল দেখা যায়নি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সবচেয়ে বড় এলাকা জুড়ে নিয়ন্ত্রণ করছে সোনারপুর থানা। আর এই সোনারপুর উত্তর ও দক্ষিণ মিলে ৩৫টি ওয়ার্ড রয়েছে। এছাড়া ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত। সব চেয়ে আশ্চর্য বিষয় হলো এই সোনারপুর অঞ্চলে সে ধরনের বড় ঘটনা হয়নি। যার ফলে সংবাদ মাধ্যমের কাছে কোনও খবর পৌঁছায়নি। কেন্দ্রীয় সামরিক বাহিনী যে তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছে তা অবিশ্বাস্য। এক কথায় বলা যায় এই বাহিনীকে সম্পূর্ণ ভাবে সহযোগিতা করেছে সোনারপুর থানা। কারণ এলাকার রাস্তাঘাট, অলি, গলি বাহিনীদের চেনার কথা নয়। সকাল থেকে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে দেখা গেল সে ধরনের গন্ডগোলের পরিস্থিতি তৈরি হয় নি ১৪৪ ধারা থাকলেও। মানুষ ভোট দিয়েছে অত্যন্ত উৎসবের মেজাজে। সোনারপুরে যে সমস্ত অতি স্পর্শকাতর এলাকাগুলি হল খেয়াদা–১, খেয়াদা–২, রানা ভুতিয়া, রেনিয়া কাটিপোতা, ঘাসিয়ারা, নতুনপল্লি, শীতলা, প্রতাপনগর, চম্পাহাটি, হাসানপুর, নাটাগাছি, গোলবাটি, উচ্ছেপোতা,

লাঠিপেটা থেকে বাদ গেল না মহিলারাও

নতুনদিয়ারা, গঙ্গাজোয়ারা, খুড়িগাছি নয়াবাদ, ডিহি রাধানগর, নতুনহাট, জয়কৃষ্ণপুর, বনহুগলি, গড়িয়া মহামায়াতলা বাঘেরখোল, গড়িয়া পাঁচপোতা, কালিকাপুর। দু ঘন্টা বাদে ২১ শতাংশ ভোট পড়ে। এই সমস্ত এলাকায় গত বিশ বছরে নির্বাচনে বোমা, গুলি চলতো, ব্যালট লুঠ হতো, ছাপ্পা তো ছিল জলভাত। এবারে ছোট্ট ঘটনা তৈরি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ১০০ মিটার দূরত্বে পার্টির কর্মীদের থাকার জন্য অনুরোধ করছিল।

কিন্তু কথা না শোনার জন্য লাঠি চালায়। একজনের হাতে মেরে ফুলিয়ে দেয়, আর এক মহিলার পিঠে আঘাত করে। তাতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে খেয়াদার বাসিন্দারা। এক ডাক্তার বলেন আমি নিজে সকাল থেকে তিরিশ জন আহত মানুষকে চিকিৎসা করলাম এই কেন্দ্রীয় বাহিনীর লাঠি চার্জ করার জন্য। কারোর ঘাড়ে, কারোর হাতে, আবার কারোর পিঠে লাঠি মেরে ফুলিয়ে দিয়েছে। এরপর বলে গুলি চালিয়ে দেব। এলাকার মানুষ বলে আমরা ভোট দিতে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু এখন আমরা বাড়ি থেকে বেরতে ভয় পাচ্ছি। কিন্তু কাকে নালিশ করবো দিশা পাচ্ছিলেন না, শেষ পর্যন্ত বারুইপুর মহকুমা ফোন নম্বর দেওয়ায় ঘটনার বিবরণ ফোনে জানাবার ফলে কিছুক্ষণ বাদে এসডিও ফোন করে ডাক্তারকে আশ্বাস দেন সমস্যা সমাধানের। এছাড়া কাটিপোতায় বহিরাগত এক দুষ্কৃতী ঢুকে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে সোনারপুর থানা খবর পেয়ে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। প্রশ্ন করা হলে জবাব দেয় সে কসবা থেকে এসেছে। সোনারপুর থানা টহলদারিতে বেশ কিছু স্পর্শকাতর এলাকায় গন্ডগোল হবার আশঙ্কা ছিল সেটা হতে দেয়নি দুঁদে পুলিশ অফিসারেরা। এক কথায় বলা যায় নির্বাচন এবার সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে হয়েছে। সোনারপুরে বেশ কিছু বয়স্ক মানুষদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেল তাঁরা বলেন গত চল্লিশ বছরে যা ভোট দেখে আসছি এবারের নিজের ভোট নিজে দিয়ে ২০১৬ নির্বাচন ভদ্রলোকের মতন হলো।

মহানগরে

দেদার অনুপস্থিতি, ভোটের হার নিম্নগামী, কাঠগড়ায় কমিশন

বরুণ মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ষোড়শ সাধারণ নির্বাচনে কলকাতা উত্তরের তুলনায় কলকাতা দক্ষিণে ভোটপড়ার হার সামান্য বেশি। ০.৮৫ শতাংশ। গত ২১ এপ্রিল দিনের সর্বোচ্চ ৩৭.১ (+২) ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কলকাতা উত্তরে ভোট পড়ে ৬৪.২৫ শতাংশ। আর গত ৩০ এপ্রিল দিনের সর্বোচ্চ ৩৭.৬(+৩) ডিগ্রি সেলসিয়াল তাপমাত্রায় কলকাতা দক্ষিণে ভোট পড়ে ৬৫.১০ শতাংশ। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে দেখলে, লক্ষ্য করা যায় ২০১৪–র এই এপ্রিল–মে–তেই দেশে ষোড়শ লোকসভা সাধারণ নির্বাচনে যৎসামান্য আয়োজনেও ভোট পড়ার হার সামান্য হলেও বেশি ছিল। কলকাতা উত্তরের এই সাত বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট পড়ে ৬৭.৫ শতাংশ এবং কলকাতা দক্ষিণের এই চার বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট পড়ে ৬৫.৫১ শতাংশ। যদিও নির্বাচনী–বিশ্লেষকরা হয়তো বলবে, ভালোভাবে খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, ২০১৪–র সাবেক কলকাতার ওই ১১ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট পড়ার শতাংশের মধ্যে কম হলেও খানিকটা জল আছে, তবে ভূত বা তেনারা নেই। পুরোটা মানুষের ভোট নয়। নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা হয়তো আরও বলবেন, সাবেক কলকাতায় ভোট পড়ার হার কমেছে অর্থাৎ মানুষ নিজের ভোট নিজে দিচ্ছে, জল কমছে। বহু বহু 'অ্যাবসেন্ট', 'শিফটেড', 'ডেড' ভোট পড়ে যাওয়া বন্ধ হয়েছে। এদিকে কমিশনের হিসেব বলছে ২০১১ সালে 'চুপ চাপ ... ছাপ' ভোটে কলকাতা উত্তরের সাত কেন্দ্রে ভোট পড়ে : চৌরঙ্গিতে ৫৪.৪৩ শতাংশ। এন্টালিতে ৬৯.৫৩ শতাংশ, বেলেঘাটায় ৭০.৫৫ শতাংশ। জোড়াসাঁকোয় ৫৫.৭৫ শতাংশ, শ্যামপুকুরে ৬৭.৬৭ শতাংশ। মানিকতলা ৭২.৯৭ শতাংশ। কাশীপুর বেলগাছিয়াতে ৬৭.৩১ শতাংশ এবং কলকাতা দক্ষিণের চার কেন্দ্রে ভোট পড়ে : কলকাতা বন্দরে ৬৬.২৩ শতাংশ, ভবানীপুরে ৬৩.৭৮ শতাংশ (যদিও ৩ মাস পড়ে উপনির্বাচনে ভোট পড়ে ৪৪.৭২ শতাংশ), রাসবিহারীতে ৬৭.৬৭ শতাংশ এবং বালিগঞ্জে ৬৬.১৬ শতাংশ। এখন প্রশ্ন কলকাতা উত্তরের সাত কেন্দ্রের ১৮৫৯টি বুথের প্রতি বুথে চার জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান,

বিধানসভা কেন্দ্র	গণনাকেন্দ্রের নাম	মোট বুথ সংখ্যা
১৬২ চৌরঙ্গি, ১৬৩ এন্টালি, ১৬৪ বেলেঘাটা, ১৬৫ জোড়াসাঁকো, ১৬৬ শ্যামপুকুর	নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম, ইডেন গার্ডেনস, কলকাতা –২১	চৌরঙ্গি–২২২, এন্টালি–১৫৮, বেলেঘাটা–৩১২, জোড়াসাঁকো–২৮৭, শ্যামপুকুর–২২১
১৬৭ মানিকতলা, ১৬৮ কাশীপুর–বেলগাছিয়া	রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বরাহনগর, বিটি রোড, কলকাতা	মানিকতলা–২৭৪, কাশীপুর–বেলগাছিয়া–২৮৫
১৫৪ ভবানীপুর	জ্ঞান ঘোষ পলিটেকনিক কলেজ, ময়ূরভঞ্জ রোড, কলকাতা	ভবানীপুর–০০০,

স্পর্শকাতর বুথ (২৮৮টি), মডেল বুথ (৩৪টি) মহিলা কেন্দ্রীয় বাহিনীসহ মহিলা নির্বাচন কর্মী পরিচালিত বুথ (২৯টি), কমিশনের পক্ষ থেকে ভোটার স্লিপ বিলি (৬৩ শতাংশ), তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার এবং কলকাতা দক্ষিণের চার কেন্দ্রের ১০৯২টি বুথের প্রতি বুথে তিনজন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান (১১৩ কোম্পানি/১১,৩০০ জন), নির্বাচন কমিশন থেকে ছবিসহ ভোটার স্লিপ বিলিবন্টন, তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার, মহিলা নির্বাচনকর্মী পরিচালিত বুথ, 'ভলিনারেবল লোকেশন', 'মডেল বুথ', 'ভিভিপ্যাট' (ভোটার ভেরিফিঅ্যাবেল পেপার অডিট ট্রেইল) বুথের ১০০ মিটার অর্থাৎ ১৩২ কদমের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক দলের কোনও পতাকা, ব্যানার বা হোর্ডিং লাগানো যাবে না ও আরও কত যে কী তার হিসাব রাখা সত্যিই ঝকমারি বিষয়। তা সত্ত্বেও সাবেক কলকাতার ১১টি কেন্দ্রে দূরদর্শন, রেডিও, সংবাদপত্র, হোর্ডিং পোস্টার ঢালাও প্রচারসহ ভোট পড়ার হার বাড়ল না কেন? কোনও একটি জেলার ভোট পড়ার হারের ধারে কাছে পৌঁছতে পারল না কেন? রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র সারা ভারত যে কেন্দ্রের দিকে আজও তাকিয়ে রয়েছে, সেই ভবানীপুর (১৫৯) কেন্দ্রে ৩০ এপ্রিল কেন্দ্রের সর্বমোট ২৬৯টি বুথে সন্ধে পর্যন্ত মানুষের ভোট পড়েছে ৬৬.২৫ শতাংশ। এদিনে সাবেক কলকাতার অন্য তিন কেন্দ্রে ভোট পড়ার হার এর থেকে কম। রাজনৈতিক ইতিহাসবিদদের বক্তব্য, কলকাতার ভোটাররা কলকাতাতে 'অনুপস্থিত' ভবানীপুর কেন্দ্রে ভোটার ২,০২,৬৫৫ জন আর অনুপস্থিত ভোটার ২৯ হাজারেরও অধিক। তেমনই

তা সত্ত্বেও সাবেক কলকাতার ১১টি কেন্দ্রে দূরদর্শন, রেডিও, সংবাদপত্র, হোর্ডিং পোস্টার ঢালাও প্রচারসহ ভোট পড়ার হার বাড়ল না কেন?

কলকাতা বন্দর, রাসবিহারী, বালিগঞ্জ কেন্দ্রেও রয়েছে এমন হাজার হাজার অনুপস্থিত ভোটার। প্রিসাইডিং অফিসারদের কাছে প্রতি বুথের ধারাবাহিক অনুপস্থিত ভোটারদের তালিকা রয়েছে। কারা এই 'অনুপস্থিত' ভোটার? প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রেই এমন অনেক ভোটার রয়েছেন যাঁরা প্রকৃতপক্ষে এই কেন্দ্রের বাসিন্দা হলেও কর্মসূত্রে অন্য প্রদেশে বা বিদেশে থাকেন। এছাড়াও এমন অনেক ভোটার রয়েছেন যাঁদের ঠিকানায় অন্য বিধানসভা কেন্দ্রে চলে গিয়েছেন। কিন্তু ভোটার তালিকায় সেসব পরিবর্তন করছেন না। নিয়মিত ভোটও দিতে আসেন না। এছাড়া ভোটার থাকা তৃতীয় ধরনের ভোটারের নাম, যাঁরা মারা গিয়েছেন। এই তিন ধরনের ভোটারদের নাম ও পুরো ঠিকানা ছবিসহ একটি ভোটার তালিকা কমিশন তৈরি করেছে, বিধানসভা কেন্দ্রওয়ারি। কমিশনের পরিভাষায় এ তালিকা, 'এএসভিলিস্ট' নামে পরিচিত। 'অ্যাবসেন্ট, শিফটেড, ডেড'। রিটার্নিং অফিসাররা (আরও) প্রত্যেক বুথের প্রিসাইডিং অফিসারদের এই তালিকাটির গুরুত্ব কী তা জানিয়ে তাদের হাতে দিয়ে দেন। পোলিং ডে–তে পোলের শেষে যে তালিকা মিলিয়ে কতজন ভোট দিয়েছে তা মিলিয়ে দেখা হয়। কর্মসূত্রে এক বিশাল সংখ্যক জনগণ কলকাতায় বসবাস করেন। কর্মসূত্রে হওয়ায় ভাড়া বাড়িতে থাকার দরুণ সেই সমস্ত লোকজনের ঠিকানা নিয়মিত ব্যবধানে বদলাতে থাকে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় ভোটার তালিকায় অনেকেই সংশোধনের বিষয় গুরুত্ব দেয় না। শুধু তাই নয়, কলকাতার জনসংখ্যার মধ্যে বয়স্কদের সংখ্যাও বিপুল। স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেওয়া যায় বার্ধক্যজনিত কারণে বহু বয়স্ক ব্যক্তিই মারা যান। কিন্তু সেই সমস্ত পরিবারের তরফে 'বুথ লেভেল অফিসার' (বিএলও)দের কিছু না জানানোয় ভোটার লিস্টে সেই মৃত ব্যক্তির নাম থেকে যায়। কমিশন প্রতি নির্বাচনের পূর্বে ভোটার লিস্ট সংশোধনের সময় এই সমস্ত ব্যক্তিদের নাম ঠিকানা ও ছবি একত্র করে 'এএসডি' লিস্ট বানায়। যেমন, ভবানীপুর কেন্দ্রের মিত্র ইন্সটিটিউশনের বুথে এক দীর্ঘ অনিয়মিত বয়স্ক মহিলা ভোটার ভোট দিতে গিয়ে দেখেন তার নামের পাশে 'ডি' লেখা আছে। অর্থাৎ তিনি 'ডেড' অতএব তিনি আর ভোট দিতে না পেরে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানালে, মুখ্যমন্ত্রী ওই ভোটারকে জানান এ মুহূর্তে কিছু করার নেই।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ৭ মে – ১৩ মে, ২০১৬

রবীন্দ্র কুৎসা নিষিদ্ধ হোক

একদিকে কবিপক্ষ শুরু হয়েছে। অপরদিকে কয়েক বছর ধরেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পর্কে কাল্পনিক নানা মনগড়া কাহিনী 'সত্য কাহিনী'র মোড়কে বেস্ট সেলারের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় সামিল হয়েছে। কবিগুরুর জীবনচর্চা, তাঁর প্রতিভার বিচ্ছুরণ, তাঁর জাতীয়–আন্তর্জাতিক ভাবনার সামান্যতম প্রতিভার কণাটুকু অনুধাবন করার যোগ্যতা যাদের নেই তারা সাহিত্যের মোড়কে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কুৎসা সাজিয়ে চলেছেন কেন দিনের পর দিন। রবি ঠাকুরের বৌঠানকে জড়িয়ে কাল্পনিক নানা গপ্পোগাছায় ভরা বাজারের বইগুলি সরলমতি ছাত্র সমাজ থেকে শুরু করে পরিণত নাগরিকদের মনেও দূষণ ছড়িয়ে দিচ্ছে। রবি ঠাকুর সম্পর্কে নতুন আঙ্গিকে কুৎসা প্রচারকরা সরকারি মঞ্চেও সম্মান পাচ্ছেন, পাচ্ছেন গুরুত্ব। অথচ রাজ্য সরকার এগারো সালে আসন পাট দখলের পরেই 'বদলার বদলে' রবীন্দ্র সঙ্গীতের মাধ্যমে বাংলা জুড়ে এক রাবীন্দ্রিক পরিমন্ডল তৈরি করে ছিলেন। ট্র্যাফিক সিগন্যালে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সাধারণ মানুষ স্বাগত জানিয়ে ছিল।

কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার কাল্পনিক কাহিনী কিংবা রবি ঠাকুরের তথাকথিত পরকীয়া নিয়ে রয়্যাল বইগুলি বিভিন্ন গল্পাকারে ছড়িয়ে গিয়েছে। এই বিষয়ের বইগুলি এখন মেগা সিরিয়ালে স্থান করে নিয়েছে। অর্থাৎ যে বাঙালির ঘরে ঘরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, নাচ, আবৃত্তির রেওয়াজ ছিল, বাড়িতে অন্তত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি শোভা পেত আজ বিকৃত রবীন্দ্রজীবনী টেলিভিশনের সৌজন্যে পৌঁছে যাওয়া আগামী বাঙলা সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তান্বিত হতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথের সুস্থ চেতনার সংস্কৃতি অনেকটাই রাজনীতির কারণে হারিয়ে গিয়েছে রবিঠাকুরের স্বপ্নের বিশ্বভারতী থেকে। নোবেল চুরির কিনারা হয়নি। সহজ পাঠ 'হারিয়ে' গিয়েছে। উগ্র বামমার্গীদের 'বুর্জোয়া' কবি আজ আর ব্রাত্য না হলেও সঠিক অর্থে আপনজন হয়ে উঠতে পারেননি। নইলে রবিঠাকুরের বিরুদ্ধে একের পর এক অশালীন কুৎসা, ভিত্তিহীন নানা গল্পগাছা বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও প্রশ্রয় দেন কোন ভাবনার কারণে। প্রকৃত রবীন্দ্র গবেষকদের কণ্ঠও সাধারণ মানুষের দরবারে পৌঁছতে পারছে না।

যে বইগুলিতে রবীন্দ্রজীবনের অপব্যাখ্যা করে ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থ করা হচ্ছে সেগুলিকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করা হোক, বুদ্ধিজীবীরাও রঙ ভুলে সোচ্চার হোন। নইলে ইতিহাস উপহাস করবে।

শিল্পের নামে রবীন্দ্র কুৎসার বন্দনা হলে বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার বর্তমান প্রজন্মর ব্যাপজ ক্ষতি হয়ে যাবে। মমতা, সূর্যবাবুরা নিশ্চয় বিষয়টি নিয়ে ভাববেন। আর সদা জাগ্রত আন্দোলনকামী ছাত্র সমাজ রবীন্দ্র বিরোধীদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠবেন আশা করা যায়।

অমৃত কথা

১৭. আমি দৃঢ়ভাবে বলিতেছি, হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য ধর্মকে নষ্ট করিবার কোনও প্রয়োজন নাই এবং ধর্মের জন্যেই যে সমাজের এই অবস্থা তাহা নহে, বরং ধর্মকে সামাজিক ব্যাপারে যেভাবে কাজে লাগানো উচিত, তাহা হয় নাই বলিয়াই সমাজের এই অবস্থা।

১৮. ইচ্ছাশক্তিই জগতকে পরিচালিত করিয়া থাকে।

১৯. ঈশ্বরই তাঁহার সন্তানগণকে সমুদ্রগর্ভে রক্ষা করিয়া থাকেন!

২০. ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল–সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? প্রেমের সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস কর।

২১. এই কথা মনে রেখো–দুটো চোখ, দুটো কান, কিন্তু একটা মুখ। উপেক্ষা উপেক্ষা, উপেক্ষা। 'ন হি কল্যাণকৃ কশ্চিৎ দুর্গাতিং তাত গচ্ছতি'।

২২. 'এই জগতে ধনের সন্ধান করিতে গিয়া তোমাকেই শ্রেষ্ঠ রত্নরূপে পাইয়াছি; হে প্রভো, তোমারই নিকট আমি নিজেকে বলি দিলাম।'

'ভালোবাসার পাত্র খুঁজিতে গিয়া একমাত্র তোমাকেই ভালোবাসার পাত্র পাইয়াছি। আমি তোমারই নিকট আমি নিজেকে বলি দিলাম।' (যজুর্বেদ সংহিতা)

২৩. একটা পুরানো গল্প শোন। একটা লোক রাস্তা চলতে চলতে একটা বুড়োকে তার দরজার গোড়ায় বসে থাকতে দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে–'ভাই, অমুক গ্রামটা এখান থেকে কতদূর?' বুড়োটা কোনও জবাব দিলে না। তখন পথিক বার বার জিজ্ঞাসা করেত লাগলো, কিন্তু বুড়ো তবু চুপ ক'রে রইল। পথিক তখন বিরক্ত হয়ে আবার রাস্তায় গিয়ে চলবার উদ্যোগ করলে। তখন বুড়ো দাঁড়িয়ে উঠে পথিককে সম্বোধন ক'রে বললে, 'আপনি অমুক গ্রামটার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন–সেটা এই মাইল–খানেক হবে।' তখন পথিক তাকে বললে, 'তোমাকে এই একটু আগে কতবার ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তো তুমি একটা কথাও কইলে না–এখন যে ব'লছ, ব্যাপারখানা কি?' তখন বুড়ো বললে, 'ঠিক কথা। কিন্তু প্রথম যখন জিজ্ঞাসা করছিলেন, তখন চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন, আপনার যে যাওয়ার ইচ্ছে আছে, ভাব দেখে তা বোধ হচ্ছিল না–এখন হাঁটতে আরম্ভ করেছেন, তাই আপনাকে বললাম।'

হে বস, এই গল্পটা মনে রেখো। কাজ আরম্ভ ক'রে দাও, বাকি সব আপনা–আপনি হয়ে যাবে।

ফেসবুক বার্তা

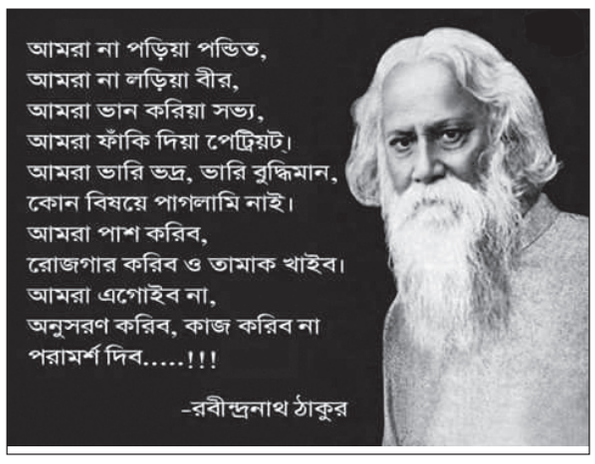

জন্মজয়ন্তীতে বিশ্বকবি রবিঠাকুরকে স্মরণ করতে এখন থেকেই হিড়িক লেগে গিয়েছে ফেসবুক সহ বিভিন্ন সোশ্যাল সাইটে। তুলে ধরা হচ্ছে তাঁর জীবনগাঁথা ও রচনাসমূহ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও পথহারা আমরা

নির্মল গোস্বামী

একটা বিষয় একটু গভীর অভিনিবেশ সহকারে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় তা হল এই যে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় কাব্য সাহিত্যের জন্ম প্রথমে হয়েছে। পরে এসেছে গদ্য সাহিত্য। একজন সাধারণ মানুষের কাছে ছন্দবদ্ধ কবিতা লেখার চেয়ে গদ্য লেখা অনেক সহজ বিষয়। বিষয়কে আত্মগত করার ক্ষেত্রেও কাব্য থেকে গদ্য অনেক সহজতর হয়। আমাদের মহাকাব্য যখন লেখা হয় তখন তো সমাজের মানুষেরা সকলেই পদ্যে বা ছন্দবদ্ধ পদ ব্যবহার করে একে অন্যের সঙ্গে ভাব বিনিময়ও করতেন না। তাহলে লেখার ক্ষেত্রে কেন কাব্যকেই ব্যবহার করা হল? বেদ উপনিষদের মতো গূঢ় রহস্য সকল ছন্দে গীত হত কেন? মহাভারত, রামায়নও তাই সর্বসমক্ষে গীত হবার জন্যই লেখা হয়েছিল। নিভৃত নির্জনে একাকী অধ্যায়ন করার এই সকল কাব্যের জন্ম হয় নি। এখন প্রশ্ন হল কিন্তু কেন?

এই কেন এর অনেক উত্তর আছে। তবে সামাজিক প্রেক্ষাপট হল তখনকার সমাজ বিন্যাস অনুযায়ী সকলেই কাব্যের সত্যটা জানুক এটা কাম্য ছিল না। সমাজে আর্য অনার্য ভেদ ছিল, ব্রাহ্মণ–শূদ্র ভেদাভেদ ছিল। তাই সত্যকে অনেক রূপক, উপমা অলংকারের পোষাক পরিয়ে জটিল শ্লোকের মধ্যে পুরে দেওয়া হত এবং ওই শ্লোকের নির্দিষ্ট ছন্দও ছিল। একমাত্র উপযুক্ত আধিকারীগণই তার মর্মার্থ গ্রহণ করতে পারতেন। শ্লোকের সৃষ্টিকর্তাদের মনোভাব ছিল, দেখ বাপু, আমার যোগলব্ধ বা ধ্যানলব্ধ সত্য উপলব্ধি আমি শ্লোকে বর্ণনা করলাম। এবার জীবনে যার প্রয়োজন হবে সে যেন করে বা গুরু ধরে এর ব্যাখ্যা বুঝে নেবে। আমার সত্য সর্বসাধারণকে জানানোর দায় পড়েনি। তাই কথ্য ভাষায় সরল গদ্যে লেখার প্রশ্নই ওঠে নি সে যুগে।

এতক্ষণ আলোচনার একটাই উদ্দেশ্য আমার তা হল এই কথাটা বোঝানো যে কাব্য রচিত হত সত্যের আধারে। সত্য ছাড়া কাব্য রচিত হত না। তাই কবিদের বলা হত সত্যদ্রষ্টা বা ত্রিকালদর্শী। আমাদের বৈদিক যুগের প্রাচীন মুনি ঋষিরা প্রত্যেকেই কবি ছিলেন। আর আধুনিক যুগে এই সত্যটাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন রবীন্দ্রনাথ। আধুনিক বিশ্বের আদি কবি তিনি। তাই তিনি 'আমি' কবিতায় বললেন ''তুমি বলবে এসে তত্ত্বকথা/এ কবির বাণী নয়/আবি বলব এ সত্য, তাই এ কাব্য/...।

পৃথিবী যত পুরাতন হচ্ছে মানবসমাজ তত আধুনিক হচ্ছে। আর মানুষের কাছে কাব্য আর সত্যের ফারাক তত বাড়ছে। এককালে ভারতবর্ষের মানুষ কায়মনবাক্যে বিশ্বাস করত যে রামায়ন মহাভারত সত্যকাব্য। তাই এই কাব্যের সত্যেকে জীবনের সত্য বলে ভাবত সেই ভাবেই সমাজ–সংসার চলত। আজ বেশিরভাগ মানুষই ভাবেন যে ওই দুই মহাকাব্য কবির কল্পনার ফসল মাত্র। তাতে কিন্তু তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি প্রতিভাত হয়েছে মাত্র। এর সত্য মূল্য কিছু নেই। ঠিক এমনি ভাবেই মাত্র সার্ধশত বছরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বা তাঁর কাব্য সম্পর্কে আমাদের ধারণাও অনুরূপ। আমরা তার কবিত্ব প্রতিভায় বিস্মৃত হই। তাঁর সঙ্গীতের সুরের মায়াজালে আপ্লুত হয়ে ভেসে যাই— ট্রাফিক সিগন্যালে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজাই কিন্তু তাঁর কাব্যের সঙ্গীতের সত্যকে মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হই। কারণ ওই একটাই তা হল কাব্যের সত্যকে অস্বীকার করার ধারাবাহিক আধুনিক মানসিকতা। আধুনিক গীতকাব্যের যুগে—কবিতা নিছকই ব্যক্তিগত আবেগ। আর কবি হলেন নিতান্তই কলমজীবী। বাজারে চললে গাড়িবাড়িও হয়ে যেতে পারে। সমাজের টুকরো ছবিতে ভাষার চাতুর্যে পরিবেশন করা তার সাথে আবেগের হালকা ছোঁয়া ছন্দ নাও থাকতে পারে ব্যক্তি অনুভূতির ঘোষণা যে থাকে না তা নয়। কিন্তু তা সার্বজনীন জীবন সত্যের চৌকাঠের বাইরেই থেকে যায়। ভিতরে প্রবেশের পথ পায় না বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই।

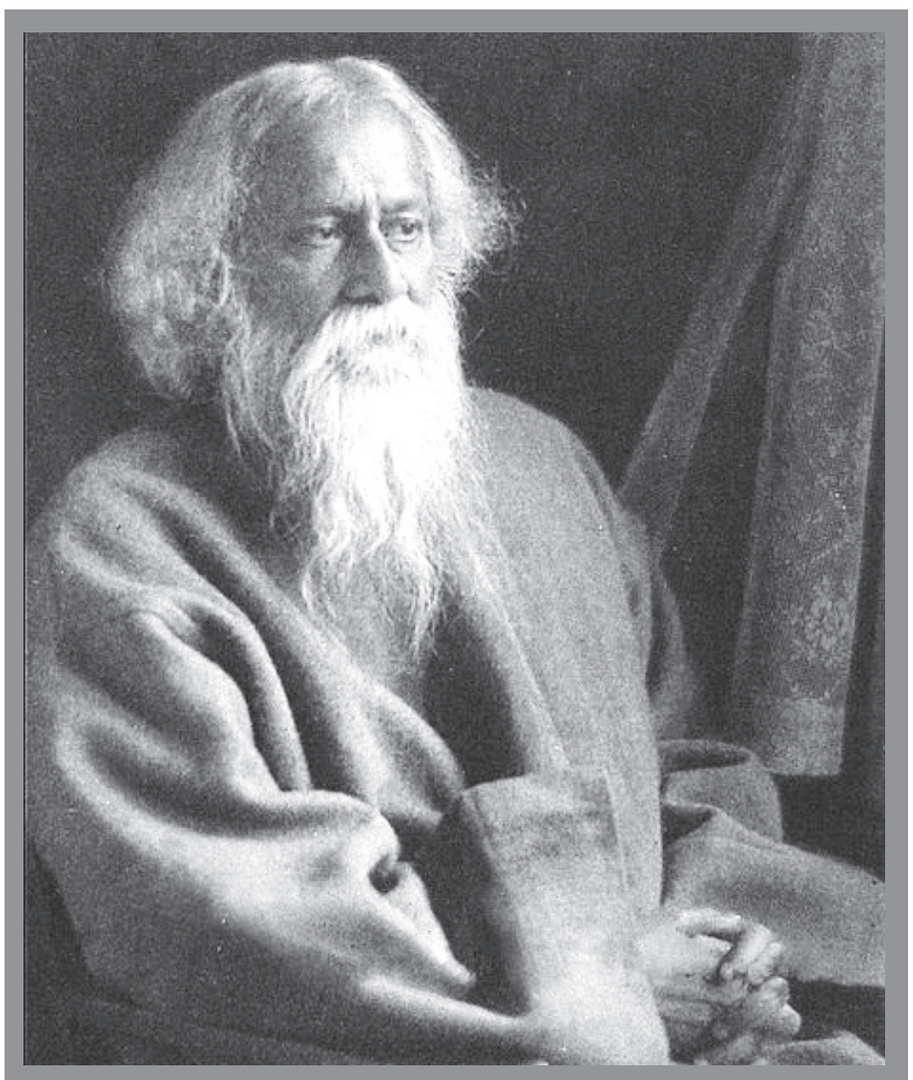

আমরা কবিকে তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা করতে পারি না। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনার ধন তিনি বিতরণ করেছেন অকাতরে। আমরা তা গ্রহণ করতে পারিনি। আমাদের খামতিটা কোথায়? কেন রবীন্দ্র বোধে জীবন চালিত করতে পারলাম না? কেন হিংসায় উন্মত্ত হয়ে প্রতিবেশির ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছি? কেন তিন বছরের শিশুকে হিংসার বলি হতে হচ্ছে?

রবীন্দ্রনাথ এদের দলের নন। তিনি ঋষি কবি। সত্যদ্রষ্টা কবি। তাঁর কাব্য আমাদের কাছে সিন্ধ সেচে মুক্ত আনা ধন। আর সহজ কর্মযোগের আনন্দে জীবন পাথরে পাড়ি ভাসিয়েছেন বাউলের একতারাকে সঙ্গী করে। তাই তো তিনি রসহীন প্রকৃতি দারুন দহন জ্বালার মধ্যে সুর খুঁজে পান। আমরা কবিকে তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা করতে পারি না। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনার ধন তিনি বিতরণ করেছেন অকাতরে। আমরা তা গ্রহণ করতে পারিনি। আমাদের খামতিটা কোথায়? কেন রবীন্দ্র বোধে জীবন চালিত করতে পারলাম না? কেন হিংসায় উন্মত্ত হয়ে প্রতিবেশির ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছি? কেন তিন বছরের শিশুকে হিংসার বলি হতে হচ্ছে?

এর উত্তরের খোঁজে আমরা পূর্বের সিদ্ধান্তকে মানতে পারি সেটা হল কাব্যের সত্যকে গ্রহণ করছি না এর আবার কারণ হল ওই মানব সমাজের আধুনিক হয়ে ওঠার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। সেটা হল প্রাথমিক পর্যায়ে সভ্যতার আদি যুগে জীবন ছিল কাব্যময়। সেই তপোবনের যুগে জীবনের যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি ছিল না কোথাও। তাই কাব্যময় জীবনের কাব্য ছিল সত্য। আর কাব্যের সত্য জীবনের দিগনির্ণয় করত। যেন লাইট হাউস। অন্ধকারে যাতে জীবনসমুদ্রে পথ না হারায়। ক্রমে পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সভ্যতার বিষবাষ্প দূষিত হল জল, বায়ু, আকাশ। দূষিত হল মানুষের দেহমন। আধুনিক সভ্যতার ফসল ভোগের রকমারি উপকরণ উপাচারে মোহিত হল মানুষ। তাকে পাওয়ার অদম্য হাতছানির ছলনায় ভুলে লোভী চকচকে চোখে চারিদিকে তাকায় কোথায় কি আছে। সব হস্তগত করতে হবে। ''রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি''। বঞ্চনা, শঠতা, মিথ্যাচার, অশিক্ষা, বেকারি, দারিদ্র্য এই সবই সমাজ ব্যবস্থায় সঙ্গ হয়ে উঠল। কুটিল রাজনীতি তাকে আরও জটিল করে তুলল। জীবন আর কাব্যে দূরত্ব বাড়ল। ''ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়'' কাব্য আর কাব্যের সত্য মানে জীবনের নীতিবোধ, ক্রমশ উবে গেল। এলো গদ্য সাহিত্য। জীবন হল গদ্যময়।

পরীক্ষায় পড়া ছাড়া রবীন্দ্রনাথ জীবনে ব্রাত্য। রবীন্দ্র সঙ্গীতের ছন্দে দোলা লাগে দেহে সুরের মাদকতায় আবেগে ভেসে যাই–কিন্তু বাণীর অর্থ হৃদয় ছোঁয় না বোধ হয়। ছুঁলেও তা সাময়িক হৃদয়ে স্থায়ী আসন পায় না। কাব্যের সত্য খুঁজে বৃথা সময় নষ্ট করা। হ্যাঁ, সুযোগ মতো তাঁকে আমরা ব্যবহার করি। উৎসব করি মূর্তি বসাই। কবি পক্ষে রাবীন্দ্রিক ভাবনার ঝড় বয়। আবার তা শুকনো পাতার মতো কোথায় উড়ে যায়। বুক কাঁপে এই দেখে যে আমরা বিশেষ করে এই বাংলার মানুষেরা ত্রাসের রাজার দাসত্বে ক্রমশই বাঁধা পড়তে চলেছি। ক্ষমতা দখলের হীন আয়োজনে সাধারণ মানুষ আজ অতিষ্ঠ। মানুষের সত্য অধিকার স্বীকার করতে সহজে চায় না। শাসক। যে চেতনায় পান্না সবুজ হয় গোলাপ সুন্দর হয় সেই চেতনার উৎস আমাদের মনের গভীরে। জীবন দেবতার পায়ে জীবনকে সঁপে দিলে তখন আর আকবর বাদশা ও হরিপদ কেরানীর মধ্যে কোনও ভেদ থাকে না। ''না হয় আমার যা হয়েছে তাই হল, আরো কিছু নাই হোল, নাই হোল। এই কাব্যে সত্যকে আপন করতে পারিনি তাই সভ্যতার বেড়াজালে জীবনকে ক্রমশ আমরা ভিন্ন অভিমুখে পরিচালিত করছি তাই আমরা পথহারা।

অধুনা রাজনীতি আর সুবিধাবাদ সমার্থক

শঙ্কর সাধু

হালফিলে রাজ্যের কং–বাম জোট নিয়ে বেশ কিছু বাজার গরম করা প্রচার চোখে পড়ছে। এর মধ্যে যেমন পোস্টার, হোর্ডিং, ফ্লেক্স

রয়েছে তেমনই বর্তমান সাবেকি দেওয়াল লিখনও। মোদ্দা কথা সর্বত্রই সিপিএমের সঙ্গে জোট গড়ার জন্য তুলোধনা করা হয়েছে কংগ্রেসকে। উসকে দেওয়া হয়েছে অতীতে সিপিএম তথা বামেদের তরফ থেকে ইন্দিরা গান্ধিকে ডাইনি, রাজীব গান্ধিকে চোর হ্যায়, বফর্স গান্ধি ইত্যাদি নানা অপবাদ দেওয়াকে। ৫৫ হাজার কংগ্রেস কর্মী হত্যার নেপথ্য নায়ক সিপিএম–এর সঙ্গে কি করে কংগ্রেসের হাত এক হল এই ভাবনায় তাড়িত হয়েছে সব প্রচার। হাত আর হাতুড়ি যে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটি ফোর্স এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা চলছে শাসক দলের পক্ষ থেকে। এটা খুব স্বাভাবিক চিন্তার ফসল। রাজনৈতিক আক্রমণ হানার জন্য এই 'পড়ে পাওয়া' সুযোগ সবাই কাজে লাগাতে চাইবে। তৃণমূল যথারীতি তার ব্যতিক্রম নয়। ব্যতিক্রমী কেমিস্ট্রির দুই জোট বন্ধুকে তাই লাগামছাড়া আক্রমণ শানানো হচ্ছে ঘাসফুলের পক্ষে। আদতে রাজনীতি এমন এক ক্ষেত্র যেখানে জোট বাধার প্রকৃত কোনও রসায়ন নেই। ক্ষমতা হাতানোর জন্য 'যেমন খুশি সাজো'র মতো 'যখন যেমন তখন তেমন' নীতি নিয়ে জোট গড়ে ফেলা হয়। সাধারণ মানুষ, দলীয় সমর্থকদের আদৌ কোনও ইচ্ছা আছে না সেসবের বালাই করা হয় না মোটেই। এই যে বাংলায় যে হাসজারু জোট গড়ে উঠেছে বাম এবং কংগ্রেসের মধ্যে তাতে জনগণের আদৌ কোনও সায় আছে কিনা ভেবে দেখেছেন কি নেতারা? আসলে জনগণ হল নেতানেত্রীদের কাছে এমন এক নমনীয় পদার্থ যারা যে কোনও অবস্থাতেই সমান আকার ধারণ করেন। যাদের নিজস্ব কোনও চেতনা নেই, নেতাদের চোখ দিয়েই তারা নাকি দুনিয়া চেনেন। দিনের পর দিন সাধারণ মানুষের ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে এমন আত্মবিশ্বাসে টগবগ করেন এই নেতা বা ন্যাতারা। সেই আত্মবিশ্বাসের কাঁচের ঘরে ঢিল পড়তে যে দেরি নেই সেই সাধারণ বোধটুকুও অবলুপ্ত হন এরা। তাও মানুষকে নিজেদের রাজনৈতিক ল্যাবেরটরির গিনিপিগ হামেশাই বানিয়ে ফেলেন এই রাজনৈতিক নেতারা।

এবার যেমন কংগ্রেস এবং সিপিএম নেতারা পালা করে প্রায় প্রতিটি সভায় বলে চলেছেন মানুষের চাপে নাকি এই মহাজোট গড়ে তোলা হয়েছে। সত্যি কি তাই? এই কং–বাম জোটকে সাধারণ দলীয় কর্মীরা কি দু হাত তুলে মেনে নিয়েছেন। উলটোটাই বরং ঠিক। তা হল চিরশত্রু যুযুধান দুই পক্ষ–বিপক্ষ এক জায়গায়–এক মঞ্চে অবস্থান করায় কিছু গোড়া সমর্থক বেজায় ক্ষুব্ধ। তাদের সাফ কথা এই জোট মানি না। অর্থাৎ জনগণের জোট একে কি বলা যায়? কখনই নয়। রাজনীতির ছাত্র হিসাবে বলতে পারি সারা বিশ্ব জুড়েই এই ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষার পালা অহরহ হয়ে চলেছে। যার বলি হচ্ছেন আম আদমি। তাও রাজনীতির গিনিপিগ হতে গলা বাড়িয়ে দিচ্ছেন তারা। ভাবটা এমন, এবারটি তো দেখে নেওয়া যাক। পরের বার থেকে অন্য কথা ভাববো। সেই পরের বার আর আসে না। যথারীতি আবারও সেই রাজনীতির ঘৃণচক্করে নিমজ্জিত হই আমরা। সাধারণ মানুষ যে অতিরিক্ত কিছু ভাবছেন না তার আসল উদাহরণ হল নোটায় ভোট বৃদ্ধির হার থমকে যাওয়া। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই চেনা জানা লালু ভুলুদেরই সমর্থন করে বসি আমরা। উদাত্ত চিত্তে তাদের বরণ করে নিই। এর ফলেই তো এইসব নেতাদের এত সাহস বেড়ে যায়। ফের জনগণকে টেস্ট টিউবে নিয়ে যায় বরণীয় নেতারা।

এই রাজ্য কখনই এই প্রক্রিয়ার বাইরে নয়। তবে বার কংগ্রেস–সিপিএম যে জোট এখানে গড়েছে তা সব অর্থেই ব্যতিক্রমী। সহজ বুদ্ধিতে ভাবলে ঠিক পরিপাক হতে চায় না। তাও কতিপয় অন্ধ সমর্থক ব্যতীত দু দলের পাড় সমর্থকরাব ঠিক ভিড় জমাচ্ছেন একে অপরের তরিতে। মিলে মিশে করি কাজে কত মজা বলুন তো। এই অভিনব বৈপরীত্যে ভরপুর জোট দেখে প্রথমেই আর একটা সমন্বয়ের কথা মনে পড়ে যায়।

সেটা অবশ্য রাজনীতির দুনিয়ার নয়, নিখাদ গড়ের মাঠ–ফুটবল সমাজের। এখানেও কার্যত দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী মালিকানার সুবাদে এক ছাতার নিচে চলে আসে। বুঝতেই পারছেন মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গলের কথা বলছি। বিজয় মালিয়া এই দুই ক্লাব নেওয়ার পর এদের মধ্যেকার যে দীর্ঘকালের রেষারেষি তা যেন অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়ে। বলছি না মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গলের ডার্বি ঘিরে সেই উৎসাহ মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। তাও আগের সেই লড়াইয়ের গনগনে আঁচ অনেকটাই নিভে গিয়েছে। বস্তুত ফুটবল বাংলায় যে ঘটনা ঘটেছে প্রায় এক যুগেরও বেশি সময়ে আগে সেই দৃশ্যটাই ফুটে উঠেছে বাংলার রাজনৈতিক আকাশে। প্রবল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী এক জোট হয়েছে এখানে।

একে রাজনৈতিক দৈন্যতা বলে অভিহিত করছেন অনেকে। সত্যি সত্যি একে দৈন্যতা বলা চলে, নাকি কূটকৌশলের অঙ্গ হিসাবে দেখা যেতে পারে। এমনিতে শাস্ত্রে কথাই আছে যুদ্ধে নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করা যেতেই পারে। এই যুদ্ধের একটাই লক্ষ্য ক্ষমতা দখল। তা সেই কুর্সি দখলে আনতে এই ধরণের জোট, মহাজোট তো গড়া যেতেই পারে। আর নীতি, নৈতিকতার দোহাই যদি তোলেন তবে দেখা যাবে প্রায় সকলেই ক্ষেত্র বিশেষে এই ধরণের কৌশলী চাল অবলম্বন করে চলেছেন। আমাদের রাজ্যে বাম–কংগ্রেসের জোট হওয়ার জন্য যারা অনবরত দোষারোপ করে চলেছেন সেই তৃণমূলের ট্র্যাক রেকর্ড ঘাঁটলে দেখা যাবে অসংখ্যবার তারাও নানা ধরণের রামধনু জোটের আসরে নিজেদের ঘাঁটি গেড়েছেন। ১৯৯৮ তে তৃণমূল দল গড়ে উঠেছিল কংগ্রেস ভেঙে। সেসময় কংগ্রেসকে সিপিএমের বি–টিম আখ্যা দিয়ে ঘাসফুল নাড়া বেঁধেছিল পদ্মফুলের সঙ্গে। এই জোট কিছুদিন চলার পর হঠাৎ করেই এক দুর্নীতির ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিজেপির সখ্য ত্যাগ করে তৃণমূল। দোসর হয় পুরনো দল কংগ্রেসের। কংগ্রেসের সঙ্গে সাময়িক ঝামেলায় পুনরায় গেরুয়া শিবিরে ফিরলেও তা স্থায়ী হয় নি বেশিদিন। এর পর আবার কংগ্রেসের সঙ্গে দোস্তি হয় তৃণমূলের। তাদের সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলও সম্ভবপর হয়। এখন আবার তৃণমূল প্রকাশ্যে একা হলেও বিরোধীরা অভিযোগ করছে ঘোমটার আড়ালে দুই ফুল নাকি মিলে গিয়েছে। সম্প্রতি কপ্টার দুর্নীতি নিয়ে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূল সাংসদদের গলা মেলানো সেই প্রচারে বেশ খানিকটা হাওয়া দিয়েছে।

সুতরাং রাজনীতিতে শেষ কথা নেই বলে অজুহাত দিয়ে এইভাবে নানা প্রকার পোস্ট মর্টেম করে থাকেন নেতানেত্রীরা। তার কোনওটা খুব সফল হয়, আবার কোনওটা ব্যর্থতার আঁধারে নিক্ষেপিত হয়। আমাদের রাজ্যে যে কং–বাম জোট গড়ে উঠেছে তা কিন্তু উৎসাহিত হয়েছে পাশের রাজ্য বিহার থেকে। পূর্বতন পাটলিপুত্র তথা আজকের পাটনায় সরকার গড়ে তোলার জন্য যাবতীয় ঝামেলা ঝেড়ে ফেলে নীতিশ কুমার এবং লালু প্রসাদ যাদব জোট বাধেন। সেই মহাজোটের তোড়ে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় বিজেপি। লালু–নীতিশের এই মিত্র পরিবারে সামিল হয় কংগ্রেসও। বামপন্থীরাই খালি এই জোট থেকে একটু দূরে থেকে একলা চলোর সিদ্ধান্ত নেয় সে রাজ্যে। বিহারে জোটের অভূতপূর্ব সাফল্য দেখে এই রাজ্যে সেই এক ফর্মুলা নিয়েছে কংগ্রেস এবং বাম। এতে দোষের কিছু নেই। কারণ রাজনীতির পরীক্ষাগারে এই ধরণের টেস্টিং প্রভূত। এবার দেখার যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে এই জোট থেকে তা কতটা সবল।

বোমা উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভোট শেষ তবুও রেষারেষির শেষ নেই। গত শনিবার দুপুর এগারটায় পানিহাটি গুরু নানক ডেন্টাল কলেজের কাছে পুকুর পাড়েরনীলগঞ্জ রোডের পাশে তিনটি তাজা বোমা পেলে এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বোমা তিনটি প্লাস্টিকে মোড়া ছিল বলে জানা যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনকে খবর দিলে প্রশাসন কলকাতা ভবানীভবনের বম্ব স্কোয়াডের দপ্তরে জানালে সেখান থেকে বম্ব স্কোয়াডের লোকজন সহ দমকল বাহিনীর লোকজন এসে প্রথমে বোমা তিনটে সেখানে নষ্ট করা হয়। দুপুর ২.৩০ মিনিট নাগাদ। এই স্কুলেই রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহ, পানিহাটি, কামারহাটি, উত্তর দমদম, দমদম কেন্দ্র এবং বরানগরের বিধানসভার ইভিএম মেশিনগুলি এবং গণনা হবেও এই স্কুল থেকে। ফলে ছয়টি বিধানসভার ভোটের ভোটযন্ত্র থাকার কারণে কড়া নিরাপত্তায় ঘিরে রাখা হয়েছে স্কুল চত্বরটি। তা সত্ত্বেও কি ভাবে পুকুর পাড়ে কারা কখন এই তিন তিনটি তাজা বোমা রেখে গিয়েছে তা ভেবেই এলাকাবাসীরা আতঙ্কিত। আবার ভোটের পরের দিনে টিএমসি–এর বিরুদ্ধেও এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে। ফলে বিরোধী শিবির একপ্রকার এই কেন্দ্রে তৃণমূলকেই দায়ী করে অবিলম্বে অপরাধীদের খুঁজে বার করার আবেদন জানান প্রশাসনের কাছে।

সম্পত্তির লোভে খুন

বাপি লাল দে : যা তুই সরে যা, তা না হলে আমি তোকেও মেরে দেব, বোনকে এইটুকু বলেই কেবলমাত্র পারিবারিক সম্পত্তির লোভেই কাকা কাকিমাকে ছুড়ি দিয়ে কুপিয়ে ফেরার এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে বালি নিশ্চিন্দা থানার কাছে একটি বাড়িতে। এই বাড়িরই ভাড়াটিয়া নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য এবং স্ত্রী বর্ণালী ভট্টাচার্য বেশ কয়েক মাস যাবত বাস করছেন। তাদের একটি মাত্র মেয়ে বালি জোড়া অশ্বত্থতলা বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। ঘটনার দিন রাত সাড়ে নটার সময় খুনি ভাইপো কাকা কাকিমার ঘরে এসে দরজা খোলার জন্য কাকাকে ডাকাডাকি করলে কাকা এসে ঘরের দরজা খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাইপো ধারালো ছুড়ি নিয়ে কাকার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং গলায় ছুড়ি চালিয়ে দেয়। কাকার চিৎকারে কাকিমা রান্না ফেলে ছুটে এসে দেখেন ঘরে রক্তাক্ত অবস্থায় স্বামী ছটফট করছে তা দেখে বর্ণালী দেবীও চিৎকার জুড়ে দিলে খুনি তার ওপরেও চড়াও হয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় তার শরীর। পরে স্বামী স্ত্রী দুজনের চিৎকার শুনে বাড়িওয়ালি দৌড়ে এসে এই ভয়ানক অবস্থা দেখে প্রথমে কি করবেন তা ভেবে কুল পাচ্ছিলেন না ।পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আশেপাশের লোকজনকে ডেকে প্রথমে দুজনকে উত্তরপাড়া হাসপাতালে পরে কলকাতার একটি নার্সিং হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলেও শেষ পর্যন্ত নিত্যানন্দবাবু মারা যান। বর্ণালী দেবীর মেয়ে পালিয়ে যাওয়ায় এ যাত্রায় সে বেঁচে যায়, পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

আত্মঘাতী দুই মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০ দিন আগে ভালোবাসার বিয়ে না মেনে নেওয়ায় কীটনাশক খেয়ে ২৫ এপ্রিল কামাখ্যা গ্রামে আত্মঘাতী হন পম্পা বাউরি। ২৪ এপ্রিল পারিবাকি অশান্তিতে মৃত্যু হয় প্রিয়া রাজবংশীর। শ্বশুড়বাড়ি জোলালপুরে, বাপের বাড়ি ডালিম্বা গ্রামে। ৩ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। ৮ মাসের সন্তান আছে। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে মারা যায় সে।

বিক্ষোভের ত্র্যহস্পর্শ

অভীক মিত্র: দাসপলসা ১৬৭ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কর্মী ও সহায়িকা দুজন অনুপস্থিত থাকায় বিক্ষোভ দেখাল গ্রামবাসীরা। ৪৫ জন শিশু ও প্রসূতি মায়ের রান্না হয় নি। মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরতে দেরি হওয়ায় আর রান্না করেনি সহায়িকা প্রতিমা দে। ২৩ এপ্রিল দুপুরে সিউড়ি ডাঙ্গালপাড়া 'স্বপ্ননীড়' হোমে মূক ও বধির মানসিক ভারসাম্য শিশুকে রোদে বেঁধে রাখা হয়। গ্রেপ্তার হয় সুপার সন্ধ্যা কর। ২৭ এপ্রিল দুবরাজপুরের খান ফার্মেসিতে হেনস্থা করা হয় শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ হিমাদ্রী সাহুকে। ২৩ এপ্রিল সাড়ে পাঁচ মাসের অরণ্য দে নামে দুবরাজপুরের এক শিশুকে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়। রবিবার মারা যায় অরণ্য। ৫২ দিন ধরে হিমাদ্রীর কাছে চিকিৎসাধীন ছিল অরণ্য। হিমাদ্রী সাহুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ ছেড়ে দেয়। ২৭ এপ্রিল বনহরি পোল্ট্রি ফার্মে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ঠিকাদার শ্রমিক অসন্তোষ। ২৬ এপ্রিল মজুরি বৃদ্ধির জন্য বলায় শ্রমিকদের মারধর করে ঠিকাদারের লোকজন। নিম্নমানের সামগ্রীর অভিযোগে ৩০ এপ্রিল সিরাজবাগান সেতু নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দিল গ্রামবাসীরা। দীর্ঘ সাত বছর পর কাজ শুরু হয়েছিল। ৩০ এপ্রিল কচুজোড় বনদপ্তর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শঙ্করপুর মৌজায় দুটি সাইকেল, ১২–১৫ ক্যুইন্টাল কাটা গাছ উদ্ধার করে। পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। ২৭ এপ্রিল বোলপুর বাগানপাড়ায় গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হয় লালু শেখ। নবডাঙাল গ্রামে শুক্রবার সকালে মিড–ডে মিল, পড়াশুনা নিয়ে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখাল অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে। অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র, সেতু, ডাক্তার নিয়ে বিক্ষোভ অব্যাহত বীরভূমে।

বীরভূমে মৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৬ এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ চরিচায় দ্রুতগামী বালি বোঝাই লরির ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা যায় বুদাই টুডু। দুজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিউড়ি হাসপাতালে ভর্তি। প্রতিবাদে ২৭ এপ্রিল চরিচা–দুমকা রাস্তা অবরোধ করে স্থানীয়রা।

অন্যদিকে ২২ এপ্রিল রামপুরহাট হাসপাতালের সামনে ভ্যান রিকশা ও সরকারি বাসের সংঘর্ষে মারা যায় ৭ বছরের রাজু শেখ। আহত ৬ জনের মধ্যে দুই শিশু আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাজপুরহাট হাসপাতালে ভর্তি। এরা মুর্শিদাবাদের গোপীনাথপুরের বাসিন্দা।

১৯ এপ্রিল হেতমপুর বাসস্ট্যান্ডে গাড়ির ধাক্কায় জখম হয় পাঁচ। ১৯ এপ্রিল ইলামবাজারে পথ দুর্ঘটন মারা যান তরুণ সর্দার (৩৫) নামে এক পুলিশকর্মী। ফলে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

মাদক সমেত গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ এপ্রিল বীরভূমের জামথলিয়া গ্রাম থেকে ২৩ কেজি গাঁজা, হেরোইন, ৫টি মোটরবাইক, ১টা টাটা সুমো, ১টা ইন্ডিকা গাড়ি, মোবাইল ফোন সমেত ছজনকে গ্রেপ্তার করলো সদাইপুর থানার পুলিশ। ছয়জনের মধ্যে তদন্তের স্বার্থে একজনের নাম জানায় পুলিশ। ধৃত জামথানিয়া গ্রামের শেখ জসিমুদ্দিনের বাড়িতে মজুত রেখে চলছিল গাঁজা বিক্রি, বাকি ধৃতদের বাড়ি পাথরচাপুড়ি এলাকায়। এটা সদাইপুর থানার বিরাট সাফল্য। ২৯ এপ্রিয় খয়রাকুড়ি মোড়ে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে দুই মোটরবাইক আরোহীর কাছে থেকে পাওয়া গিয়েছে ৭৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার। ধৃত বাইক আরোহীর নাম মহম্মদ ফিরোজ খান এবং উজ্জ্বল মণ্ডল। ৩০ এপ্রিল সিউড়ি আদালতে তোলা হয়। গাঁজা ও ব্রাউনসুগার উদ্ধারে বিরাট সাফল্য বীরভূম পুলিশের। একথা বলাই যায়।

ব্যাপক ধড়পাকড় আবগারি দপ্তরের

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : নির্বাচন কমিশনার নসীম জৈদি দিল্লি থেকে ঘোষণা করেছিলেন নির্বাচনের তারিখ ও দিনক্ষণ। মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ শুরু হয়ে যায়। নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়িতে আবগারি দপ্তর রুটিনের বাইরে আরও বেশি করে নজরদারি চালায় এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়। কারণ সবচেয়ে বেশি চোলাই বিক্রেতা ও ভাটিখানা আছে এই জেলাতে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বারুইপুরের হেড অফিসে অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার সুদেষ্ণা চক্রবর্তী বলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এবার প্রচুর পরিমাণ চোলাই মদ ধরপাকড় হয়েছে। চোলাই ভর্তি মারুতি গাড়ি সমেত, কখনো বা মোটরবাইক আবার সাইকেলে করে আসা চোলাই সাপ্লায়ারদের ধরা হয়েছে। প্রশ্ন করা হয় কোথা থেকে এদের ধরেছেন? যেমন ধরুন বিষ্ণুপুর পৈলান, গড়িয়া জলপোল, মহেশতলা, সোনারপুর, ভাঙর বারুইপুর, ফলতা, মৈপিঠ কোস্টাল, রায়দিঘি, সাগর এই সমস্ত সার্কেলের আবগারি কর্মীরা বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে চোলাই বিক্রেতাদের। প্রশ্ন কত চোলাই উদ্ধার করলেন? বলেন মার্চ মাসে দু তারিখ থেকে এপ্রিলের ১৭ তারিখ পর্যন্ত আই ডি ৮৫১০ লিটার।

এছাড়া চোলাই বানাতে গেলে যে মূল উপকরণ দরকার হয় যাকে বলা হয় ফারমেন্টেড ওয়াশ ৪৭৫৫০ লিটার বাজেয়াপ্ত করেছি। সুদেষ্ণা বলেন গ্রেপ্তার করেছি ২৪ জনকে। এর সঙ্গে আছে যানবাহন যেমন গাড়ি ৩টি, লরি একটি, বাইক ৮টি সাইকেল ২টি চোলাই সমতে পাকড়াও হয়েছে। সুতরাং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় মোড়ে মোড়ে চায়ের দোকানে যে রমরমা চোলাইয়ের ব্যবসা ছিল আগের থেকে তুলনায় কমে গিয়েছে এই দাবি করেন সুদেষ্ণা। এছাড়া সুদেষ্ণা বলেন আমরা অনেক বেশি সাহায্য পাচ্ছি থানাগুলো থেকে। কারণ পুলিশ আমাদের কো–অপারেশন করছে। যেমন চোলাই যখন ধরতে যাওয়া হয় আমরা ও থানার পুলিশ কর্মীরা যৌথভাবে রেড করি। সুতরাং এই পুলিশের কো অপারেশনের জন্য আমাদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না খুব ভাল সহযোগিতা পাচ্ছি চোলাই কারবারিদের ধরতে। বর্তমানে পাড়ায় পাড়ায় চোলাই বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে কারণ বহু মানুষের সংসার ভেসে গিয়েছে অভাবের পরিবারের লোকজন তারাই খবর দিচ্ছে আবগারি দপ্তরকে কিংবা থানায়।

এই স্থানীয় বাসিন্দারা বহু জায়গায় চোলাইয়ের ঠেক ভেঙে দিয়েছে। কারণ আজকাল গ্রামের মেয়েরা স্কুলে যায় তাদের এখন শিক্ষাগত যোগ্যতা অনেক বেড়েছে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে বড় হওয়ার সুতরাং বাবা দিনে রাতে চোলাই খেয়ে বাড়িতে ঢুকে মাকে মারধর করবে সেটা তাদের রুচির বিরুদ্ধে। এছাড়া বাড়িতে ভাতের হাঁড়ি ফাঁকা ঘরে ১০০ গ্রাম তেল নেই দিনের পর দিন এই করুণ অবস্থা দেখতে দেখতে আর সহ্য করতে না পেরে সবাই মিলে রুখে দাঁড়িয়েছে চোলাই–এর বিরুদ্ধে।

বধু খুনে চাঞ্চল্য সাগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : মঙ্গলবার সাগরের বেগুয়াখালিতে এক বধুর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। বধুকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে প্রতিবেশীদের প্রাথমিক অনুমান। বুধবার বধুর দেহ কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত হয়। ঘটনায় নিহত বধূর প্রতিবেশী ২ ভাই জয়দেব পাত্র ও দেবদুলাল পাত্রকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। খুনের মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাগর উপকূল থানার পুলিশ। বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির

সদস্যারা ধর্ষণের মামলা রুজুর দাবিতে সাগর উপকূল থানার ওসির সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন। সিপিএম নেতা কান্তি গাঙ্গুলি নিহত বধুর প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলেন। বধুর স্বামী এদিন সন্ধে পর্যন্ত সাগরে ফিরতে পারেন নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর ধর্ষণের প্রমাণ মিললে খুনের সঙ্গে ধর্ষণের মামলা যুক্ত হবে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশের কর্তারা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর ৩২–এর বধু দশ বছরের মেয়েকে নিয়ে বাড়িতে থাকতেন। বধুর স্বামী কর্মসূত্রে কেরলে থাকেন। গত দু'মাস আগে বধুর স্বামী বাড়ি ফিরেছিলেন। এদিন সকাল থেকে বাড়িতে খোঁজ ছিল না বধুর। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে শৌচালয়ের পাশে বধুর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। বধুর পোষাক খোলা ছিল। গলায় কালশিটে দাগ দেখা গিয়েছে। এছাড়া বধুর শরীরের একাধিক আঘাতের চিহ্ন মিলেছে বলে প্রতিবেশীদের দাবি। দেহ উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ এসে বধুর দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এদিন রাতে নিহত বধুর দাদা নারায়ণ শীট এফআইআর দায়ের করেন। এফআইআর–এর ভিত্তিতে রাতে পুলিশ বধুর প্রতিবেশী জয়দেব ও দেবদুলালকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। বুধবার সকালে দুই ভাইকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বুধবার দুপুরে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জেলা সম্পাদক সরস্বতী দাস, শিখা দাস–সহ শতাধিক মহিলা সাগর উপকূল থানার ওসি দেবাশিস রায়ের সঙ্গে দেখা করেন। ওসি প্রতিনিধিদলকে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করতে বলেন। ২ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও জানান। সরস্বতী দাস বলেন, 'কাকদ্বীপ, সাগরে ছাত্রী ধর্ষণ, খুনের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা হতাশাজনক। আজ আমরা সেজন্য থানাকে নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য দাবি জানিয়ে গেলাম। আমরা নজর রাখছি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি।' ধৃতদের গত বৃহস্পতিবার কাকদ্বীপ আদালতে তোলা হয়।

সেকেন্ড ইনিংস নিশ্চিত মমতার

প্রথম পাতার পর

রাজ্যে বাম আমলে জ্যোতি বসুর সময় থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সময়কাল পর্যন্ত নিয়মিত পর্যাপ্ত লোডশেডিং ছিল রুটিন ব্যবস্থা। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিবর্তনের সরকারের শুরু থেকেই তা প্রায় উধাও। এই প্রায় পাঁচ বছরের মেয়াদে লোডশেডিং প্রায় হয় না বললেই চলে। বাম আমলে ফি–বছর বন্যা ছিল রাজ্যবাসীর ললাট লিখন। পরিবর্তনের সরকারের সময়কালের গত চার বছর সেই অবস্থা থেকে রাজ্যবাসী প্রায় উত্তীর্ণ। রাজ্যে ক্রেতা সুরক্ষা দফতর থাকলেও তা ছিল প্রায় সুপ্ত। কিন্তু পরিবর্তনের সরকার সেই সুপ্ত দফতরকে জাগ্রত করেছে এবং জনমানসে তার প্রভাবকে সম্প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছে। রাজ্যের কয়েক হাজার লোকশিল্পীদের সরকারি স্বীকৃতি ও ভাতা প্রদান এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। লোকশিল্পীরা বাম আমলে ব্যবহৃত হলেও তাঁরা ছিলেন অবহেলিত।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলেই এই শিল্পীরা যোগ্য মর্যাদা পেয়েছেন বলে বিশ্লেষকদের অভিমত। আর রাজ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ তো বুঝতেই পারছেন রাজ্যের আপামর মানুষ। বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার কথা বাদ দিলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই সম্প্রসারণ কোনও দ্বিমতের অপেক্ষা রাখে না। না হলে সরকার বিরোধী মন্তব্যে এত সরগরম হতে পারতেন না কেউই। যে বিরোধী নেতা নেত্রীরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গোটা রাজ্য মাতিয়ে তুলেছেন, বামফ্রন্টের আমলে এই স্পর্ধা দেখাতে পারতেন না অনেকেই বলে বিশ্লেষকরা দাবি করেছেন।

এই সমস্ত ইতিবাচক পদক্ষেপগুলি রাজ্যে পুনরায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার গঠনের পথ সুগম করতে পারে বলে পাঁচুগোপালবাবুর অভিমত। তাঁর মতে প্রায় চল্লিশটি আসনে তৃণমূলী ঘরশত্রুরা তৃণমূলের জয়–পরাজয়ের অন্যতম কারণ হতে পারে। যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অশোকনগর, জগদ্দল, বনগাঁ (উত্তর), দেগঙ্গা, নদিয়া জেলার হরিণঘাটা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাঙড়, কোচবিহার জেলার দিনহাটা। পাশাপাশি সম্ভাব্য পরাজয় ঘটতে পারে যে আসনগুলিতে সেগুলি হল বাগদা বিধানসভার প্রার্থী মন্ত্রী উপেন বিশ্বাস, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার রায়দিঘির প্রার্থী অভিনেত্রী তথা বিধায়ক দেবশ্রী রায়, ভাঙড়ের প্রার্থী প্রাক্তন মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা। আবার সম্ভাব্য জয়ের ক্ষেত্রে নবীন প্রার্থী বৈশাখী ডালমিয়ার উল্লেখ করেন পাঁচুগোপালবাবু। তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী পরিস্থিতি যতই বিরুদ্ধে যাক প্রায় ১৬০ থেকে ১৬৭ আসনে জয়ী হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের আবার সরকার গঠনের সম্ভাবনা থাকছে।

তবে বামফ্রন্ট–কংগ্রেসের এই জোটে কংগ্রেস বিশেষ লাভবান না হলেও সিপিএমের আসনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছেন পাঁচুগোপালবাবু। বিজেপির সম্ভাব্য আসনগুলি হল কোচবিহারের কালচিনি, উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট (দক্ষিণ), কলকাতার জোড়াসাঁকো ও মেদিনীপুরের খড়্গপুর বলে দাবি করেন তিনি। প্রসঙ্গত, কোচবিহারের ৯টি আসনের মধ্যে এবার ছিটমহলবাসীরাও যুক্ত হচ্ছে। তারা জীবনে এই প্রথম ভোটাধিকার পেলেন। এর সাফল্য নিঃসন্দেহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এর প্রভাবকে কোচবিহারের ভোটে অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই।

যাবজ্জীবন কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: বোনকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে মারার অপরাধে সাতগাছিয়া গ্রামের নিতাই দাস পাঁজাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দিল আলিপুরের সপ্তদশ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক সন্দীপ কুমার মান্না গত ২ মে।

আদালত সূত্রে জানা যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালি থানার অন্তর্গত সাতগাছিয়া গ্রামের বাসিন্দা নিতাই দাস পাঁজার সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে প্রায়ই বোন বিশাখা পাঁজার সঙ্গে বিবাদ হতো। ২০১৩ সালে এক ঝড়জলের সন্ধ্যায় ওই বিবাদের জেরে দাদা বোনকে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক পেটায়। বাড়ির লোক বোনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে বিশাখা পাঁজাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এরপর পুলিশ নিতাই দাস পাঁজাকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করে। পরে তদন্ত শেষে আলিপুর আদালতে ধৃতের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ এনে চার্জশিট পেশ করা হয়। এই কেসের আইও ছিলেন তৎকালীন থানার মেজবাবু আতিবুর রহমান। সোমবার সরকারি আইনজীবী শেখ আরেফুল মুর্শেদ সংবাদ মাধ্যমকে জানান, একই রক্তের ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে যেভাবে বোনকে অকালে মরতে হল, তা সমাজকে আলোড়িত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। এই সাজা কিছুটা হলেও সমাজকে একটা বার্তা দিয়ে গেল।

বিবিআইটি কলেজ

কর্মসংস্থানের দিগন্ত খুলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বিবিআইটি কলেজ ২০১৫–১৬ সালে সর্বাধিক প্লেসমেন্ট দিয়ে একটা নজির সৃষ্টি করেছে। ভাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যারা খুঁজছেন, এবং যারা এমবিএ, বিটেক, ডিপ্লোমার পর উচ্চ আয়ের কর্মস্থান চাইছেন তারা অবশ্যই বজবজের সন্নিকটে বিবিআইটি কলেজে আসুন। ক্যাম্পাসের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা স্বাচ্ছন্দবোধ করেন। কলেজের নিয়মশৃঙ্খলা, বিভিন্ন খেলাধুলোর সবুজ মাঠ, সংস্কৃতি চর্চা ও সেমিনারে বাতানুকুল সভাকক্ষ, উচ্চ মানের ক্যান্টিন, সর্বোপরি নিয়মিত ক্লাস, অতিরিক্ত ক্লাস বিবিআইটি কলেজকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। এখানে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা করছেন, শিক্ষান্তে তাদের নামিদামি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের কোম্পানিতে নিশ্চিৎ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৫–১৬ সালে প্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে বিবিআইটি সারা রাজ্যের মধ্যে সর্বাধিক প্লেসমেন্ট দিয়ে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। টাটা, ভিডিওকন, এভারেষ্ট, ইনফোসিস, ড্যানিয়েল, মাহিন্দ্রা, উইপ্রো, অম্বুজা সিমেন্ট, বিড়লা গ্রুপের মতো কোম্পানিতে বিবিআইটি কলেজ থেকে ছাত্রছাত্রীরা কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে।

বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন, বিবিআইটি কলেজ, বজবজ, কলকাতা–১৩৭

মোবাইল–8420123333

আগুনে পুড়ে মৃত যুবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : খাবার কিনতে গিয়ে আগুনে পুড়ে মারা গেল এক যুবতী। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার দমদম ক্যান্টনমেন্টের নতুন বাজার এলাকায় একটি খাবারের দোকানে। মঙ্গলবার রাতে ন'টা কুড়ি নাগাদ ওই যুবতী চাউমিন কিনতে গেলে দোকানের গ্যাস সিলিন্ডারটি আচমকা ফেটে গেলে দোকানটি পুরোপুরি আগুনের কবলে চলে যায়। এমনকি আগুনের লেলিহান শিখা দোকান সহ আশপাশের দু একটি বাড়িকেও গ্রাস করে নেয় বলে জানা যায়। সেই সময়ে মেয়েটি নিজেকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাতে পাশের একটি বাড়িতে আশ্রয় নিলে আগুন সেই বাড়িটিকেও গ্রাস করে ফেলে। ফলে একসময় মেয়েটি ঘরে আটকে পড়ে আগুনে পুড়েই মারা যায়। ঘটনার খবর পেয়ে দমকলের আটটি ইঞ্জিন এসে একঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিভিয়ে ফেলে বলে জানা যায়। মৃতদেহটি পুলিশ মর্গে পাঠায় তদন্ত করার জন্য।

প্রচন্ড গরমে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজনৈতিক তাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েই চলেছে গরমের দাপাদাপি। ওষ্ঠাগত প্রাণ রাজ্যের মানুষজনের। তবে এরই মধ্যে কিছুটা আশার আলো শুনিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা। উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গে দু তিনদিনের মধ্যেই বৃষ্টির পূর্বাভাস লক্ষ্য করেছেন আবহাওয়াবিদরা। এরই মধ্যে হাওড়ার আমতায় উত্তর মান্দিরিরা গ্রামে প্রচন্ড গরমে মারা যান বাসিন্দা বছর চল্লিশের স্বরূপ সাঁতরা। পেশায় কৃষক স্বরূপবাবু মাঠে চাষ করতে করতেই গরমের হার্ট অ্যাটাক হয়ে প্রাণ হারান বলে জানা যায়।

প্রচন্ড গরমে দেদার বিকোচ্ছে কলসি, হাতপাখা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ইলামবাজার, (বীরভূম) : বীরভূমে জলের অভাবে বন্ধ বহু দোকান, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। জলের অভাবে এই গরমে নিয়মিত স্নান করা যাচ্ছে না । প্রতিবাদে পথ অবরোধ করা হয়। তীব্র গরমে দেদার বিকোচ্ছে কলসি, হাতপাখা, এসি মেশিন। রাজগ্রাম, লক্ষ্মীনারায়ণপুর, নামখই, বালিজুড়ি, পারশুন্ডি, বাবুইজোড়, রাজনগর, সাঁইথিয়া, কাঁইজুলি, মুরারই, মহম্মদবাজার, খয়রাশোল, ইলামবাজার এলাকায় জলসঙ্কট তীব্র। সর্বোপরি তীব্র জল সঙ্কট ইলামবাজারে জঙ্গলমহল এলাকায়। টিউওয়েলে জল উঠছে না। আমখই গ্রামে ১৫০ লোকের বসবাস। জামবুনি, খয়েরডাঙা গ্রামে প্রচণ্ড দাবদাহ। তিন গ্রামের একমাত্র অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র জলের অভাবে অঘোষিত ছুটি। চার কিমি দূরে দ্বারন্দা গ্রাম থেকে জল আনতে হয়। গরমের জন্য ২৭ এপ্রিল থেকে ৪ জুন পর্যন্ত সকাল ৬টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত 'মর্নিং কোর্ট' সিউড়ি আদালতে। ২৭ এপ্রিল রাজগ্রাম–বোলপুর পথ অবরোধ করে জল ও বিদ্যুতের দাবিতে গ্রামবাসীরা। রাজনগরের গ্রামগুলিতে তীব্র জলকষ্ট। রাজনগর ব্লকের অন্তর্গত ২৩টি গ্রাম। মুরগাবনী জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে আদিবাসী অধ্যুষিত আমখই, জামবুনি ও খয়েরডাঙা গ্রাম। মোট পাঁচটি পুকুরের জল শুকিয়ে গিয়েছে। তিন গ্রামের প্রায় ৩৫০ আদিবাসী বাসিন্দা থাকে। রান্না, খাওয়ার পর প্রায় চার কিমি দূরের দ্বারন্দা গ্রাম থেকে আনতে হয়। জলের অভাবে রোজ স্নান করে না এই তিন গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রামের বাইরে একটি মাত্র সাবমার্সিবল থেকে জল ব্যবহার করে। বিদ্যুৎ না থাকলে ঘন্টার পর ঘন্টা সাব মার্সিবল বন্ধ থাকে। রাজনগরে তীব্র জলকষ্ট। গরমে রাজনগর, চিনপাই হাটে দেদার বিকোচ্ছে হাতপাখা, মাটির কলসি। জলের অভাবে মরছে অ্যাকোরিয়ামের মাছ। ১ মে চিনপাইয়ে দুপুরে হয় কালবৈশাখী সঙ্গী লোডশেডিং। ২৯ এপ্রিল বন্যপ্রাণী বাঁচানোর জন্য প্রচারপত্র বিলি করা হয়। ৩০ এপ্রিল দুবরাজপুর সংহতি ক্লাবের উদ্যোগে জলসত্র। ২৯এপ্রিল আদুরিয়া গ্রামে পথচারীদের বুট, ছোলা, গুড়, বাতাসা দেওয়া হয়। ২৭ এপ্রিল শিমূলডিহি গ্রামে ভষ্মীভূত একটি বাড়ি। ১ মে রবিবার দুপুরে সাপের কামড়ে মারা যায় গণেশপুর গ্রামের নমিতা গড়াই। ২৯ এপ্রিল সিউড়ি সদর হাসপাতালে রক্তদান করে স্বাস্থ্যকর্মীরা। ২৬ এপ্রিল আগড় গ্রামে মনসা পুজো হয়। ২৪ এপ্রিল পেঁচালিয়া গ্রামে ভষ্মীভূত খড়ের পালুই। ওই দিনই আজরিয়া গ্রামে পথচারীদের জলযোগের আয়োজন করেছিল। ব্রাহ্মণপাড়ার অশ্বত্থ গাছের তলায়। সাঁইথিয়া বাসস্ট্যান্ডের জল সঙ্কট তীব্র। তীব্র জলকষ্ট মহম্মদ বাসস্ট্যান্ডে। প্রায় পাঁচশো পরিবারের বাস কাঁইডবুলি মুসলিম পাড়ায় তীব্র জলকষ্ট। হোসেননগর গ্রামে তীব্র জলকষ্ট। রাজগ্রামে ২০–৩০ টাকা টিন প্রতি জল বিক্রি হচ্ছে। রাজগ্রামে জলের অভাবে বন্ধ বহু দোকান।

জেলায় আক্রান্ত শাসক দল

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : রবিবার রাতে বাড়ি ফেরার সময় বেশ কয়েকজন কংগ্রেস সিপিএমের জোটের আশ্রিত দুষ্কৃতী এক তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মীকে বেধড়ক মারধর করে। জখম তৃণমূল কর্মীর নাম অভিষেক দাস। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার দিঘীর পাড়ের হসপিটাল মোড় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে দিঘীর পাড় অঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দা অভিষেক দাস তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী। গত ৩০ এপ্রিল ভোট গ্রহণের দিন ১৪১ নম্বর বুথের তৃণমূল ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিল। এদিন ক্যানিং বাজার থেকে অভিষেক দাস বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎই জোটের আশ্রিত বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী তার উপর চড়াও হয়। গুরুতর জখম হয়ে সে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ১৩৮ ক্যানিং পশ্চিম (এসসি) কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী শ্যামল মণ্ডল বলেন অভিষেক দাস তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী। সে ১৪১ বুথের তৃণমূলের ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিল। জোটের আশ্রিত দুষ্কৃতীদের আক্রমণে গুরুতর জখম হয়। সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আসলে সিপিএম–কংগ্রেসের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। তাই পরিকল্পিত ভাবে এমন ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। পুলিশ জানান বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতীর আক্রমণে একজন জখম হয়। এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে।

অন্য দিকে সোমবার বেশ কয়েকজন সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতী লাঠি, রড দিয়ে এক তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মীকে বেধড়ক মারধর করে। জখম তৃণমূল কর্মীর নাম আনন্দ ভঞ্জ। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা থানার শ্রীধরনগর রাখালপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে শ্রীধরনগর রাখালপুর গ্রামের বাসিন্দা আনন্দ ভঞ্জ। তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী। এবারের নির্বাচনে আনন্দ ভঞ্জর দলের হয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এদিন রাতে সিপিএমের আশ্রিত বেশ কিছু দুষ্কৃতী হঠাৎই তার বাড়ি ঢুকে লাঠি, রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করে আনন্দ ভঞ্জকে। স্থানীয় মানুষজন বিষয়টি দেখতে পেয়ে এলে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। জখম আনন্দ ভঞ্জকে মাধবনগর গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন। এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে ৩ জনকে গ্রেফতার করে।

পাথরপ্রতিমা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী সমীর জানা বলেন তৃণমূল করার অপরাধে সিপিএমের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী আনন্দ ভঞ্জকে লাঠি,রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। আসলে সিপিএম কংগ্রেসের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। তাই পরিকল্পিতভাবে এমন ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পুলিশ জানান বেশ কয়েকজন এক ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধর করে। জখম ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে পুলিশ ৩ জনকে গ্রেফতার করে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে।

জেলার বিধানসভাগুলিতে নির্বিঘ্নে ভোট

বিশ্বজিৎ পাল

শনিবার কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া নির্বিঘ্নে ভোট শেষ হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার ৩১টি আসনে। বিকাল ৩টা পর্যন্ত জেলার ভোটের হার ৭৩.১৯ শতাংশ। ১২৮ বাসন্তী (এসসি) বিধানসভা কেন্দ্রের ভাঙনখালি ৭৮, ৭৯, ৮০ বুথ এলাকায় তৃণমূল আরএসপি–র মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধলে উভয় পক্ষের ৭ জন জখম হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই কেন্দ্রের কাঠালবেড়িয়া এলাকায় সিআরপিএফ বাহিনী ও পুলিশ অবৈধ জমায়েত হটানোর জন্য লাঠি চার্জ করে। লাঠির ঘায়ে ২ জন জখম হয়। উত্তেজিত গ্রামবাসীরা সিআরপিএফ বাস ভাঙচুর করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ২ রাউন্ড গুলি ছোড়ে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। তবে পুলিশের গুলি ছোড়ার বিষয়ে অভিযোগ সত্য নয় বলে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

এই কেন্দ্রের ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৭০ বুথের বাইরে বে–আইনি জমায়েতের অভিযোগ ওঠে। ১৪২ মগরাহাট পশ্চিমকেন্দ্রে ২১১ নম্বর বুথ এলাকায় ২৮ জন ভোটার ভোট দিতে পারেনি এমনই অভিযোগ তুললেন এই এলাকার ভোটার প্রবীর নস্কর।

তিনি বলেন আমার ২৮ জন সদস্য ভোট দিতে পারেননি এবং তৃণমূলেরা ভোট দিতে দেয়নি। তৃণমূল থেকে এ বিষয়ে মিথ্যা অভিযোগ বলে জানান। ১৩৪ রায়দিঘি কেন্দ্রে খাড়ি এলাকায় দুষ্কৃতীদের আক্রমণে ১ জন জখম হয়। জখম ব্যক্তি রায়দিঘি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। ১২৭ গোসাবা (এসসি), ১৩৮ ক্যানিং পশ্চিম (এফসি), ১৩৯ ক্যানিং পূর্ব। ১৩৩ কুলপি, ১৩৫ মন্দিরবাজার, ১৩০ পাথরপ্রতিমা, ১৩১ কাকদ্বীপ, ১৪১ মগরাহাট পূর্ব, ১৪৩ ডায়মন্ডহারবার সহ অন্যান্য বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে নির্বিঘ্নে ভোট হয়। তবে এবারের নির্বাচনে বেশিরভাগ বুথে সকালে ছিল ভোটারদের লম্বা লাইন। ১৩১ কাকদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রের বাপুজি গ্রাম পঞ্চায়েত বুথে মহিলাদের লাইন ছিল চোখে পড়ার মতো।

এমনকি এই কেন্দ্রের মৃদ্দেপাড়া এলাকায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতা ছিল তুঙ্গে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া এই জেলায় ভোট শেষ হয়েছে নির্বিঘ্নে। বিকাল ৩টে পর্যন্ত ভোটের হার ছিল ৭৩.১৯ শতাংশ। এই জেলার ভোটার সংখ্যা ৭১, ৯২, ৪৬৪'এর মধ্যে মহিলা ভোটার সংখ্যা ১৩২। মোট ভোট কেন্দ্র ৮,৩২৪ মহিলা ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ২৯৮।

ভবিষ্যতের চিন্তায় চাপা টেনশনে ফুঁসছে বাংলা

সুজয় সাধুখাঁ

ভোটের লগ্ন শেষ, আর ১২ দিনের অপেক্ষা তারপর ভোটযুদ্ধের ফলাফল যা পশ্চিমবাংলার মানুষরা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে দিন গুনছেন, মানে সোজা কথায় চাপা টেনশন মনে ফুসছে গোটা বাংলার মানুষ। তবে শুধু সাধারণ মানুষের কথা বললে ভুল হবে এর থেকে ঢের বেশি শিরে সংক্রান্তির মত অবস্থা শাসক থেকে বিরোধী দলের নেতা মন্ত্রীদের। ৩০ এপ্রিল ভোট শান্তিতে মিটেছে কলকাতায়। কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে রাজ্য পুলিশের নিরপেক্ষ কাজ দেখে সবাই খুশি। কিন্তু মমতা এবং তার নেতামন্ত্রীরা বেজায় অখুশি কারণ, মমতা নিজের পুলিশদের কাজ দেখে বাহবা না দিয়ে আগামী দিনে ফল ভুগতে হবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন। যা নিয়ে রাজ্য রাজনীতি এখন উত্তাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেন এমন মন্তব্য নেত্রীর? তাহলে কি ছাপ্পা, রিগিং হয়নি বলেই এমন মন্তব্য মমতার? উঠছে প্রশ্নও।

তার পাশাপাশি যত ভোটের ফলাফলের দিন এগোচ্ছে নেত্রীর ভাষণে ততই কটাক্ষের সুর চড়ছে কখনও বলছেন 'আমাকে একটা চড় মারুন কিন্তু আমাকে চোর বলবেন না।' আবার কখনও বলছেন আমাদের নেতামন্ত্রীরা ভুল করলে আপনাদের বাড়ি বাসন মেজে দিয়ে আসবে।' ফলে অনেক সাধারণ মানুষের মুখেই এখন বলতে শোনা যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এমন কথা শুনব কখনও ভাবিনি।

যাইহোক আপনারা কি ১৯ তারিখের আগে এগজিট পোলের ফলাফল শুনতে চান? তাহলে একটু কষ্ট করে পাড়ার চায়ের দোকানগুলিতে হাজির হন। কারণ, পালদা, দত্তদা অথবা রামুদার মুখেই শুনতে পাবেন ভোটের আগাম ফলাফল। কারও মতে জোটই গতি পাতবে বাংলায়, আবার কারও মুখে শোনা যাচ্ছে মসনদে থাকছেন মমতাই, কেউ বা আবার বলছেন বিজেপিকে যদি একবার সুযোগ দেওয়া হত। একটা কথার সঙ্গে অন্য কথার এক লক্ষ মাইলের ফারাক। সাধারণ মানুষরা বুঝতে পারছেন এবারের ভোটের ফলাফল কি হবে। ট্রামে বাসে অফিস ফেরত যাত্রীদের মুখে ফিসফিসানি গল্প, কলেজ পড়ুয়াদের মুখেও একই কথা ঘুরছে। ভোটের ফলাপল আঁচ করতে না পেরে নিজেদের মধ্যেই যুক্তি তক্কে জড়িয়ে পড়ছেন তৃণমূলের নিচু তলার কর্মীরা।

কারও মুখে শোনা যাচ্ছে সেই সিন্ডিকেট গল্প মানে অনেক এলাকায় তো তৃণমূলের কর্মীরা এই সিন্ডিকেট রাজের রমরমা বাজার করেছে যদি বাম কংগ্রেসের জোট

ক্ষমতায় আসে তাহলে তো সব ব্যবসাই নষ্ট হবে সেই আতঙ্কে ভুগছে তৃণমূল কর্মীরা।

ভোটের ফল কী হবে বুঝতে পারছেন কি নেতাবাবুরা? ভোট শান্তিতে হয়েছে নাকি অশান্তিতে এটা বলতেও হেভিওয়েট নেতারা এখন দুবার ভাবছেন। শান্তিতে ভোট হলে যদি হেরে যাই, আবার অশান্তিতে হলে তো ছাপ্পা ভালই পড়েছে তাহলে তো আমরাই জিতব। ভোট কেমন পড়ল বুঝতে না পেরে সব নেতারাই জোর গলায় বলছেন আমরাই জিতব। হয়তো কিছুটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন বটে নেতারা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সেই চাপা টেনশন জিতব তো? তাই হিসাব যেন কিছুতেই মেলাতে পারছেন না মন্ত্রীরা। অন্যদিকে মমতা তো আগেই বলেছেন আমি ২৯০টি আসনে জিতব, আবার বিরোধী দলনেতা সূর্যবাবু তিনি তো প্রতিনিয়ত মানুষের জোটকে সামনে রেখে দুশোর বেশি আসন পাব বলে আশা করছেন। আর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবু তো অনেক আগে থেকে তৃণমূল হঠানোর ডাক দিয়েছেন তার চোখে মুখেও আগাম জেতার স্বস্তির ছাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এই চরম পরিস্থিতি বাংলার আগে কখনও কি মানুষ দেখেছিল? মনে হয় না। এখন ভোটের কৌতূহল চরমে উঠেছে। শোনা যাচ্ছে অনেক প্রার্থীরাই নাকি ভোটের ফলাফল আঁচ করতে না পেরে রক্তচাপ ও শর্করা দ্রুত গতিতে বাড়ছে। এদিকে ফেসবুক ও ওয়াটসঅ্যাপে জোট করে আগাম ভোটবিশ্লেষকরা মাধুরী শিশিরে রচনা করছেন ভোটের ফলাফল। যা মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে পড়ে মানুষের মধ্যে। এবং বেশির ভাগ এই খবর শোনা যাচ্ছে কলেজ ছাত্রছাত্রীদের মুখে।

শাসকদল যেভাবে গদি দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে তাতে করে সাধারণ মানুষের মন ঘুরতে বেশি সময় লাগবে না বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এখন নেত্রীর চোখে মুখে শুধুই টেনশনের ছাপ। দ্বিতীয়বারের জন্য নবান্নের দখল যদি ফিরে না পাই। এদিকে কিছু সংবাদমাধ্যম বেশ কিছুদিন ধরেই জোরকদমে জনমত সমীক্ষা চালিয়েছে। সেখানে মার্চ ২০১৬ তত্ত্ব অনুযায়ী তৃণমূল সরকারকেই এগিয়ে রেখেছে সমীক্ষা। কিন্তু এপ্রিল ২০১৬তে উঠে এল নয়া তত্ত্ব সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাম–কংগ্রেসের জোট গদি দখল করবে। একনজরে দেখে নিন সেই তালিকাটি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ১৯ মে তেই আমার আপনার জল্পনার অবসান ঘটবে। তাও সমীক্ষায় চোখ রাখলে ক্ষতি কিসের।

চুলও বাঁধেন, ভোটও করেন

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র সাতগাছিয়া। একদা এখান থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন রাজ্যের রেকর্ড সময়ের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। বর্তমানে বিদায়ী বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহর গড় হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছে এই কেন্দ্রটি। এই সাতগাছিয়ার একটি বুথ মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হল এবার। প্রিসাইডিং অফিসার থেকে সাধারণ ভোটকর্মী সকলেই ছিলেন বিভিন্ন বয়সী মহিলা। ভোটের বঙ্গে নিঃসন্দেহে আলাদা রঙ্গ এনে দিয়েছে প্রমীলা বাহিনীর এই ভোট পরিচালনা পর্ব।

ছবি : স্মৃতিলতা বিশ্বাস

শেষ দফার ভোটচিত্র

পিআইবি : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ষষ্ঠ তথা শেষ পর্যায়ে দুই জেলার ২৫টি আসনে ৫ মে ভোটগ্রহণ করা হয়েছে। এই ২৫টি আসনে ভোটদাতার সংখ্যা প্রায় ৫৮ লক্ষ। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের জন্য প্রায় ৬ হাজার ৮০০ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। কোচবিহার জেলার ন'টি আসনে ভোটদাতার সংখ্যা প্রায় ২১ লক্ষ ৫০ হাজার। অন্যদিকে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১৬টি আসনে ভোটদাতা রয়েছেন প্রায় ৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার।

কোচবিহার জেলার দিনহাটা আসনে সবথেকে বেশি প্রায় ২ লক্ষ ৭৩ হাজার ভোটদাতা রয়েছেন। এই জেলারই মেখলিগঞ্জ আসনে ভোটদাতার সংখ্যা সবথেকে কম ২ লক্ষ ২ হাজারের কিছু বেশি।

এই পর্যায়ের ভোটে সবথেকে বেশি ৩০৬টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে কোচবিহারের দিনহাটা আসনে। অন্যদিকে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরি কেন্দ্রে সবচেয়ে কম ২৪৪টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

কোচবিহারের এবারের নির্বাচনে সামিল হয়েছিলেন ছিটমহলবাসীরাও। বস্তুত দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তার পর কেন্দ্র ও রাজ্যের উদ্যোগে এখানকার মানুষ ভারতবর্ষের আওতায় এসেছে। ফলে প্রথম সুযোগেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে রীতিমতো স্বতস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বাংলাদেশ সংলগ্ন এই অঞ্চলে। চোখে পড়েছে মহিলা ভোটার থেকে যুবক এমনকী বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদেরও। অপরদিকে কোচবিহার জেলার এবারের নির্বাচনে বিতর্ক দানা বেঁধেছে শাসক দলের দুই হেভিওয়েট নেতাকে ঘিরে। নিজের দলের কর্মীকে চড় মেরে যেমন খবর হয়েছেন জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ তেমনই বুথের ভেতরে ঢুকে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত কমল গুহর পুত্র উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে। বলাবাহুল্য ইতিমধ্যেই লাল জার্সি বদল করে সবুজ হয়েছেন উদয়নবাবু।

ভোটের কালির রকমারি

মলয় সুর

১৯৬২ সালে দেশের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে প্রথম ব্যবহার হয় ভোটের কালি, যার পোশাকি নাম 'ইনডেলিবল ইংক'। এই কালির একমাত্র প্রস্তুতকারক 'মাইসোর পেন্টস অ্যান্ড ভার্নিশ লিমিটেড'। এই কারখানার প্রতিষ্ঠাতা শিল্পোদ্যোগী মহীশূরের তখনকার মহারাজা কৃষ্ণ রাজা ওয়াদিওর। এই মহারাজার উদ্যোগেই পরবর্তীকালে তৈরি হয় আরও দুই কোম্পানি কর্নাটক সোপস অ্যান্ড ডিটারজেন্টস যার বিখ্যাত প্রোডাক্ট 'মাইসোর স্যান্ডেল সোপ' এবং কর্নাটিকা সিল্ক ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন যার বিখ্যাত মাইসোর সিল্ক শাড়ি আজও বাজারে প্রশংসনীয়। তখন এই কারখানাটির নাম ছিল 'মাইসোর লাক ফ্যাক্টরি'। ১৯৪৭ সালে কর্নাটক সরকার অধিগ্রহণ করে এবং ১৯৮৯ সালে সংস্থাটি বর্তমান নামে রূপান্তরিত হয়। এখানে বর্তমানে ১০০ জনের বেশি কর্মী কাজ করেন। এখন এটি একটি পাবলিক সেক্টর কোম্পানি। সব থেকে বেশি লাভ হয় ভোটের কালি বিক্রি করে। শুধু আমাদের দেশে নয় এই কালি বিদেশেও রপ্তানি হয়। যেমন সিঙ্গাপুর ও আফগানিস্তানে। এক এক দেশে এই কালির ব্যবহার এক একরকম। আমাদের দেশে কাঠি দিয়ে আঙ্গুলে যেমন একটা লম্বা দাগ দেওয়া হয়। কাম্বোডিয়ায় আঙুলের উপরভাগ কালিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। আবার আফ্রিকায় ব্রাশ ব্যবহার করা হয়। টার্কিতে নজল থেকে কালির ফোঁটা ফেলা হয় আবার আফগানিস্তানে মার্কার পেন ব্যবহার শুরু হয়েছে। ভোটের দিনই সেলিব্রেটিরা ভোট কালির দাগ দেখিয়ে ছবি তোলেন। সুতরাং এই কালির দাগ মোছা অত সহজ নয়। এটা একটা রসায়নের দ্বারা তৈরি উপাদান। যা মানুষের ভোট দানের অধিকারকে প্রতিফলিত করে।

বিক্ষিপ্ত অশান্তি ছাড়া মানুষের লম্বা লাইন হুগলির শিল্পাঞ্চলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ভাবেই ভোট মিটল হুগলিতে। ১৮টি বিধানসভা কেন্দ্রে সকাল থেকেই রোদ উপেক্ষা করে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। চাঁপদানি বিধানসভা কেন্দ্রের ২২৯ নম্বর বুথে ভোট দিতে যান কংগ্রেসের প্রবীন নেতা আব্দুল মান্নান। ইভিএম বিকল হয়ে পড়ায় প্রায় দেড় ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। চাঁপদানি বিধানসভার অন্তর্গত শ্রীরামপুর পুরসভার মল্লিকপাড়া বুথের কাছে তৃণমূলের বুথ ক্যাম্প। সেখানে বীরভূমের তৃণমূল প্রার্থী অনুব্রত মন্ডলের মতো গুড় বাতাসা জল খাওয়ানো হচ্ছিল ভোটারদের। কিন্তু সাংবাদিকরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জাওয়ানদের অভিযোগ করতে কিছুক্ষণ বাদেই গুটিয়ে গেল গুড় বাতাসা জলের তৃণমূল বুথ ক্যাম্প। শ্রীরামপুর বেল্টিং বাজারের পাশে তারাপুকুর অঞ্চলে শ্রমিক কল্যাণকেন্দ্র

বুথ। কংগ্রেস প্রার্থী আব্দুল মান্নান পৌঁছলেন। সেখানে মান্নান সাহেবকে কটুক্তি করলেন তৃণমূল কর্মীরা। এমন কি তাঁর সঙ্গে থাকা সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে ও বিভিন্ন ভঙ্গিমায় গালিগালাজ চলল। কিন্তু মানুষ ভোট দিলেন নির্ভয়ে হুগলি শিল্পাঞ্চলে। বিশেষ করে চাঁপদানি অবাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে একটি বুথও লুঠ করতে পারল না তৃণমূল। পুরোটা চাঁপদানি বিধানসভার দুটো বুথ ছাড়া সব বুথেই ভোট শেষ পর্যন্ত ছিলেন মানুষের জোটের এজেন্টরা। পান্ডুয়ার বৈঁচিতে ৪৩নং বুথে শেষ আসগর আলি নামক এক প্রতিবন্ধী যুবক লাঠিতে ভর করে ভোট দিতে গেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী তাঁর হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ ওঠে। তার আঘাত লাগে। ভর্তি করা হয় পান্ডুয়া গ্রামীন হাসপাতালে। এদিন সকালের দিকে চন্দননগর ১৫১ নম্বর নতুনপাড়া একটি ডাস্টবিনে অজস্র ভোটার স্লিপ পাওয়া গিয়েছে সেখানে উপস্থিত হন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিক ও পুলিশ বাহিনী। উত্তরপাড়া বিধানসভার ২২৯ নম্বর বুথ কোন্নগর অন্ধ বিদ্যাপীঠে সিপিএম এজেন্ট প্রদীপ দাসকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ঢুকতে বাঁধা দেওয়া হয় বলে সিপিএম প্রার্থী শ্রুতিনাথ গ্রহরাজ নির্বাচন আধিকারিকের কাছে অভিযোগ করেন। প্রায় আড়াই ঘন্টা পরে তিনি আবার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারেন। অন্যদিকে, পুরশুড়ার কোটাল পাড়ায় এক নবদম্পতি বুথকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিলেন। বিয়ের পর এদিন শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে স্বামীর সঙ্গে ভোট দিতে যান পূজা মাইতি।

সূর্যের বর্ণালী ছটায় ভোট পরিক্রমা

পার্থসারথি গুহ

গত ৩০ এপ্রিল, ২০১৬ কলকাতা দক্ষিণ, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) ও হুগলির ৫৩টি কেন্দ্রে ভোট পর্ব শেষ হল। যথারীতি কলকাতার বিভিন্ন কেন্দ্রে এবং তৎসহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার

কতগুলি শহর লাগোয়া অঞ্চল পরিক্রমা করে এক অভূতপূর্ব অনুভূতির সম্মুখীন হলাম আমি এবং আমার সহ সাংবাদিক প্রিয়ম গুহ। যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্বের প্রায় পাঁচ বছরে বনধ নামক বস্তুটিকে মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেটাই আবার ফিরে এল রাজকীয় মেজাজে। নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং কলকাতা পুলিশ ও জেলা পুলিশের চূড়ান্ত সতর্কতায় নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় মতদান সম্পূর্ণ হল এই ৫৩ কেন্দ্রে। যা রীতিমতো অন্য আস্বাদনের মাত্রা এনে দিল আমাদের মধ্যে। বস্তুত, যে ভাবে দোকানপাট থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট খাঁ খাঁ করছিল তা অতীতের যে কোনও বাংলা বনধের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে যাবে। শোনা গিয়েছিল শাসকদল নাকি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বশে আনার জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু ভোটের দিন সেনা জওয়ানদের রণমুখী মেজাজ দেখে প্রথম থেকেই ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল শাসকের বীরপুঙ্গবরা। বুথের ভিতর ঘাসফুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অনেক বন্ধু এজেন্টের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম কথায় কথায় নাকি গুলি চালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছিল এই জওয়ানরা। তাছাড়া পুলিশের হাবভাবেও ছিল কড়া অভিভাবকের শাসানি। সব মিলিয়ে কেমন যেন 'ঘেঁটে ঘ' হয়ে গেল তৃণমূল বিগ্রেডের প্ল্যান প্রোগ্রাম। ভোট কভারেজ করতে গিয়ে আমরা কসবা বিধানসভা থেকে যে পরিক্রমা শুরু করেছিলাম তার অশ্বমেধের ঘোড়া থেমেছিল ভবানীপুরে গিয়ে। মাঝখানে 'হল্ট স্টেশন' হিসেবে পাড়ি দিয়েছি যাদবপুর, টালিগঞ্জ, বেহালা পূর্ব ও পশ্চিম এবং রাসবিহারী কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে। সর্বত্রই সেই স্তব্ধতার চিত্র চোখে পড়েছে। গন্ডগোলের লেশ মাত্র নজরে আসেনি।

যদিও এরই মধ্যে কানে আসছিল যাদবপুর বা বন্দরের কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্ত ঝামেলার খবর। সেই খবরে অবশ্য দম ছিল না সেভাবে। মানে গাড়ি ঘুরিয়ে যদি সেই নির্দিষ্ট বুথে যাওয়াও হত তাহলে ভাগ্যে জুটত লবডঙ্কা। কারণ চকিতের মধ্যেই এইসব গন্ডগোল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। সর্বোপরি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশের নেটওয়ার্ক ছিল সুদৃঢ়।

বেলা ১২টা বাজার খানিক পরে তখন আমরা ভোট রঙ্গ দেখতে ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে পৌঁছেছি হঠাৎ চোখে পড়ল সাধারণ মানুষ ভোটের জারিজুরি ভুলে ঠায় আকাশের দিকে চেয়ে আছে। এমন কি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ও পুলিশদেরও দেখা গেল গগনমুখী হতে। কেউ কেউ আবার কেতা করে সানগ্লাসের আড়াল থেকে সূর্যপানে চেয়েছিল। গাড়ি দাঁড় করিয়ে কৌতুহলের স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের চক্ষুও আকাশমুখী হল। কি আশ্চর্য! গনগনে তাপ ছড়ানো সূর্যদেব কেমন যেন সাতরঙা গোলকে বেষ্টিত হয়ে রয়েছেন। ওমা! কি সুন্দর লাগছে অদ্ভুতভাবে প্রথম থেকেই সূর্যদেব তাপ ছড়ানোয় বিমুখ ছিলেন। ভোটারদের, বিশেষ করে এই ৫৩ কেন্দ্রের মানুষের কথা ভেবেই তিনি অনেকটাই নিষ্প্রভ হয়েছিলেন। ফলে যে সব মানুষ সকাল সকাল ভোট দেওয়ার প্ল্যানিং করেছিলেন তাদের সেই পরিকল্পনা মাঠে মারা যায়। অনেক বুদ্ধিমান ফাঁকতালে বেলা গড়ালে ভোট দিতে যান এমন এমন বুথে যেখানে তিনি হয়তো ১ নম্বর কিংবা ২ নম্বর। ফলে সকালে যারা কাজ হাসিল করবেন ভেবেছিলেন তাদের বরং বেশি গলদঘর্ম হতে হয়েছে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে। ফিরে আসি সেই সূর্য প্রসঙ্গে। সূর্যকে ঘিরে এই রামধনু রিংয়ের কত রকম ব্যাখ্যা হয়েছে সোশ্যাল সাইট গুলোতে তা এহেন লীলাকে মর্তে তথা বাংলায় সূর্যর সরকার গঠনের ইঙ্গিত বলে মনে করছেন।

আপাদমস্তক নাস্তিক সূর্যকান্ত মিশ্র নিজে কতটা সূর্যদেবে ভরসা করছেন তার জবাব দেবে ভবিষ্যৎই। তবে প্রাকৃতিক এবং রাজনৈতিক দুই সূর্য এদিন কার্যত মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ভবানীপুরে ভোট মোহনা শেষ করে 'প্যাক–আপ'–এর সময় খুঁজেছিলাম সূর্যের মাঝারে চন্দ্রিমাকে। না, বিদায়ী মমতা মন্ত্রিসভার আইন এবং স্বাস্থ্য দফতরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য নয়। দূরবীণে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি খুঁজে বেড়াচ্ছিল এই কেন্দ্রের অপর মেগা প্রার্থী বিজেপির চন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্রকুমার বসুকে। কে জানে

না ওই গরম ছড়ানোর কারিগরকে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নিতে হবে ওইদিন অর্থাৎ ৩০ এপ্রিল না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। বামপন্থী এবং কংপন্থীরা (দিদির ভাষায় যারা 'কংরেড') সূর্যদেবের সূর্যের বর্ণালী ছটায় তিনি হয়ত মুখ লুকিয়েছিলেন এদিন।

ছবি : বিজন দাস রায়, প্রিয়ম গুহ

মাঙ্গলিকী

তপন করের তিনটি মা

জয়িতা কুন্ডু

তপন করের তিনটি মা-কে এবার দেখা যাবে কলকাতার এক প্রদর্শনীতে। তেল রঙে আঁকা তিন ফুট বাই চার ফুট আকারের ছবিগুলির মধ্যে 'রান্নাঘরে মা' ছবিটি আঁকা হয়েছিল ২০০৪ সালে। কলকাতার বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ২০১১-র জুনে অনুষ্ঠিত তপন করের একক প্রদর্শনীতে ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছিল। লাল, সাদা আর কালোর দুর্দান্ত কম্পোজিশন তীব্র অভিঘাত সৃষ্টিকারী এই ছবিটি ২০০৮-এ পুণের এক প্রদর্শনীতেও প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এবার আরও নতুন দুজন মাকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচ বছর পর আবার এই 'রান্নাঘরে মা' প্রদর্শিত হতে চলেছে। নতুন এই দুই মা হলেন 'স্নেহময়ী জননী' ও 'মা ও ছেলে'। নতুন মায়ের মধ্যে দ্বিতীয় মায়ের জন্ম ২০১৪ সালের প্রথমার্ধে হায়দ্রাবাদের একটি ফ্ল্যাটবাড়িতে। কিন্তু ২০১৬য় এসে শিল্পী এই দ্বিতীয় মাকে ঘষামাজা করে রঙ ও অলংকরণে কিছুটা পরিবর্তন আনলেন। কি ও কতটা পরিবর্তন হল দেখতে হলে আপনাকে আসতে হবে ৬ মে থেকে ১২ মে কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের প্রদর্শনী কক্ষে। ওখানে আগের ছবিটির প্রিন্ট দেখা যাবে বর্তমানটির সঙ্গে। তৃতীয় মা একেবারেই নতুন। সাদা-মাটা ধরনের মা ও ছেলে দাঁড়িয়ে থাকা ছবিতে আছে সেই অসাধারণ কম্পোজিশন আর রঙের বিবরণ। এই যৌথ প্রদর্শনীটি প্রতিদিন বেলা ৩টে থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত দর্শকদের জন্য খোলা থাকবে। সঙ্গে দেওয়া হল দ্বিতীয় মায়ের প্রথম সংস্করণের ছবি।

কল্যাণগড়ে বাংলা বর্ষবরণ

অরিন্দম রায়চৌধুরী

প্রতি বছরের মতো এবছরেও বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করল কল্যাণগড় সরস্বতী শিশু মন্দির। ১লা বৈশাখের সকালে অশোকনগর থানার কল্যাণগড় বাজারের নাট মন্দিরের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য মানুষ অনুষ্ঠানে সামিল হন। মায়েদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। উলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনি আর শিশুদের উপস্থিতিতে উৎসবস্থা অন্য মাত্রা পায়।

'১৪২৩ বাংলা বর্ষবরণ' এর শুভ সূচনা করেন সমাজকর্মী গণেশ ভট্টাচার্য। কল্যাণগড় সরস্বতী শিশু মন্দিরে নিজস্ব পত্রিকা 'অর্ঘ্য'র উদ্বোধন করেন ডাঃ শিশির চক্রবর্তী। নাচ-গান-আবৃত্তি পরিবেশন ছাড়াও বর্ষবরণের এই উৎসবে সামিল হয়ে বক্তব্য রাখেন তিন রাজনৈতিক দলের অশোকনগরের তিন প্রার্থী যথাক্রমে তৃণমূল কংগ্রেসের ধীমান রায়, সিপিএমের সত্যসেবী কর এবং বিজেপি দলের তনুজা চক্রবর্তী।

বর্ষবরণের ফলক উদ্বোধন করেন পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার। প্রবোধবাবু বলেন 'কল্যাণগড় সরস্বতী শিশু মন্দির প্রতিবছরই বর্ষবরণ অনুষ্ঠান করে থাকে।' বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর চিরঞ্জীব সরকার, শিক্ষক বাসুদেব চন্দ প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সহ-সভাপতি পাঁচু গোপাল হাজরা ও প্রধান শিক্ষিকা সুমনা দাস।

এই একই দিনে অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডেও অনুষ্ঠিত হয় বাংলা বর্ষবরণ উৎসব। ৪ বৈশাখ সকালে ৬০ ফুট রাস্তার পশ্চিম অংশের অধিবাসীবৃন্দের উদ্যোগে নাচ, গান ও আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। কিশোর শীল, অশোক দে ও বিল্টু শীলের ব্যবস্থাপনায় এই বর্ষবরণ উৎসবে নৃত্য পরিবেশন করেন মিষ্টু শীল, অঙ্কিতা নট্ট। সংগীতে অংশ নেন তমালিকা বিশ্বাস। রবীন্দ্র কবিতার আবৃত্তি পরিবেশন করেন সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা। বক্তব্য রাখেন সমাজসেবী বাসুদেব চন্দ, অমল মল্লিক, বাপ্পা ভট্টাচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন গৌতম দে।

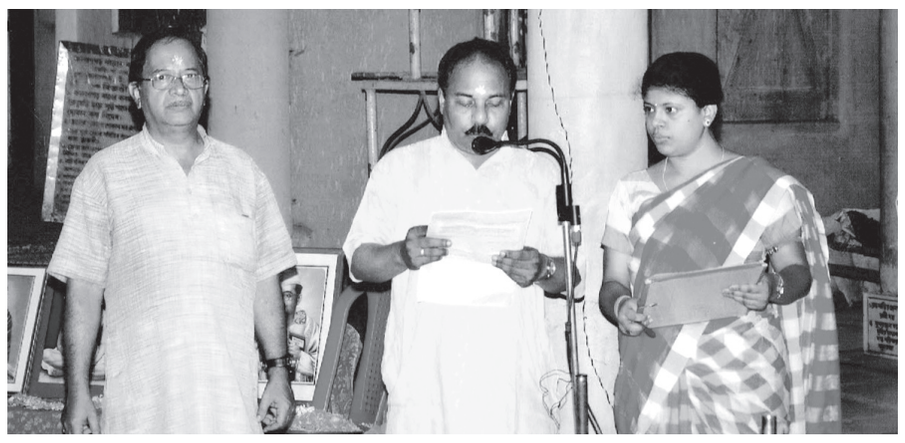

পত্র-পত্রিকার আলোচনা

প্রিয় চিরসাথী

(মাসিক পত্র- সম্পাদক রাজকুমার দাস) পত্রিকাটির জানুয়ারি ২০১৬ ও ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সংখ্যা দুটি একত্রে পৌঁছেছে। জানুয়ারি সংখ্যায় গত বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত ২১ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচিত্র উৎসবের অতি-সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা রয়েছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছায়াছবির পরিচয় থাকলে পাঠক-সন্তুষ্টি হত। টালিগঞ্জের নির্মীয়মান ছায়াছবির খবরাখবর রয়েছে, তবে অনেকগুলি শেষ পর্যন্ত পর্দায় পৌঁছাচ্ছে না, সে বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান কিন্তু জরুরি। টালিগঞ্জে চলচ্চিত্র ও দূরদর্শন শিল্পীদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন ইদানিং লম্বা ছায়া ফেলছে যা এই শিল্পের পক্ষে আদৌ সুখকর নয়, সেসব দিকগুলি সম্পাদক কি এড়িয়ে চলার রাস্তা নিয়েছেন। ২০১৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ১৩৫টি বাংলা ছবির অধিকাংশই ছাপ ফেলতে পারেনি, দর্শকদের কাছে প্রদর্শিত হয়নি বহু ছবি! পত্রিকায় কবিতার জন্যও বিশেষ জায়গা রাখেন সম্পাদক। ফেব্রুয়ারি/মাচ সংখ্যায় অজয় করের উপর নিবন্ধটি পত্রিকার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। প্রথম পাতার অনেকটা জুড়ে সম্পাদক তথা চিত্র পরিচালন রাজকুমার দাসের আগাম ছবির খবরাখবর রয়েছে। উত্তমকুমার শিল্পী-জীবনের শুরুর দিকের লড়াই-এর আন্দাজ পাওয়া যায় মহানায়কের অ-মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির তালিকা থেকে। এমন তথ্যানুসন্ধান খুবই মূল্যবান। দুটি সংখ্যাতেই একটি ছাপার ত্রুটি চোখের পীড়া ঘটিয়েছে— ত-এ র-ফলার বানান ত্র, কিন্তু সর্বত্র সেখানে এ-কার ছাপা হয়েছে। পত্রিকার ঠিকানা – ১০/১, মুলেন স্ট্রিট, পোঃ – এলগিন, কলকাতা-৭০০ ০২০।

অরূপ রতন

চোখ

(মার্চ ২০১৬/সম্পাদক-মানিক দে) বর্তমান সংখ্যাটি বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের প্রতি উৎসর্গীকৃত। বাংলাদেশের জনকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ জানিয়ে কবিতা লিখেছেন ওয়াজেদ আলি, শামসুর রহমান, বিমল গুহ, জসিমুদ্দিন, জয়ন্ত রসিক, কামাল চৌধুরী প্রমুখ। পাশাপাশি প্রবাদপ্রতিম সাহিত্যিক তথা ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন শুদ্ধস্বত্ব বসু, মঙ্গলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবন সরকার, হিরন্ময় মণ্ডল, মিঠু দে। অন্যান্য আরও কবিতার মধ্যে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী-কে প্রশস্তিসূচক কবিতাও ঢুকে পড়েছে। কোনও জীবিত মানুষের প্রশস্তি রচনার ঠাঁই সাহিত্য পত্রিকায় কেন! শাহিনা পারভিনের কবিতায় বাংলার স্নেহ শব্দটি স্নেহা বলে বারংবার ব্যবহার বেশ অস্বস্তিকর, স্নেহা শব্দটি বাংলায় অপ্রচলিত নয় কি। প্রচ্ছদে আরও চিন্তা-ভাবনার সুযোগ ছিল। পত্রিকার ঠিকানা-২৭/এইচ/১৩ গোবরা গোরস্থান রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪৬।

সংস্কৃতিবার্তা

(মার্চ ২০১৬/সম্পাদক ডাঃ সমীর কুমার বেতাল) সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের খবরাখবর ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আগাম খবর নিয়ে এই মাসিক সংবাদপত্রটি বের হচ্ছে অল্প কিছুদিন হল। সাধু প্রয়াস হিন্দমোটরের বইমেলা (১৪-২০/২০/২০১৬), তরুন দল (তারুণ্য পত্রিকা) ক্লাবের অনুষ্ঠিত ভাষা দিবসের (২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৬) প্রভাতী অনুষ্ঠানের কথাও সুচারুভাবে বিধৃত হয়েছে। বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনগুলি তাদের আগামী অনুষ্ঠানের কথা এঁদের জানালে, ভবিষ্যতে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে এই ধরনের পত্রিকা। (ঠিকানা-১৩৩, রাম ঢ্যাং রোড, ভূমিতল, সালকিয়া, হাওড়া-৭১১১০৬।

কচিকাঁচা সবুজসাথী

(পৌষ-ফাল্গুন ১৪২২/সম্পাদক কৃষ্ণা নাহা, দেবাশিস রায়শর্মা, বিধান সাহা)- শিশু-সাহিত্যিক বিমল মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত এই ছোটদের ত্রৈমাসিক কিছুটা বিলম্বে বেরোল, তবে লিটল ম্যাগাজিনের পক্ষে তা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়কো আদৌ। ছোটদের জন্য ভালো ছড়া উপহার দিয়েছেন, সন্ধ্যা ধাড়া, মোহম্মদ আলি বুলবুল, বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, গৌর দত্ত পোদ্দার প্রমুখ। প্রবীণ লেখিকা সুমিত্রা ঘোষের রূপক গল্পটি ভালো কিন্তু শেষে দু-লাইন গল্পের সারমর্ম উল্লেখ করার কি খুব দরকার ছিল, পাঠকদের উপর কি লেখিকার আস্থার অভাব ঘটল! দেবপ্রিয় দে-র গল্পটিতে ভূতের শ্রাদ্ধ করে ছেড়েছেন। নিছক মজার বাইরে একটি বার্তা গেল ছোটদের কাছে যে পিন্ড দানে প্রেতাত্মার মুক্তি ঘটে। এই একবিংশ শতকেও ছোটদের কাছে এই সব সংস্কার (কিংবা কুসংস্কার) পৌঁছানো কেন!

কচি কলম

(পৌষ-ফাল্গুন ১৪২২/সম্পাদক কৃষ্ণা নাহা) এই বার কচিকাঁচা সবুজসাথীর সঙ্গে একই মলাটে প্রকাশিত হল। ছোটদের কলম বেশ পোক্ত হচ্ছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা বড়দেরও ছাপিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। বিমল মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নটি ডানা মেলছে একটু একটু করে। (উভয় পত্রিকার ঠিকানা-৮৯এ, জজবাগান, পোঃ হরিদেবপুর, কলকাতা-৭০০ ০৮২।

মহিলা কথা

(উৎসব ২০১৫ সংখ্যা/প্রধান সম্পাদক-কৃষ্ণা বসু) সম্ভবতঃ এটিই এই ষান্মাষিক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ সংখ্যা। নামকরণেই পরিষ্কার যে মহিলাদের কথা বলার জন্যই এই কথামুখের আবির্ভাব। সেই শর্ত মেনে প্রায় সমস্ত রচনাই মহিলাদের কলম থেকে উৎসারিত হয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি কবিতার পুনর্মুদ্রণ ও ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের নিবন্ধ (মালালা ইউসাফজাই ও ভগিনী নিবেদিতা) দুটিই নারীশক্তির বিজয়ের কথা ঘোষণা করেছে। বেশ কিছু বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজোর ইতিকথার সংযোজন আমাদের অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরায়। কৃষ্ণা বসু, চিত্রা লাহিড়ী, তমালিকা পন্ডা শেঠ, রিন্টা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপা সাহা-র কবিতা দাগ কাটে মনে। লেখা সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে একটি শর্ত দেখা গেল – লেখা প্রকাশিত হলে লেখককে তিনটি কপি কিনে নিতে হবে। লেখা পাঠানোর আগে কথাটা লেখকরা নিশ্চয় স্মরণে রাখবেন। বইটির নির্মাণে বেশ অভিনবত্ব রয়েছে- শেষের আট দশটি রঙিন বিজ্ঞাপন পাতা ছাড়াও ১১২ পাতার মাত্র ৫০টি পাতা পত্রিকার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বাকি ৬২টি পাতায় পাতায় বিজ্ঞাপন আর বিজ্ঞাপন। পত্রিকার ঠিকানা : মহিষাদল, পূর্ব মেদিনপুর-৭২১৬২৮।

শব্দ কিরণ

(বৈশাখী ১৪২৩/সম্পাদক-সমরজিত চক্রবর্তী) – দুর্দান্ত রঙিন প্রচ্ছদ। সহিষ্ণুতা ও অ-সহিষ্ণুতা নিয়ে সময়োপযোগী নিবন্ধ লিখেছেন ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন। পুষ্পা চক্রবর্তী ও পর্ণিয়া চক্রবর্তীর সেকালের জনপদের ইতিহাস যথেষ্ট কৌতুহলোদ্দীপক। বিনয় ভড়ের নববর্ষ নিবন্টটি সুলিখিত। সমরজিতের ধারাবাহিক নিবন্ধটিও (বাকসা) খুব জরুরি কাজ। গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুস শুকুর খান, বিধান সাহা প্রমুখের কবিতা ও মঙ্গল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছড়াটি ভালো লাগে। বেশ ছিমছাম ভাবে সাজানো (একটি পাতায় একটিই কবিতা) পত্রিকাটির ছাপা সুন্দর, তবে অনেকটা কাগজ ফাঁকা থেকে গেল, লিটল ম্যাগাজিন গুলি সাধারণতঃ এতটা বিলাসিতা করে উঠতে পারে না। (পত্রিকার ঠিকানা-গ্রাঃ আদান, পোঃ-জনাই, জেলা-হুগলি- ৭১২২৩০

নব পর্য্যায় ব্যাঙ্গমার আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি '২১শে আইন'-এর মতন ২১ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পী নব পর্য্যায় ব্যঙ্গমার আসরে যোগদান করেন। সম্পাদক ডাঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য সকলকে 'স্বাগত' জানিয়ে ডি.এল. রায়ের পুত্র দিলীপ কুমার রায়র একটি হাসির গান দিয়েই আসর শুরু করলেন। গানটির পিছনের কথাও বললেন, অনেকেই তাঁর সাথে গানটিতে গলা মেলালেন— আসর সাথে সাথেই হয়ে উঠলো জমজমাট। বরিষ্ঠ ব্যক্তি রণজিত দাশ 'ভানু ব্যানার্জী'র সাথে একই অফিসে কাজ করেছেন। সেই সব দিনের 'ভানু ব্যানার্জী'র নানা উজ্জ্বল কাহিনী শোনালেন শ্রী দাশ, অসাধারণ স্মৃতিচারণ।

এদিন যাঁদের মজাদার ছড়া/কবিতা এই প্রতিবেদকের ভাল লাগলো তাঁরা হলেন তারাশঙ্কর দত্ত ('ভুতুড়ে সংলাপ'), সৌমেন্দু মুখোপাধ্যায় ('তোমার হিংসা আমার জয়!'), দীনেন্দ্র চন্দ্র (দুর্দান্ত ১টি ছড়া) প্রমুখ। রম্য রচনা পাঠে আসর জমালেন সুকুমার মন্ডল ('যদি জোটে রোজ'), বিশ্বেশ্বর রায় (বয়স্ক ব্যক্তির কমপিউটার প্রশিক্ষণ), ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য (বইমেলা উপলক্ষে 'পান' সমৃদ্ধ বই নিয়ে রম্যরচনা) প্রমুখ। আসরে উপস্থিত কলকাতা প্রেমী ইংরাজি সাহিত্য মনস্ক, সৌখিন জাদুকর, ৮৩ বছরের রণ চ্যাটবার্ন খোলা মনে বললেন তাঁর কলকাতাকে ভাল লাগার কথা; পাঠ করলেন প্রখ্যাত ইংরাজি কবিতা, 'নাইট মেল'। ব্যঙ্গ রসের আসর হলেও অশোক কুমার দাসের প্যারিসে সম্প্রতি সন্ত্রাসবাদীদের হাতে খুন হওয়া সাধারণ মানুষদের নিয়ে বিষাদময় কবিতাটি মন ছুঁল। (শ্রী দাস একজন জাদু প্রেমী মানুষও বটে। সম্প্রতি তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার ছেলের কাছে গিয়েছিলেন। ওখানে একটি জাদু সরঞ্জাম বিক্রয়ের দোকানে যান। জাদুকর দোকানদার যেই জানলেন শ্রী দাস কলকাতা থেকে এসেছেন সাথে সাথেই বলেন 'সোরকার'! প্রমাণিত হল সেই কথাটি ঠিক 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে')।

এদিন বরিষ্ঠ ব্যক্তি মোহিত গুপ্ত, আবৃত্তি করলেন 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য'-র 'বিখ্যাত' ইংরাজি অনুবাদ— অবশ্যই রণ চ্যাটবার্নের জন্যেই এটি আবৃত্তি করলেন। এছাড়া শ্রীগুপ্ত শুনিয়েছেন ডি.এল রায়ের ছেলে সঙ্গীত শিল্পী দিলীপ কুমার রায়কে নিয়ে কিছু কথা, 'সজনী কান্তের 'শনিবারের চিঠি'-র উল্লেখ সহ তাঁর বিবিধ 'হুল' ফোটানোরও কিছু কথা। যথাযোগ্য সম্মান জানিয়েই বলব, এদিন শ্রীগুপ্তের ভাষণ ঠিক মন ছুঁল না।

একই কথা প্রযোজ্য সহ সম্পাদক অমিত গঙ্গোপাধ্যায়ের রম্য রচনাটির বিষয়ে ('উকিল বাবুর দুর্দশা')। শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় পাঠ করলেন ১৯৭৬ সালে ভানু ব্যানার্জী ও শিবরাম চক্রবর্তীর আলাপচারিতা নিয়ে সুন্দর বর্ণনামূলক কাহিনী। তবে এই ধরনের লেখা যথার্থ মূল্য পায় যখন লেখক লেখাটির পিছনে কিছু সূত্র/আকরের উল্লেখ করেন— যেটি শৈলেশ্বর কখনই করেন না— কেন করেন না?

সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখালেন আল কোরানের বিভিন্ন প্রতীক আঁকা বড় তাসের প্যাক নিয়ে মনের ম্যাজিক।

শোনালেন জাদুকর জন সেফার্ডের 'লম্বা থেকে বেঁটে' হওয়ার মজাদার কাহিনী (সূত্র/আকর হিসাবে প্রদর্শন করলেন 'ম্যাজিক সার্কুলার' জাদু পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটি)।

এদিন হৃদয়স্পর্শী রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিয়েছেন তনুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ('ভেঙেছো দুয়ার' ও 'আমার সকল রসের ধারা') অন্যদিকে প্রতিবারের মতন এবারেও কিছু বাজে কৌতুক পরিবেশন করলেন সৌমেন মিত্র... বলতে ভুল হয়ে যাচ্ছিল শুভেন্দু ঘোষের 'চর্বিত চোষ্য' ছড়াটির কথা, যেটি খুবই ভাল লাগলো এই প্রতিবেদকের। এইভাবেই 'আলোয় ছায়ায়' সম্পূর্ণ হল নব পর্য্যায় ব্যাঙ্গমার আসর।

রস সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় পি-৭৮, লেক রোডে বসে 'নব পর্য্যায় ব্যাঙ্গমা'-র রস সাহিত্য সংস্কৃতির আসর। আগামী ১৮ মে (বুধবার) সন্ধ্য ৬ টায় ওই আসরে প্রথম 'ব্যাঙ্গমা রত্ন' পুরস্কারে ভূষিত করা হবে 'বাংলা টাংলা' খ্যাত কবি অপূর্ব দত্তকে। এই পর্বের সঞ্চালনায় থাকবেন কবি ও বাচিক শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। আসরে উপস্থিত থাকবেন বহু বিশিষ্ট কবি ও রস সাহিত্যিকবৃন্দ। দ্বিতীয় পর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হবে সংগঠনের 'ব্যাঙ্গমা' সাহিত্য পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা। অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য যোগাযোগ করুন সম্পাদক : ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য : ৯৮৩১৪২০৪৮৮। সহ-সম্পাদক : অমিত গঙ্গোপাধ্যায় : ৯৮৩০৪৬১৪৪।

সচেতনতার অভাব, তাবিজই ভরসা বাপ্পা মুন্ডাদের

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

বাপ্পা মুন্ডা। বয়স ছাব্বিশ। বাবার নাম সন্ন্যাসী মুন্ডা। বাড়ি হিঙ্গলগঞ্জ থানার, ৩নং সমসেরনগর। গত শীতে (ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে, ২০১৫-১৬) কয়েকদিনের জন্য হিঙ্গলগঞ্জে গিয়েছিলাম। সেই সময় পর পর দু'তিন দিন মুন্ডা পাড়াতে যাই। শীতকাল কাঁকড়া মারার উপযুক্ত সময়। তখন সমস্ত পুরুষরা কাঁকড়া ধরতে নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। অধিকাংশ পরিবার থেকে মহিলারাও পুরুষদের সঙ্গী হন। এ সময় কাঁকড়ার দামও বেশি পাওয়া যায়। যাঁরা বাড়িতে আছেন তাঁরাও ব্যস্ত। নতুন ধান উঠেছে। সেই ধানগুলোকে গোছগাছ করতে অথবা ধান ঝাড়তে লেগে গেছেন। কাজেই মুন্ডা পাড়ায় ছেলে-বুড়ো নির্বিশেষে, যাকে পেয়েছি তার সঙ্গে কথা বলেছি। এরকম ক্রাইসিসের সময় পেয়ে গেলাম বাপ্পা মুন্ডাকে। সে পাশের বাড়ির উঠোনে ধানের গাদার পাশে দাঁড়িয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলছিল। শিকারের সন্ধান পেলে, শিকারির যেমন হয়, আমারও তেমন হল। বাপ্পার বাবার নাম সন্ন্যাসী মুন্ডা। তাকে জিগ্যেস করলাম, তুমি কী কাজ কর?

– আমি সব কাজ করি।

– কী কী কাজ?

– মাছ-কাঁকড়া ধরা, মধু-ভাঙা, চাষের কাজ?

– তোমাদের নৌকো আছে?

– না, গা-ভাগে কাজ করি।

– তুমি কি বিয়ে করেছ?

– হ্যাঁ, একটা মেয়ে আছে। পাঁছ বছর বয়েস।

বাপ্পা যখন কথা বলছিল, তখন লক্ষ্য করলাম তার হাতে একটা বড়ো তাবিজ বাঁধা। মেয়েকে কোলে নিয়ে তার বৌও পাশে দাঁড়িয়েছিল। মেয়ের হাতেও লাল ঘুনসি দিয়ে কবজ বাঁধা। আমি বাপ্পাকে জিগ্যেস করলাম, মেয়েটার কী হয়েছে, এত রোগা কেন?

– ঘন ঘন জ্বর হয়। ভালো হয়ে যায়, দু'চারদিন পরে আবার হয়।

– ডাক্তার দেখাওনা কেন?

– ডাক্তার দেখিয়ে কী হবে? আমার পেটে যন্ত্রণা হত। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, অনেক ওষুধ খেইছি। কিচ্ছু হয়নে। তারপর অনেক দূরের একজন ওঝার কাছে গেলুম, সে সারিয়ে দিল।

– তোমার ঠিক কী হয়েছিল?

– এক বছর ধরে যখন তখন পেটে খুব যন্ত্রণা হত। পেটে কাঁটার মতো ফুটত, তখন সোজা হতে পারতাম না। আনেক ডাক্তার দেখিয়ে, ওষুধ খেয়ে যখন সারছে না, ভূষিঘাটায় একজন ওঝার কাছে গেলুম।

– ভূষিঘাটাটা কোথায়?

– ধামাখালি থেকে গাড়িতে করে যেতে হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মধ্যেই, কিন্তু হাওড়া জেলার কাছাকাছি।

– ওই ওঝার খবর জানলে কীভাবে?

– আমি শ্বশুরবড়ি গিছিলুম, তারাই ওই ওঝার কাছে আমাকে পাঠিয়েছিল।

– ওঝার কাছে যেতে তিনি কী করলেন?

– ওঝা জানতে চাইল আমার এখন কী কষ্ট হচ্ছে। আমি তাকে সব খুলে বললুম। তারপর ওঝা আমাকে বললে, আমি তোমার পেটে ঘটি বসাব।

তুমি জামা-গেঞ্জি খুলে এখানে শুয়ে পড়। আমি শুয়ে পড়লুম। ওঝা আমার পেট টিপে টিপে দেখল, তারপর আমার পেটের ওপর জল সমেত একটা ঘটি বসিয়ে দিল। তারপর জলের মধ্যে একটা ফুল ফেলে দিয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগল। আমাকে বলল মিনিট পনের শুয়ে থাক। সব সেরে যাবে। কিছুক্ষণ পরে ওঝা ঘটিটা পেটের ওপর থেকে তুলে নিল। আমি উঠে পড়লাম। ওঝা আমাকে ঘটির জলটা মাটির ওপর ঢালতে বলল। আমি ঢাললাম। দেখলাম, জলের সঙ্গে একটা ফুল ও একটা পাথরের টুকরো পড়ল। ওঝা পাথরটা হাতে নিয়ে আমাকে দেখিয়ে বলল এই পাথরটার জন্যে পেটে যন্ত্রণা হত। পাথরটা বের করে দিলাম। আর যন্ত্রণা হবে না।

– আর পেটে যন্ত্রণা হয়?

– পাথরটা তো বের করে দিয়েছে, আর যন্ত্রণা হবে কেন?

– ওঝাকে কত টাকা দিতে হল?

– পাঁচ'শ টাকা।

– শ্বশুর বাড়ি থেকে কি টাকাটা দিয়েছিল?

– শ্বশুর বাড়ি থেকে দেবে কেন? আমার রোগ সারাতে, আমার গেঁটের টাকা খরচ করেছি।

– পেটের যন্ত্রণা তো সেরেছে, তবে হাতে এত বড় একটা তাবিজ বাঁধা কেন?

– আমার হঠাৎ হঠাৎ জ্বর আসে।

– ওষুধ খাও, সেরে যাবে। তাবিজ বাঁধার দরকার কী?

– শুধু জ্বর তো নয়? রাতে ঘুমের ঘোরে ভয় পেতাম। সেটা ওষুধে সারতো না। তাবিজ বেঁধে এখন ভালো আছি। ভুষিঘাটার ওঝাই এটা দিয়েছে।

– কত টাকা দিতে হয়েছে?

– বেশি নয়। এক'শ পাঁচ টাকা।

মুন্ডা পাড়াতে গিয়ে ভালো করে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এই মানুষগুলো এখনও দু'টাকা কেজি দরে, পরিবার পিছু ১৬ কেজি করে চাল পাচ্ছেন। সন্দেহ নেই এর ফলে হতদরিদ্র এবং প্রায় নিরক্ষর মানুষগুলো কিছুটা হলেও উপকৃত হচ্ছেন। কিন্তু এঁদের ন্যূনতম সচেতন করতে না পারলে, আপাদ-মস্তক কুসংস্কারে ডুবে থাকলে, প্রকৃতপক্ষে সামাজিক উন্নয়ন কোনও ভাবে সম্ভব নয়। শুধুমাত্র দান-খরাতি করে জীবনযাত্রার মান বাড়ানো যায় না।

সুন্দরবনের ডায়েরি

সালগাওকর বধে বাগানের শুরু

কমল নস্কর

আই লিগে রানার্স হওয়ার জ্বালা দূর করতে এখন ফেডারেশন কাপ জয়কে পাখির চোখ করেছে মোহনবাগান। আইএফএফ কর্তাদের রোষানলে পড়ে আই লিগে বেশ কিছু ম্যাচে সাইডলাইনে থাকতে পারেননি গতবারের সফল কোচ সঞ্জয় সেন। আর তাতেই অনেকটা প্রভাবিত হয়েছে টিম মোহনবাগান,

মাঠে খেলতে থাকা প্রথম একাদশ থেকে রিজার্ভ বেঞ্চের প্রত্যেকে। সেই জায়গাটাইপালটে গিয়েছে ফেড কাপের শুরুতে। মোহনবাগানের পুরো টিম ঘিরে বিরাজমান এই লাকি কোচ। যে জিনিসটা চাগিয়ে তুলেছে পুরো মোহন ব্রিগেডকে। ফলও পাওয়া গিয়েছে হাতেনাতে। ফেড কাপের শুরুটাই জয় দিয়ে শুরু করেছে বাগান। তাও আবার সনি নর্ডি-কর্নেল গ্লেনের মতো জোড়া ফলা ছাড়াই সালগাওকরকে ৩-২ হারিয়েছে তারা। এই তারকা বিদেশিদের অভাব বুঝতে দেননি জেজে। যাকে এই মুহূর্তে দেশে ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে অন্যতম সেরা বলা হচ্ছে। আই লিগের গুরুত্বপূর্ণ ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ম্যাচের একেবারে শেষ লগ্নে পেনাল্টি পেলেও জেজের দূর্বল শট সমাত ফেরাতে দেয়নি সবুজ মেরুনকে। আর তাতেই কার্যত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশার ভরাডুবি ঘটে টিম মোহনবাগানের। অথচ যে জেজে'র জন্য এই দুরাবস্থা হয়েছিল মোহনবাগানের সেই জেজেই এখন সম্পূর্ণ রূপান্তরিত অন্য এক তারকায়। কি বিদেশের মাটি আর কি দেশের মাটি সবেতেই ক্লাবকে জেতাতে এখন প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে এই চোখ ছোটো তারকা। বস্তুত জেজে নিজেকে আগামী দিনে বাইচুং-সুনীল ছেত্রীদের সমতুল্য তারকা করে তুলতে পারে বলে কলকাতার অনেক প্রাক্তন তারকা এবং ফুটবল বিশেষজ্ঞের অভিমত।

মোহনবাগানের হয়ে জেজের এই সাফল্য পাওয়ার পিছনে নিশ্চিতভাবে সঞ্জয় সেনের ভোকাল টনিক একটা বড় কারণ। পেনাল্টি মিস করে হতোদ্যম এই তারকাকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে এনে সঞ্জয় কার্যত একটা মাস্টার স্ট্রোক দিয়েছেন। এখানেই চেনা যায় একজন বড় কোচকে। টিম ম্যানেজমেন্ট যার একটা বড় অঙ্গ। এই টিম ম্যানেজমেন্টের মধ্যেই বিশুদা এই ব্যাপারে অনেকটাই গুটিয়ে ছিলেন বলে অনেকের অভিযোগ। ফলে অফ ফর্মে চলে যাওয়া ডংয়ের মেন্টরিংয়ের কাজ ঠিক মতো এগোয়নি। এমনকি কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক নাকি বেজায় খারাপ দিকে চলে যায়। কোচ যেটা পারেনি সেই উদ্যোগ ইস্টবেঙ্গলে নিতে দেখা যায় নাইজেরীয় তারকা র‍্যান্টি মার্টিন্সকে। র‍্যান্টির হাত ধরেই বলা যায় ফের পাদপ্রদীপের আলোয় ফেরে ডু ডং। তারপর মোহনবাগানের সঙ্গে ফিরতি ডার্বিতে তার করা জোড়া গোল লাল-হলুদ শিবিরে স্বস্তির ছায়া নিয়ে আসে।

সঞ্জয় সেনের অনুপস্থিতিতে মোহনবাগানে মেন্টরের যথার্থ দরকার ফেড কাপের মতো একটা সর্বভারতীয় ট্রফি জিতে নেওয়া। আগে একটা সময়ে ফেড কাপে মোহনবাগানের পয়মন্ত ভাগ্য নিয়ে বেশ কথা চলতি ছিল বাজারে। বেশ কয়েক বছর আবার ফেড কাপে বাগান সেভাবে সফল নয়। মাঝে ইস্টবেঙ্গল দু-দুবার ফেডারেশন কাপ জিতে একটা আলাদা জায়গা তৈরি করে। তার ওপর বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের জায়গায় এখন লাল-হলুদে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে তাদের জনতার নয়নের মণি ইংরেজ কোচ ট্রেভর জেমস মর্গ্যানের। তবে ইস্টবেঙ্গল জনতা এবং কর্মকর্তাদের মনে রাখতে হবে মর্গ্যান রক্তমাংসে গড়া মানুষ। তিনি ম্যাজিসিয়ান নন। সুতরাং সময় দিতে হবে তাকে।

সেরা নয় আরসিবি

প্রদীপ্ত দাস

ভালো দল গড়লেই যে সেরা হওয়া যায় তা কিন্তু নয়। ক্রিকেট,ফুটবল বা যে কোনও স্পোর্টসের ক্ষেত্রেই এই কথাগুলি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই দেখুন না এবারের রয়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। কে না নেই বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন আরসিবিতে। বিরাটের পাশাপাশি ক্রিস গেইল, ডেভিলিয়ার্সরা সবাই একেকজন বম্বস্ট্রাসটিক তারকা। এরা যখন মাঠে নামেন তখন কার্যত এ বলে আমায় দেখ, আর ও বলে আমায়। অথচ সেই বেঙ্গালুরু ব্রিগেড কিনা এখনও পর্যন্ত আইপিএল পর্বে একেবারে নিচের সারিতে বিরাজ করছে। এর কারণ হিসাবে অনেকে বলছেন দক্ষ বোলারের অভাব। অর্থাৎ ব্যাটিংয়ে ধমাকা মাচানো তারকাদের সামিল করলেও বোলিংয়ে অনভিজ্ঞ কতিপয়ের ওপর ঝুঁকতে চেয়েছিল আরসিবি। এখানেই তাদের ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই কথায় মনে পড়ল আশির দশকের একেবারে গোড়ায় মহমেডান স্পোর্টিং তৎকালীন ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের বাঘা তারকাদের নিয়ে দল করেছিল। তাও সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি সাদা-কালো শিবির। আসলে তারকাদের মধ্যে ইগোর লড়াই নাকি শেষ করে দিয়েছিল সেবারের মহমেডানকে। আরসিবির এবারের ব্যর্থতার পিছনে ভালো বোলারের অভাব যেমন একটা বড় কারণ তেমনই স্টারদের ইগোও হয়তো সমস্যা জাগাচ্ছে।

হুগলি জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে যোগাসন

রিম্পি ঘোষ

যে কোনও খেলা খেলতে গেলে শরীরকে ফিট রাখা অত্যন্ত জরুরি। আর শরীরকে ফিট রাখতে গেলে যাগাসনের চেয়ে বেশি উপযুক্ত আর কি হতে পারে! ভারতবর্ষে বেদ, পুরাণের যুগ থেকে মুনি, ঋষিরা এই যোগাসনকেই মাধ্যম করে পরম ব্রহ্মের দর্শন লাভ করেছেন। যোগবলে অনেক অসাধ্য সাধন করা যায় এমন অজস্র প্রমাণ রয়েছে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনিগুলিতে। তাই যোগাসন ভারতের অন্যতম এক ঐতিহ্য। কিন্তু ক্রিকেট, টেনিসের দাপটে বর্তমান প্রজন্ম এই ঐতিহ্য বিস্মৃত হতে বসেছে। তাই যোগাসনের প্রতি এই প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের আগ্রহ গড়ে তোলার জন্য আন্তর্জাতিক যোগদিবস পালিত হয়।

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের সর্বত্র বিদ্যালয় স্তরে ফিজিক্যাল এডুকেশনে যোগাসনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হুগলি জেলার শ্যামাপ্রসাদ হাইস্কুলের শারীরবিদ্যার শিক্ষক শিশির সিংহ রায় জানান, আগে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও সিবিএসই বোর্ডের স্কুলগুলিতে যোগাসন শেখানো হত। কিন্তু এখন এর অনুসরণে রাজ্য সরকারি স্কুলগুলিতেও শারীরবিদ্যায় যোগাসন শেখানো হয়। একই মতো মগরার প্রায় ১২৭ বছরের প্রাচীন আকনা হাইস্কুলের শারীরবিদ্যার শিক্ষক তারক মন্ডলের। তারকবাবু বলেন, আমাদের স্কুলে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বহু ছাত্র-ছাত্রী এই যোগাসন শেখে। এমনকি তারা বিদ্যালয় স্তরেও বহু যোগাসন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। পান্ডুয়া দ্বারবাসিনী গার্লস হাইস্কুল পড়াশোনা, যোগাসন সবেতেই হুগলি জেলার মধ্যে চিরকালই ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করে এসেছে। প্রায় ৫২ বছরের প্রাচীন এই বিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষা বিভাগের শিক্ষিকা মিনতি চক্রবর্তী জানান, তাঁদের স্কুলে যোগাসনের পাশাপাশি ক্যারাটেও শেখানো হয়। এই স্কুলের অধিকাংশ মেয়েই

দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। তবুও তাদের ক্যারাটে ও যোগাসন শেখায় উৎসাহে কোনও ঘাটতি নেই। প্রায় ২৫০ জন ছাত্রী ক্যারাটে শেখে। বিদ্যালয়ের নিজস্ব উদ্যোগেই এই ক্যারাটে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির শারীরবিদ্যার সিলেবাসে ক্যারাটের উল্লেখ রয়েছে। ক্যাটে ও যোগাসন প্রশিক্ষণ নিয়ে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরেও জানানো হয়েছে মিনতিদেবী এমনটাই বলেন।

সম্প্রতি ক্যারাটেতে এই বিদ্যালয়ের মেয়েদের দল জাতীয় স্তরে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে নিজেদের পারদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছে। শরীরকে নীরোগ রাখতে ও নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে যোগাসন ও ক্যারাটের কোনও বিকল্প নেই এমনটা মেনে নিয়েছেন বহু শিক্ষক – শিক্ষিকা এবং ছাত্র – ছাত্রী। তাই বিভিন্ন স্কুলে ক্রমশই যোগাসন জনপ্রিয় হচ্ছে ও এর প্রসারও ঘটছে।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

মগজ ধোলাই

- অসমে প্রত্যেক বছর কত রকমের চাল উৎপন্ন হয়?
- দেরাদুন আর জয়পুর কত সালে আবিষ্কার হয়?
- অ্যালজেবরা শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে।
- মার্কারি থার্মোমিটার কে আবিষ্কার করেন?
- পোরসিলিনের জন্য কোন দেশ বিখ্যাত?

গত সংখ্যার উত্তর

- মধ্যপ্রদেশের কম্বল নদীতে।
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
- 'তিড' মানে জানা।
- কুমির।
- স্পেন।

উত্তর পাঠাও যে কোনও মাধ্যমে ৭-১৩ তারিখের মধ্যে

লম্বা থেকে বেঁটে হওয়ার ম্যাজিক

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত পেশাদার জাদুকর ছিলেন থমাস শেফার্ড। তিনি তাঁর নামটা কিছুটা পরিবর্তন করেন- নাম নেন ট্যাম শেফার্ড। এই নামেই তিনি জাদুকর হিসাবে বিখ্যাত হন।

ট্যাম সুদীর্ঘকাল পেশাদার জাদুকর হিসাবে জাদু প্রদর্শনী দেবার পর গ্লপসপো শহরে একটি জাদুসরঞ্জামের দোকান খোলেন। এই সাথে বিক্রি করতেন নতুন নতুন 'পাজল'। তিনি ছিলেন দক্ষ প্রদর্শক। ফলে তাঁর দোদানে জাদুকররা ছাড়াও সাধারণ মানুষজনও নিয়মিত আসতেন 'পকেট ম্যাজিক' আর 'পাজল' কেনবার জন্যে।

প্রথমবার কেউ যখন ট্যামের দোকানে আসতেন তিনি দেখতেন দোকানে হরেক 'ম্যাজিক' আর 'পাজল' লম্বা গ্লাস লাগানো শোকেসে সাজানো। শোকেসের

পিছনে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে ট্যাম। নতুন খদ্দেরকে বলতেন। 'আসুন কি চাই বলুন'-এই বলেই শুরু করে দিতেন 'পকেট ট্রিক' আর পাজল-এর প্রদর্শন। সুনিশ্চিতভাবে খদ্দের মন ঠিক করে ফেলতেন কি কিনবেন। ট্যামকে সে কথা বলতেই ট্যাম খদ্দেরকে বলতেন, ওই পাশ দিয়ে ভিতরের ঘরে আসুন-ওইখানে 'ম্যাজিক'টা 'পাজল'টা শিখিয়েদেবো অর্থাৎ দোকানে উপস্থিত অন্য খদ্দেরদের ম্যাজিকটির পাজলটার কৌশল (জানাবেন না)-এই বলে ট্যাম ভিতরের ঘরে যাবার জন্যে পিছন ফিরতেন আর সাথে সাথে লম্বা মানুষ থেকে বেঁটে মানুষে রূপান্তরিত হতেন, যা দেখে দোকানে আসা নতুন খদ্দের চমকে উঠতেন, দোকানে উপস্থিত পুরানো খদ্দেররা হেসে উঠতেন, ট্যাম ও খদ্দেরদের দিকে আবার সামনে ফিরে নিজেও মুখ টিপে হাসতেন আর এই ভাবে সব মিলিয়ে এক দারুণ কৌতুকময় পরিবেশের সৃষ্টি হত।

আসলে ট্যাম ছিলেন খুবই বেঁটে। তাই তিনি দোকানের লম্বা শোকেসের পিছনের দিকে, শোকেস ফ্রেমে লম্বা এক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করান।এই প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়েই তিনিখেলা দেখাতেন শোকেসের সামনে দাঁড়িয়ে খদ্দেররা তা বুঝতে পারতেন না। তাঁদের চোখে ট্যামকে সাধারণ লম্বা মানুষ বলেই মনে হত।আর ট্যাম যেই প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে ভিতরের ঘরের দিকে যেতেন সাথে সাথে হয়ে যেতেন ভীষণ বেঁটে, নতুন আসা খদ্দের চমকে যেতেন দেখে যে মানুষটি চোখের পলকে লম্বা থেকে বেঁটে হয়ে গেলেন।

ট্যাম শেফার্ডের সেই দোকান আজও গ্লাপসপো শহরে আছে হাত পাকিয়ে দোকানের মালিক এখন অন্য বর্ষীয়ান জাদুকর। তবে গ্লাপসপোবাসী সব মানুষের কাছেই ট্যাম বেঁচে আছেন তাঁদের দেওয়া দোকানটার নামের মাধ্যমে 'বামুন জাদুকর ট্যামের দোকান'...

সূত্র: ম্যাজিক সার্কুলার, ফেব্রুয়ারি, ২০০৫

এহিময় চ্যাটার্জি, প্রথম শ্রেণি, সাউথ পয়েন্ট

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

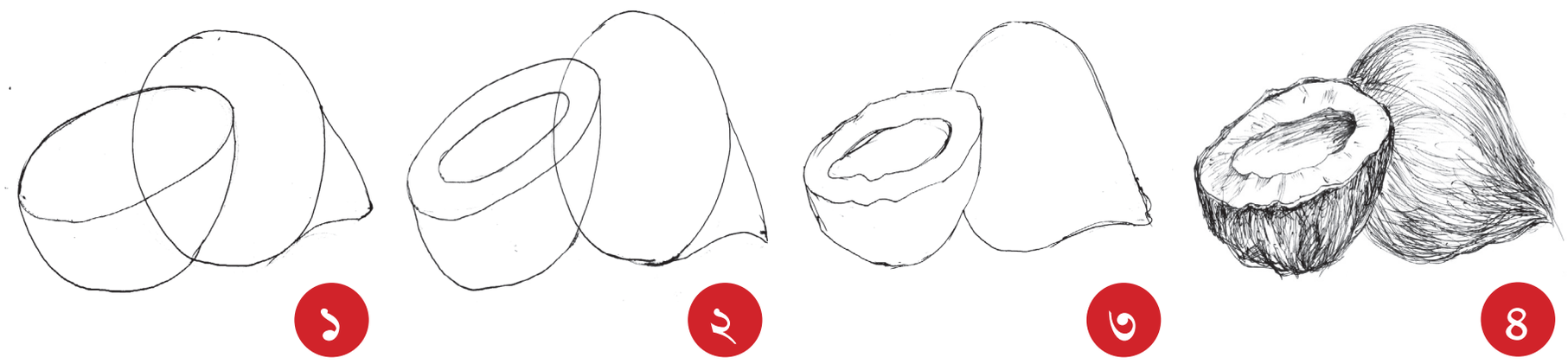

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com